বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

অগ্রদূত

AGRADOOT

৫৮ বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২১, আগস্ট-২০১৪

প্রকাশনার ৫৮ বছর

এ সংখ্যায়

প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একটি স্কাউট দল থাকতে হবেঃ রাষ্ট্রপতি

কিশোর উপন্যাস
ব্যাডেন পাওয়েলের সাত সাগরেদ

বইয়ের দুনিয়া

স্কাউটিংয়ে মজার তথ্য

অক্টোবরে আইসিসি'র নতুন FTP

স্কাউটিংয়ের সূর্যোদয় আগস্ট -এ

বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার

প্রযুক্তি ভাবনা-প্রশ্নোত্তর

বাংলাদেশের ডাকটিকেট

জানা-অজানা

স্কাউট সংবাদ

স্কাউটসের ৪৩তম জাতীয় কাউন্সিলে নতুন নেতৃত্ব

সভাপতি

কোষাধ্যক্ষ

প্রধান জাতীয় কমিশনার

দেশব্যাপী ১০ম এপিআর ইন্টারনেট জাম্বুরী

বাংলাদেশ স্কাউটস

নিয়মিত প্রকাশনার ৫৮ বছর

অগ্রদূত

AGRADOOT

বাংলাদেশ স্কাউটস এর মুখপত্র

❑ ৫৮ বর্ষ ❑ ৮ম সংখ্যা ❑ শ্রাবণ-ভাদ্র ১৪২১ ❑ আগস্ট-২০১৪

প্রধান উপদেষ্টা
ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সম্পাদক
মোহাম্মদ তৌফিক আলী

সম্পাদনা পরিষদ
শফিক আলম মেহেদী
প্রফেসর নাজমা শামস
মু. তৌহিদুল ইসলাম
আখতারুজ্জামান খান কবির
মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন
এম এম ফজলুল হক
মো. আরিফুজ্জামান
মো. দেলোয়ার হোসাইন

নির্বাহী সম্পাদক
ফারুক আহাম্মদ

সহ-সম্পাদক
আওলাদ মারুফ
নাজমুল হক
ফরহাদ হোসেন
রাশেদুল ইসলাম তুষার
তৌহিদুন নাছের
মাহবুবুর রহমান কাওসার

চিত্রশিল্পী
মতুরাম চৌধুরী

চিত্র গ্রাহক
মোঃ হামজার রহমান শামীম

অক্ষর বিন্যাস
আবু হাসান মোহাম্মদ ওয়ালিদ

বিনিময় মূল্য ঃ দশ টাকা

বাংলাদেশ স্কাউটস
৬০, আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড
কাকরাইল, ঢাকা-১০০০
ফোন ঃ ৯৩৩৭৭১৪, ৯৩৩৩৬৫১
পিএবিএক্স, সম্প্রসারণ - ২৬
মোবাইল ঃ ০১৭৩১-২৮২০৫৬
ইমেলঃ bsagrodoot@gmail.com
ফ্যাক্সঃ ৮৮০২-৯৩৪২২২৬

মাসিক অগ্রদূত বাংলাদেশ স্কাউটসের ওয়েবসাইটে পাওয়া যাচ্ছে।

ক্লিক করুন

www.bangladeshscouts.org

সম্পাদকীয়

বাংলাদেশ স্কাউটসের ৪৩তম জাতীয় কাউন্সিলের (ত্রৈবার্ষিক) সভায় স্বত:স্ফুর্তভাবে আগামী সেশনের জন্য স্কাউটসের নতুন নেতৃত্ব মনোনীত হওয়ায় অগ্রদূত প্রকাশনা বিভাগের পক্ষ থেকে স্বাগত ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

উক্ত কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউটসের সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান জাতীয় কমিশনারসহ আঞ্চলিক প্রতিনিধি মনোনীত করা হয়। মূলতঃ প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের নির্বাহী নির্দেশনা নেতৃত্ব ও পরামর্শে স্কাউটসের সকল কার্যক্রম পরিচালিত হয়। স্কাউটসের সর্বোচ্চ মেধা সম্পন্ন চৌকষ ব্যক্তিবর্গ আগামী তিন বছরের জন্য দায়িত্ব প্রাপ্ত হওয়ায় আমরা আনন্দিত ও সকল পর্যায়ের স্কাউটার, জাতীয় কাউন্সিলের কাউন্সিলরবৃন্দ এবং নির্বাচিত পদপ্রাপ্তদের জানাই অভিনন্দন। সেই সাথে প্রত্যাশা করছি নব দায়িত্বপ্রাপ্তদের দিক নির্দেশনা ও পরামর্শে এবং আমাদের সর্বাত্নক প্রচেষ্টায় অগ্রদূত পত্রিকায় অবয়ব-শ্রীবৃদ্ধি ও উত্তোরত্তর মানোন্নয়ন ঘটবে।

চলতি সংখ্যার প্রচ্ছদে বাংলাদেশ স্কাউটসের নতুন সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের ছবি এবং এপিআর এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরীর ছবি ছাপানো হলো।

আগামী সংখ্যা থেকে অগ্রদূত-এ যোগ হচ্ছে আরো কিছু বিভাগ।

প্রোগ্রাম বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস-এর প্রোগ্রাম বিভাগ থেকে ত্রৈমাসিক প্রকাশিত হচ্ছে...

সূচীপত্র

স্কাউটসের ৪৩তম জাতীয় কাউন্সিলে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন	৩
দেশব্যাপি ১০ম এপিআর এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরী বাস্তবায়িত	৭
স্টাফ ম্যানেজম্যান্ট কনফারেন্স	৮
ব্যাডেন পাওয়েলের সাত সাগরেদ/হোসেন মীর মোশাররফ	৯
বাংলাদেশের ডাকটিকেট/রওশন ইজদানী আশিক	১২
স্কাউটিং এর সূর্যোদয় আগষ্ট -এ	১৫
স্বদেশ-বিবৃতি	১৬
বইয়ের দুনিয়া/তৌহিদুন নাহের	১৮
শিক্ষাঙ্গণ/মাহাবুবুর রহমান কাওসার	২০
কম্পিউটারের গতি বৃদ্ধিতে করনীয়/মোঃ হামজার রহমান শামীম	২২
সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ/তৌফিকা তাহসিন	২৩
খেলাধুলা ঃ অক্টোবর থেকে আইসিসি'র নতুন FTP	২৪
স্বাস্থ্য কথা ঃ দইয়ের উপকারিতা	২৬
তথ্য-প্রযুক্তি	২৭
চিত্র-বিচিত্র	২৮
স্কাউট ও গাইড ফেলোশীপ/আব্দুল খালেক	২৯
জানা-অজানা/সালেহীন সিরাত	৩০
কবিতা	৩১
গল্প ঃ জলরঙে বুড়িগঙ্গা/মতুরাম চৌধুরী	৩২
ক্ষুদে বন্ধুদের আঁকা	৩৬
চিত্রে স্কাউট কার্যক্রম	৩৭
স্কাউট সংবাদ	৩৮

গার্ল-ইন-স্কাউটিং বুলেটিন

বাংলাদেশ স্কাউটস -এর গার্ল-ইন-স্কাউট বিভাগ থেকে প্রকাশিত হচ্ছে...

নবম বাংলাদেশ ও ১ম সানসো স্কাউট জাম্বুরী উপলক্ষে বাংলাদেশ স্কাউটস একটি সুদৃশ্য স্মরণিকা প্রকাশ করে

স্কাউটসের ৪৩তম জাতীয় কাউন্সিলে নতুন নেতৃত্ব নির্বাচন

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রপতি ঃ স্কাউটের সংখ্যা বৃদ্ধির জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কমপক্ষে একটি স্কাউট দল থাকতে হবে

॥ অগ্রদূত প্রতিবেদন ॥

জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট স্কাউট'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মাঝে রাষ্ট্রপতি

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৩ তম বার্ষিক (ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা ১ শ্রাবণ, ১৪২১ (১৬ জুলাই ২০১৪) বুধবার বেলা ৩.০০ টায় ওসমানী স্মৃতি মিলনায়তন ঢাকায় অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল করিম। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে দেশের সকল অঞ্চল থেকে আগত কাউন্সিলরবৃন্দ ছাড়াও মন্ত্রী পরিষদের সদস্য সরকারী/বেসরকারী প্রতিষ্ঠানের উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ, অতিথিবৃন্দ, ২০১৩ সালে অনন্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ "রৌপ্য ব্যাঘ্র" ও "রৌপ্য ইলিশ" অ্যাওয়ার্ডপ্রাপ্ত স্কাউটারবৃন্দ, প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট অ্যাওয়ার্ড ও প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তগণ উপস্থিত ছিলেন। সভায় ১৯৫জন কাউন্সিলর উপস্থিত ছিলেন। সভায় প্রধান জাতীয় কমিশনার আবুল কালাম আজাদ স্বাগত বক্তব্য দেন। মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী নুরুল ইসলাম নাহিদ গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য প্রদান করেন। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ কাউন্সিল সভার উদ্বোধন ঘোষণা করেন।

অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট জনাব মোঃ আবদুল হামিদ তাঁর ভাষণে বলেন, "সৎ, চরিত্রবান, যোগ্য ও দায়িত্বশীল নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে বিশ্বব্যাপী একটি পরিচিত ও স্বীকৃত শিক্ষামূলক আন্দোলন হলো স্কাউট আন্দোলন। ধারাবাহিক ও পরিকল্পিত কর্মসূচির শিক্ষা দিয়ে একজন তরুণ-তরুণীকে আদর্শ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কাউটিংয়ের মূল লক্ষ্য। বাংলাদেশের ভবিষ্যত প্রজন্ম তথা শিশু, কিশোর, তরুণ-তরুণী স্কাউট সদস্যদের দেশ প্রেমিক, সৎ, সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার মহান ব্রতে স্কাউট কর্মকর্তাদের আত্মনিয়োগ ও অবদানের জন্য তিনি অভিনন্দন জানান।

তিনি আরো বলেন যে, স্কাউটদের সংখ্যা ক্রমাগতভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে জেনে আমি খুশী হয়েছি। তবে জনসংখ্যার তুলনায় এসংখ্যা আশানুরূপ নয়। আমাদের ক্রমবর্ধমান যুবগোষ্ঠীকে সুনাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার জন্য প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে একাধিক স্কাউট দল গঠন করা প্রয়োজন। বিশ্বব্যাপী আধুনিক তথ্য প্রযুক্তির যে গতিশীল ধারা প্রবাহিত হচ্ছে তার সাথে তাল মিলিয়ে আমাদের যুব সমাজকে ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করতে হবে। নিয়মিত পড়ালেখার পাশাপাশি শিশু, কিশোর ও যুবদের শারীরিক ও মানসিক উৎকর্ষতার জন্য স্কাউটিং এর সৃজনশীল কর্মকান্ড এবং ক্রীড়াঙ্গনেও সরব উপস্থিতি থাকা প্রয়োজন"। তিনি যুব সমাজের উন্নয়নে ব্রত স্কাউট নেতৃবৃন্দকে ধন্যবাদ জানান।

অতঃপর তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৩ সালে অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত ১২জন স্কাউটারকে রৌপ্য ব্যাঘ্র ও ১৫জন স্কাউটারকে রৌপ্য ইলিশ প্রদান করেন। এছাড়াও ৫৪জন স্কাউটকে প্রেসিডেন্ট'স স্কাউট ও ০৩জন রোভার স্কাউটকে প্রেসিডেন্ট'স রোভার স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন। অতঃপর তিনি অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তগণের সাথে ফটোসেশনে অংশগ্রহণ করেন।

অনুষ্ঠানে ২০১৩ সালে স্কাউটিংয়ে বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে মহামান্য রাষ্ট্রপতি ও চীফ স্কাউট এর নিকট থেকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ১২জন স্কাউটারকে রৌপ্য ব্রাঘ্র ও ১৬জন স্কাউটারকে রৌপ্য ইলিশ প্রদান করেন রৌপ্য ব্রাঘ্য প্রাপ্তরা হলেন ঃ ১) স্কাউটার শফিক আলম মেহেদী ২) ভাইস এডমিরাল এম ফরিদ হাবিব, এনডিসি, পিএসসি, বিএন ৩) স্কাউটার প্রফেসর শবনম সুলতানা ৪) স্কাউটার

মাগুরা হোসেন ৫) স্কাউটার মোঃ নজরুল ইসলাম ৬) স্কাউটার আহমদ আলী ৭) স্কাউটার খায়রুজ্জামান চৌধুরী ৮) প্রফেসর আবু তৈয়ব চৌধুরী ৯) স্কাউটার আ স আ জহুরুল হোসেন ১০) মোঃ আমিনুল রশীদ ১১) স্কাউটার প্রদীপ কুমার নাহা ১২) স্কাউটার মোঃ আবু হান্নান। রৌপ্য ইলিশ প্রাপ্তরা হলেন ঃ ১) স্কাউটার উজ্জ্বল বিকাশ দত্ত ২) স্কাউটার মাহাফুজুর রহমান ৩) এয়ার মার্শাল মোহাম্মদ ইনামুল বারী, এনডিইউ, পিএসসি ৪) স্কাউটার মোঃ শাহ কামাল ৫) স্কাউটার মুনশী শাহাবুদ্দীন আহমেদ ৬) প্রফেসর ফাহিমা কাতুন ৭) স্কাউটার জামিল আহমেদ ৮) স্কাউটার মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার ৯) স্কাউটার মোঃ দেলোয়ার হোসেন ১০) স্কাউটার মোঃ শামীমুল হক শামীম ১১) স্কাউটার মোঃ তারা মিয়া ১২) স্কাউটার খলিলুর রহমান মন্ডল ১৩) স্কাউটার এস এম ফারুক উদ্দিন ১৪) স্কাউটার মোঃ কামাল উদ্দীন ১৫) স্কাউটার মোঃ মহিউদ্দিন মোমিন। এছাড়াও ১৯জন স্কাউটারকে সভাপতি অ্যাওয়ার্ড, ৩৪জন স্কাউটারকে সিএনসি'স অ্যাওয়ার্ড, ৪৯জন স্কাউটারকে লং সার্ভিস ডেকোরেশন, ১০জন স্কাউটারকে লং সার্ভিস অ্যাওয়ার্ড ৪৮জন স্কাউটারকে বার টু দি মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড, ১৩৩জন স্কাউটারকে মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড, ২৭৫জনকে ন্যাশনাল সার্টিফিকেট অ্যাওয়ার্ড, ০৫জনকে গ্যালান্ট্রি অ্যাওয়ার্ড প্রদান করা হয়।

সভাপতি জনাব মোঃ আবদুল করিম উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের পর সভায় আলোচ্যসূচির কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য গত ১৫ জুন ২০১৪ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় নির্বাহী কমিটির ২২৬তম সভায় গঠিত নির্বাচন পরিচালনা পরিষদকে নির্বাচন পরিচালনার জন্য আহবান জানান। নির্বাচন পরিচালনা পরিষদের সদস্যগণ হলেন ঃ

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রেসিডেন্ট স্কাউট'স অ্যাওয়ার্ড প্রাপ্তদের মাঝে অ্যাওয়ার্ড বিতরণ করেন

১। জনাব এ কে এম ইসতিয়াক হুসাইন প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতীয় কমিশনার (বিধি), বাংলাদেশ স্কাউটস।

২। জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান নির্বাচন কমিশনার জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস।

৩। জনাব নুসরাত জাহান লাকী নির্বাচন কমিশনার, সহযোজিত সদস্য, জাতীয় নির্বাহী কমিটি, বাংলাদেশ স্কাউটস।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার জনাব এ কে এম ইসতিয়াক হুসাইন সহ আরো দুইজন নির্বাচন কমিশনারসহ মঞ্চে আসন গ্রহণ করেন। প্রধান নির্বাচন কমিশনার জাতীয় নির্বাহী কমিটির ২২৬তম সভায় গৃহিত নীতিমালা পাঠ করে শোনান এবং নীতিমালা ও নির্বাচনী তফসিল ঘোষণা করে নীতিমালা অনুযায়ী নির্বাচন পরিচালনা করেন। সভাপতি পদের জন্য ০১টি, সহ-সভাপতি পদের জন্য ০১টি, কোষাধ্যক্ষ পদের জন্য ০১টি ও কাউন্সিলর প্রতিনিধি (ছয়টি) পদের জন্য একটি করে বৈধ মনোনয়ন পত্র পাওয়া যায়। উপস্থিত কাউন্সিলরগণের সর্বসম্মতিক্রমে বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম বার্ষিক (ত্রৈ-বার্ষিক) কাউন্সিল সভায় আগামী মেয়াদের জন্য সভাপতি, সহ-সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও কাউন্সিলর প্রতিনিধি হিসেবে নিম্নবর্ণিত স্কাউটারগণকে নির্বাচিত ঘোষণা করা হলো।

ক) সভাপতিঃ জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ।

খ) সহ-সভাপতিঃ জনাব মোঃ হাবিবুল আলম, বীর প্রতীক।

গ) কোষাধ্যক্ষঃ জনাব মোহাম্মদ আবদুস সালাম খান।

ঘ) আঞ্চলিক প্রতিনিধি, খুলনা অঞ্চলঃ জনাব এ.এস.এম. ওয়ালিউল্লাহ সিদ্দিক।

ঙ) আঞ্চলিক প্রতিনিধি, দিনাজপুর অঞ্চলঃ জনাব জনাব মোঃ মশিহুর রহমান চৌধুরী।

চ) আঞ্চলিক প্রতিনিধি, কুমিল্লা অঞ্চলঃ জনাব জনাব অজয় ভৌমিক।

ছ) আঞ্চলিক প্রতিনিধি, সিলেট অঞ্চলঃ জনাব জনাব মোঃ মহিউল ইসলাম মুমিত।

জ) আঞ্চলিক প্রতিনিধি, নৌ অঞ্চল ঃ জনাব ক্যাপ্টেন এম.এন.জি মোকতাদির।

ঝ) আঞ্চলিক প্রতিনিধি, এয়ার অঞ্চল ঃ জনাব স্কোয়াড্রন লিডার মোঃ আসাদুজ্জামান প্রধান জাতীয় কমিশনার পদে বৈধ মনোনয়ন পত্র ০১টিতে ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর নাম প্রস্তাবিত হয়েছে। সভায় সর্ব সম্মতিক্রমে প্রধান জাতীয় কমিশনার পদে নিয়োগের জন্য ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান এর নামে সুপারিশ গ্রহণ করা হয়।

দ্বিতীয় পর্ব ঃ

জাতীয় কাউন্সিলের কর্ম অধিবেশন

বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কাউন্সিলের ৪৩ তম বার্ষিক (ত্রৈ-বার্ষিক) সাধারণ সভার দ্বিতীয় পর্ব নির্দিষ্ট আলোচ্যসূচি অনুযায়ী বিকেল ৪.০০ মিনিটে শুরু হয়। শুরুতে শোক প্রস্তাব উপস্থাপন করেন বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ। ২০১৩-২০১৪ সালে ২৫জন স্কাউটার এবং স্কাউটারদের আত্মীয়স্বজন মৃত্যুবরণ করেছেন। (মৃত্যুবরণকারীদের তালিকা বার্ষিক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে)।

মরহুমদের বিদেহী আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত পরিচালনা করেন জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ), বাংলাদেশ স্কাউটস। বাংলাদেশ স্কাউটস কাউন্সিল সভায় বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরে আয়-ব্যয়ের হিসাব ও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট উপস্থাপন করেন। বিস্তারিত আলোচনান্তে কিছু সিদ্ধান্ত গৃহিত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১৩-২০১৪ অর্থ বছরের আয় ব্যয়ের হিসাবও ২০১৪-২০১৫ অর্থ বছরের বাজেট সঠিক ও যুক্তিযুক্ত বলে সভায় গৃহীত হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর ২০১২-২০১৩ অর্থ বছরের পেশকৃত আয় ব্যয়ের নিরীক্ষিত হিসাব সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদন করা হয়। বাংলাদেশ স্কাউটস এর নতুন দায়িত্বপ্রাপ্ত সভাপতি, কোষাধ্যক্ষ ও প্রধান জাতীয় কমিশনার মহোদয়ের সংক্ষিপ্ত জীবন বৃত্তান্ত তুলে ধরা হলো ঃ

মোঃ আবুল কালাম আজাদ

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম বার্ষিক ত্রৈবার্ষিক) সাধারণ সভা স্কাউটার মোঃ আবুল কালাম আজাদকে বাংলাদেশ স্কাউটস এর সভাপতি নির্বাচিত করা হয়। জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ ১৯৫৭ সালের ০৭ জানুয়ারি জামালপুরের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তার পিতার নাম মোঃ জহুরুল হক এবং মাতার নাম মিসেস আকতারুন নেছা। কর্মজীবনে বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ সরকারের প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের সিনিয়র সচিব। এছাড়াও তিনি বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন মেয়াদে বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বে অধিষ্ঠিত ছিলেন। জাতীয় পর্যায়েও তিনি ০৭ বছর ডেপুটি ন্যাশনাল কমিশনার (প্রশিক্ষণ কাব স্কাউট), ০৬ বছর জাতীয় কমিশনার (সংগঠন, প্রশিক্ষণ, প্রোগ্রাম) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০৮ সাল থেকে ২০১৪ পর্যন্ত তিনি বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রধান জাতীয় কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তিনি বাংলাদেশের প্রথম প্রেসিডেন্ট রোভার স্কাউট এ্যাওয়ার্ড প্রাপ্ত।

আব্দুস সালাম খান

বাংলাদেশ স্কাউটস এর ৪৩তম বার্ষিক ত্রৈ-বার্ষিক) সাধারণ সভায় স্কাউটার মোঃ আব্দুস সালাম খানকে পুনরায় কোষাধ্যক্ষ নির্বাচিত করা হয়। তিনি ১৯৫২ সনে সিরাজগঞ্জের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিএসসি সম্মানসহ এমএসসি ডিগ্রী অর্জন করেন এবং অস্ট্রেলিয়ার কার্টিন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পাবলিক সেক্টর ম্যানেজম্যান্ট বিষয়ে ডিপ্লোমা লাভ করেন। পেশাগত জীবনে তিনি একজন সরকারী চাকুরীজীবী এবং বিসিএস ক্যাডার সার্ভিসের সদস্য ছিলেন। তাঁর বর্ণাঢ্য জীবনে তিনি উপজেলা নির্বাহী অফিসার, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের পরিচালক, জেলা প্রশাসক, বিভাগীয় কমিশনার, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়ের সচিব, বিপিএটিসি এর রেক্টর এবং বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ের গুরুত্বপূর্ণ পদে দায়িত্ব পালন করেছেন। সরকারী কাজে দেশে-বিদেশে তিনি বিভিন্ন প্রশিক্ষণ, কনফারেন্স, সেমিনার ও ওয়ার্কশপে অংশগ্রহণ করেছেন।

জনাব মোঃ আব্দুল সালাম খান ছাত্র জীবনে ১৯৭০ সনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপে যোগদান করেন। ২০০৮ সালে জনাব মোঃ আব্দুস সালাম খান বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় কমিশনার হিসেবে নিয়োগ প্রাপ্ত হন। তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের

মহামান্য রাষ্ট্রপতি জাতীয় কাউন্সিলের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে স্কাউটিংয়ে বিশেষ অবদানের জন্য ২০১৩ সালের স্কাউটারদের স্কাউট অ্যাওয়ার্ড প্রদান করেন

বাংলাদেশ স্কাউটসের ৪৩তম জাতীয় কাউন্সিলে নব নির্বাচিত

সভাপতি মোঃ আবুল কালাম আজাদ

কোষাধ্যক্ষ মোঃ আব্দুস সালাম খান

প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান

সক্রিয় অবদান রাখেন এবং অভ্যর্থনা কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন। তিনি নবম জাতীয় রোভার মুট সাংগঠনিক কমিটির সভাপতির দায়িত্ব পালন করেন এবং সফলভাবে মুট পরিচালনা ও বাস্তবায়ন করেন। বিশেষ করে তার প্রচেষ্টায় রোভার মুট বাস্তবায়নের তহবিল সংগৃহিত হয়। এছাড়া দেশব্যাপী মডেল স্বাস্থ্য ক্যাম্প বাস্তবায়ন বিষয়ক সাংগঠনিক কমিটির সভাপতি হিসেবে তার নেতৃত্বে সারা দেশের ৪৮২টি উপজেলা ও ৬৪টি রোভার জেলায় পিএল ও মেট কোর্সসহ মোট ৫৭৪টি মডেল স্বাস্থ্য ক্যাম্প বাস্তবায়ন হয়েছে। তার অনন্য অবদান বাংলাদেশ স্কাউটস কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করে।

প্রধান জাতীয় কমিশনার

স্কাউটার মোঃ মোজাম্মেল হক খান ১৯৫৯ সালের ০৩ নভেম্বর মাদারীপুর জেলার পাঁচখোলা গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বাবা মরহুম মোঃ আব্দুল কুদ্দুস খান ও মা ওয়াজেদা বেগম। তিনি মাদারীপুর জেলার ইউনাইটেড ইসলামিয়া সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় থেকে এস এস সি, ঢাকা কলেজ থেকে এইচ এস সি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজ কল্যান ও গবেষণা ইনস্টিটিউট থেকে স্নাতক (সম্মান) সহ স্নাতকোত্তর ডিগ্রী অর্জন করেন। তাছাড়া তিনি কায়রো ডেমোগ্রাফিক সেন্টার ও মিশন থেকে জনসংখ্যার ওপর বিশেষ ডিপ্লোমা অর্জন করেন এবং তিনি পরবর্তীতে পিএইচ ডি ডিগ্রী লাভ করেন।

স্কাউটার মোঃ মোজাম্মেল হক খান ১৯৮২ সালে বাংলাদেশ সরকারের বিসিএস প্রশাসন ক্যাডারের সদস্য হিসেবে সরকারি চাকুরিতে যোগদান করেন। মাঠ পর্যায়ে তিনি সহকারী কমিশনার, উপজেলা নির্বাহী অফিসার, অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক ও জেলা প্রশাসক হিসেবে এবং বাংলাদেশ সচিবালয়ে সিনিয়র সহকারী সচিব, উপ-সচিব, পরিচালক, যুগ্ম সচিব ও অতিরিক্ত সচিব সচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। বর্তমানে তিনি স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সচিব পদে নিয়োজিত আছেন। তিনি সরকারের একজন সিনিয়র সচিব।

স্কাউটার মোঃ মোজাম্মেল হক খান ছাত্রজীবন থেকেই স্কাউটিং এর জড়িত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রোভার স্কাউট গ্রুপের রোভার স্কাউট ছিলেন। এর আগে তিনি বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় কমিশনার (সমাজ উন্নয়ন ও স্বাস্থ্য) সর্বশেষ আর্ন্তজাতিক কমিশনার হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। এ দায়িত্ব পালনের পূর্বে তিনি উপজেলা ও জেলা স্কাউটস এর সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় উপ-কমিশনার, জাতীয় নির্বাহী কমিটির সদস্য এবং জাতীয় কমিশনার স্পেসাল ইভেন্টস) হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন।

স্কাউট ব্যক্তিত্ব হিসেবে তিনি সিংগাপুর ও হংকং-এ অনুষ্ঠিত এশিয়া প্যাসিফিক আঞ্চলিক স্কাউট কনফারেন্সে যোগদান করেন। তিনি এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চলের 'টিকেট টু লাইফ' প্রকল্পের বাংলাদেশ সমন্বয়ক এর দায়িত্ব পালন করেন। স্কাউটিং বিষয়ক বিভিন্ন ওয়ার্কশপ/সেমিনারে দক্ষিণ কোরিয়ায় অনুষ্ঠিত ৩৮তম বিশ্ব স্কাউট কনফারেন্সে তিনি কৃতিত্বের সাথে বাংলাদেশ স্কাউটস প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব প্রদান করেন।

স্কাউটিং কার্যক্রম বলিষ্ঠ নেতৃত্ব ও বিশেষ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ তিনি ন্যাশনাল সার্টিফিকেট, বার-টু-দি মেডেল অব মেরিট অ্যাওয়ার্ড অর্জন করেন এবং ২০০৪ সালে বাংলাদেশস্কাউটস এর দ্বিতীয় সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড 'রৌপ্য ইলিশ' পদকে ভূষিত হন। স্কাউটিং এ অনন্য অবদান রাখার জন্য বাংলাদেশ স্কাউটস ২০০৮ সালে তাকে সর্বোচ্চ অ্যাওয়ার্ড রৌপ্য ব্যাঘ্র' পদকে ভূষিত করেছে।

দেশব্যাপি ১০ম এপিআর এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরী বাস্তবায়িত

॥ অগ্রদূত প্রতিবেদন ॥

এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওন প্রতি বছর একযোগে এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরী আয়োজন করে থাকে। তারই ধারাবাহিকতায় এ বছর আগস্ট মাসের প্রথম শনিবার-রবিবার এশিয়া প্যাসিফিক রিজিওনের পরিচালনায় এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরী আয়োজন করা হয়। এ বছর মালয়েশিয়া স্কাউটস হোস্ট কান্ট্রি হিসেবে ১০ম এপিআর এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরীর আয়োজন করে। বাংলাদেশ স্কাউটস, ঢাকা ও রোভার অঞ্চলের ব্যবস্থাপনায় ২-৩ আগস্ট ২০১৪ পর্যন্ত জাতীয় সদর দফতরে দশম এপিআর এয়ার/ইন্টারনেট জাম্বুরীর বেইজ ক্যাম্প স্থাপন করা হয়। এয়ার/ইন্টারনেট জাম্বুরীতে বাংলাদেশ স্কাউটস এর জাতীয় সদর দফতরে ১২০০জন স্কাউট ও রোভার স্কাউট অংশগ্রহণ করে। এছাড়া প্রতিটি অঞ্চল তাদের নিজস্ব ব্যবস্থাপনায় এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরী আয়োজন করে। জাতীয় সদর দফতরে রেডিও স্টেশন স্থাপন করে বিদেশের স্কাউটদের সাথে এমেচার রেডিওতে কথা বলার সুযোগ প্রদান করা হয়। এছাড়া প্রতিটি জেলা স্কাউটস ইন্টারনেটের মাধ্যমে স্ব স্ব জেলার স্কাউটদের এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরীতে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেয়। উপজেলা ও ইউনিট পর্যায়ে জাম্বুরী আয়োজন করা হয়। সমগ্র দেশের ৩৫,০০০জন স্কাউট ও রোভার স্কাউট উক্ত জাম্বুরীতে অংশগ্রহণ করে। ০২ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সদর দফতরে উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জাতীয় কমিশনার (আইসিটি), জনাব মোঃ মাহফুজুর রহমান এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরীর উদ্বোধন ঘোষণা করেন। সভাপতিত্ব করেন ১০ম এপিআর এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরীর আহবায়ক জনাব মোঃ মোফাজ্জেল হোসেন। স্বাগত বক্তব্য রাখেন কো-অর্ডিনেটর জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার, বক্তব্য রাখেন জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মহসীন, জাতীয় কমিশনার (সংগঠন) জনাব মোঃ আখতারুজ্জামান খান কবির, এনার্জি প্যাক এর সিইও, জনাব মোঃ রবিউল আলম, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিলের নির্বাহী পরিচালক জনাব এসএম আশরাফুল ইসলাম।

০৩ আগস্ট ২০১৪ তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটসের কোষাধ্যক্ষ, জনাব মোঃ আবদুস সালাম খান। সভাপতিত্ব করেন জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম) জনাব মোহাম্মদ রফিকুল ইসলাম খান। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন জনাব মোস্তফা জব্বার, সদস্য, আইসিটি বিষয়ক জাতীয় কমিটি, জাতীয় কমিশনার (প্রশিক্ষণ) জনাব মোঃ মোহসীন, নির্বাহী পরিচালক, জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, প্রাক্তন জাতীয় উপ-কমিশনার জনাব মোঃ জামাল উদ্দিন শিকদার।

বাংলাদেশ স্কাউটস দেশের সকল জেলা ও অঞ্চল সমূহে এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরী আয়োজন করে। এ বছর কমিউনিটি রেডিও সমূহে এয়ার ইন্টারনেট জাম্বুরীর কার্যক্রম সম্প্রচার করা হয়। বিশেষত বরেন্দ্র রেডিও এবং ঝিনুক রেডিওতে সরাসরি এ বিষয় স্কাউটদের অংশগ্রহণে ৪৫ মিনিটের অনুষ্ঠান সম্প্রচার করে।

স্টাফ ম্যানেজম্যান্ট কনফারেন্স

॥ অগ্রদূত প্রতিবেদন ॥

দ্বাদশ প্রফেশনাল স্টাফ ম্যানেজম্যান্ট কনফারেন্সের অংশগ্রহণকারীবৃন্দ

বাংলাদেশ স্কাউটসের পরিচালনায় ও ব্যবস্থাপনায় গত ১৭-১৯ জুলাই ২০১৪ পর্যন্ত জাতীয় স্কাউট প্রশিক্ষণ কেন্দ্র, মৌচাক, গাজীপুরে দ্বাদশ প্রফেশনাল স্টাফ ম্যানেজমেন্ট কনফারেন্স অনুষ্ঠিত হয়। কনফারেন্স এর উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে জনাব মোঃ আবুল কালাম আজাদ, সভাপতি, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় উপস্থিত থেকে কনফারেন্সের শুভ উদ্বোধন ঘোষণা করেন। প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, বাংলাদেশ এর সবচেয়ে বড় সংগঠন বাংলাদেশ স্কাউটস। বৃহৎ সংগঠনের সদস্য হিসেবে সকলকে তিনি দায়িত্ব পালনের আহবান জানান। উক্ত অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান, প্রধান জাতীয় কমিশনার, বাংলাদেশ স্কাউটস ও সিনিয়র সচিব, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় উপস্থিত থেকে বিভিন্ন দিক নির্দেশনামূলক বক্তব্য রাখেন। জনাব মোঃ মজিবর রহমান মান্নান, কনফারেন্স পরিচালক ও নির্বাহী পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত), বাংলাদেশ স্কাউটস উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন। কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্কাউটসের ৬৫জন প্রফেশনাল স্কাউট এক্সিকিউটিভ অংশগ্রহণ করেন। কনফারেন্সে ২০১৩-২০১৪ সালের বাস্তবায়িত কার্যক্রমের মূল্যায়ন এবং ২০১৪-২০১৫ সালের কর্ম পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

উক্ত কনফারেন্সে বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রফেশনালগণের জাতীয় সদর দফতর ও মাঠ পর্যায়ের সকল স্তরের কার্যক্রম মূল্যায়ন করা হয়। বিশেষত সার্বিক কার্যক্রম বাস্তবায়নে আরও গতিশীল হওয়ার উপায় খুঁজে বের করার বিষয়ে গুরুত্বারোপ করা হয়।

এক

আর দেরী না করে আমাদের মুক্ত মন স্কাউট দলের একটি সভা ডাকা উচিত। পাভেল জিতুকে বলল, বেশ কিছুদিন হল আমাদের কোন সভা হচ্ছে না।

জিতু তখন একটা বই পড়ছিল। বইটি সশব্দে বন্ধ করে বলল, আমিও তাই মনে করি। স্কাউট দলের কথা আমরা সবাই ভুলে গেছি তা নয়। ঈদের ছুটিতে সবাই এত বেশী হৈ হুল্লোড়ে মেতে ছিলাম যে আমরা সভা ডাকার মত আর সময় করে উঠতে পারিনি।

পাভেল বলল, সে যাই হোক আগামীকালই আমাদের একটা সভা ডাকা উচিত। আমরা যদি সমাজের কোনো কাজেই না আসি স্কাউট হয়ে লাভ কি? সভা আহবান করে আজই দলের অন্যান্য সবাইকে চিঠি লেখা উচিত। জিতু বলল, আর মানে হল আমাদের পাঁচ খানা চিঠি লিখতে হবে কেননা স্কাউট দলে আমরা রয়েছি মোট সাত জন। তুমি আমার চেয়ে দ্রুত লিখতে পার। তুমি লিখ তিন খানা চিঠি, আমি লিখব দু খানা।

হুম। টনি গর্জে উঠল এমন সময়। টনি কুমিল্লার সরাইলের কুকুর। বেশ চালাক চতুর।

জিতুর পায়ের কাছে টান হয়েছিল। গায়ে হাত বুলিয়ে জিতু তাকে আদর করে বলল, তুমি লিখতে জানোনা নইলে একটা চিঠি লিখতে বৈ কি। তবে ইচ্ছে করলে মুখে করে চঠির খাম নিয়ে তুমি মালিককে পৌছে দিতে পার।

ড্রয়ার থেকে পেন্সিল আর কাগজ বের করে পাভেল বলল চিঠিতে কি লেখা যায় বলত?

জিতু একটু ভেবে বলল, আমরা দলের অন্যান্য সদস্য স্কাউটদের আমাদের মালীর পরিত্যাক্ত ঘরে আসতে বলব। সেকানেই সভা বসবে।

পাভেল বলল, ঠিক বলেছ। একথা গুলিই আমি লিখে ফেলব। আমরা চিঠি দেব শিবলি, কিসলা জয় আর বাকীকে। আর কে যেন বাদ পড়ল? পাভেল তার নাম মনে করতে পারছিল না।

জিতু এমন সময় বলল, জাভেদের নাম বাদ পড়েছে। জাভেদ শিবলি, কিসল জয় ও বাকী। তুমি আর আমি এই সাতজন নিয়ে মুক্তমন স্কাউটদল গঠিত।

জিতু এমন সময় বলল, জাভেদের নাম বাদ পড়েছে। জাভেদ, শিবলি কিসলজ জয় বাকী। তুমি আর আমি এই সাতজন নিয়ে মুক্তমন স্কাউটদল গঠিত।

পাড়ার সাতজন স্কাউট নিয়ে মুক্তমন স্কাউটদল গঠনের পরিকল্পনা প্রথমে জিতু আর পাভেলই করেছিল। দুই ভাই লেখাপড়া শেষ করে অবসর সময় তারা সমাজ সেবা করত। দলের সবাই বুকে ব্যাজ পড়ত। ব্যাজে লেখা মুক্তমন। স্কাউট না হলে কেউ এই দলে যোগ দিতে পারত না। তারা সভায় যোগদান করার সময় সাংকেতিক শব্দের ব্যবহার করত। অবাঞ্চিত কেউ যাতে সভায় না আসতে পারে সে জন্যই এ ব্যবস্থা। পাভেল এমন সময় একখানা চিঠি লিখে শেষ করল। জিতুর হাতে দিয়ে বলল, এটা দেখে তুমি একটি চিঠি তৈরি করতে পার।

জিতু পাভেলের লেখা চিঠি পড়ে ফেলল। চিঠিতে লেখা ঃ আগামী কাল সকাল দশটায় মুক্তমন স্কাউট দলের বিশেষ জরুরী সভা। সদর দফতরে (আমাদের মালীর পরিত্যক্ত ঘরে) অনুষ্ঠিত হবে। সদর দফতরে প্রবেশ কালে সংকেত শব্দ উচ্চারণ করতে হবে। পাভেল ও জিতু চিঠির ওপরে বড় বড় হরফে লেখা জরুরী।

জিতু এমন সময় অনেকটা ভয়ার্ত স্বরে বলল আমাদের সর্বশেষ সংকেত শব্দ যেন কি ছিল? অনেক দিন ধরে কোন সভা অনুষ্ঠিত হয় না বলে আমি তা ভুলে গেছি।

পাভেল বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি প্রায়ই সংকেত শব্দ ভুলে যাও এটা ভাল কথা

নয়। যা হোক তোমায় মনে করিয়ে দিচ্ছি। আমাদের সর্বশেষ সংকেত শব্দ ছিল অভিযান।

জিতু বলল, ও হ্যাঁ তাই তো। এমন সুন্দর সংকেত শব্দ ভুলে গিয়েছিলাম আমি। একটু পরে পাচ খানা চিঠি লেখা শেষ হল। জিতু আর পাভেল টনিকে সাথে নিয়ে চিঠি বিলি করতে বেরল। দুভাই প্রথমে গেল কিসুলদের বাসায়। কিসুল ছিল না। তার ছোট ভাইয়ের চিঠি রেখে আসল।

এরপর এল জাভেদের বাসায়। সে বাসায় ছিল। সভার কথা শুনে সে বেশ উৎফুল্ল হল।

তারপর গেল শিবলির কাছে। সেখানে জয়ও ছিল দুটো চিঠি তাদের দেয়া হল। এখন রইল বাকী। বাকী ঢাকায় ছিল না। সে গিয়েছিল নারায়নগঞ্জের ফুফুর বাসায় বেড়াতে। সে সন্ধ্যা বেলায় ফিরবে। বাকীর চিঠি দেয়া হল তার ছোট বোনের কাছে। সে বাকীর হাতে পৌছে দেবে কথা দিল।

সেদিন বিকেলে পাভেল আর জিতু গেল মালীর পরিত্যক্ত ঘরে। আগামীকালের সভার জন্যে ভেতরটা ঝাড় দিয়ে সাফ করল তারা। ঘরের ভেতরে আগে থেকেই পাঁচটা বড় চায়েল বাকসো ছিল। জিতু তা সাজিয়ে রাখল।

পাভেল বলল পাঁচজন পাচটি বাকসোয় বসবে। আমাদের কাউকে বসতে হবে মেঝের ওপর। জিতু বলল, না তা বসতে হবে না। অই যে ঘরের এক কোণে রয়েছে দুটো ছেড়া মোড়া। মাটিতে আমাদের মত দুজন ছেলে মানুষ অনায়াশে বসতে পারবে। পাভেল দেয়ালে স্কাউট আন্দোলনের প্রবর্তক লর্ড ব্যাডেন পাওয়েলের একটা ছবি টাঙিয়ে দিল।

এরপর পাভেল মোড়া দুটো নিয়ে এল। পাচটি চায়ের বাকসো আর দুটি মোড়া সাতজনের বসবার ব্যবস্থা আছে।

একটু পরে পাভেল রঙিন কাগজ কেটে মুক্তমন লিখল। তারপর সেটি আটা দিয়ে আটকে দিল দরজার ওপরে।

জিতু খুশি হয়ে বলল, এমনটি না হলে কি মুক্তমন স্কাউট দলের সদর দফতর মানায়?

দুই

পরদিন ভোরে স্কাউট দলের সদর দফতরে প্রথমে জাহাঙ্গীর। দরজার ওপরে নীল কাগজে লেখা মুক্তমন। সে দরজার কড়া নাড়ল। কেউ সাড়া দিল না। সে আবার কড়া নাড়ল। এবারেও কোন সাড়া নেই। জাভেদ মনে মনে বিরক্ত হল। সে আসার সময় জানা লার পাশে একবারটি জিতুকে দেখতে পেয়েছিল। অতএব সে নিশ্চিত যে ভেতরে জিতু আর পাভেল রয়েছে। জাভেদ অধৈর্য্য হয়ে আবার কড়া নাড়ল।

এমন সময় পাভেলের গম্ভীর গলা শোন গেল, ভেতরে আসতে হলে সংকেত শব্দ বলতে হবে। নইলে কিভাবে বুঝব তুমি আমাদের দলের লোক কিনা।

জাভেদ অমনি জিভ কেটে বলল, ইস সংকেতের কথা আমি একদম ভুলে গিয়েছিলাম। অভিযান ...। সে এবারে সংকেত শব্দ উচ্চারণ করল। সাথে সাথে দরজা খুলে গেল। ভেতরে প্রবেশ, করল জাভেদ। তার দিকে ভালভাবে লক্ষ্য করে পাভেল বলল, তুমি ব্যাজ পরনি কেন? মুক্তমন লেখা ব্যাজ কোথায় রেখেছ?

জাভেদ লজ্জিত হয়ে বলল ব্যাজ পরতে ভুলে গেছি।

জিতু বিরক্ত হয়ে বলল, তুমি মোটেই ভাল সদস্য নও। প্রথমে সংকেত শব্দ উচ্চারণ করতে ভুলে গিয়ে ছিলে এখন ব্যাজ পরতে ভুলে গেছ। জাভেদ বলল, আমি সত্যি খুব দুঃখিত। বেশ কিছু দিন হল কোন সভা হয় না, তাই সব নিয়ম ভুলে গিয়েছিলাম। পাভেল বলল এটাকোন কাজের কথা হল না। এমন অমনোযোগী সদস্যের আমাদের কোন দরকার নেই। এমন সময় দরজায় আবার কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। শিবলি আর বাকী বাইরে দাড়িয়েছিল। ঘরের ভেতরে যারা ছিল তারা চুপ করে রইল। সবাই সংকেত শব্দ শোনার জন্য উদগ্রীব।

বাকী ফিস ফিস করে বলল, অভিযান। তারপর পরই শিবলি বলল, অভিযান। তার পরপরই শিবলি আর বাকী। দুজনাই ব্যাজ পরেছে। তা কিসলু আর জয় এখনও এলনা যেন। এত দেরী করছে কেন?

জয় তখন তাদের বাড়ীর সদর দরজার সামনে দাড়িয়ে কিসলুর জন্য অপেক্ষা করছি। সে কিছুতেই সংকেত শব্দ মনে করতে পারছিল না।

জয় ঠিক করল সে সংকেত শব্দ না জেনে কিছুতেই সভায় যাবে না। এসব ব্যাপারে পাভেল বরাবরই কড়া। সংকেত শব্দ বলতে না পারলে পাভেল এক দংগল ছেলে মেয়ের সামনে তাকে নাজেহাল করবে। এমন সময় কিসলু এল। জয় ভাবল সে বুদ্ধি খাটিয়ে কিসলুর কাছ থেকে সংকেত শব্দ জেনে নেবে। সে সংকেত শব্দ বলবে না।

কিসুলকে দেখে জয় বলল, কি খবর? একা যে? বাকি সবাই কোথায়?

কিসলু বলল, একটু আগে তারা সদর দফতরে গেছে।

জয় বলল, আজকের সংকেতির শব্দের কথা মনে আছে ত?

কিসলু উত্তর করল, নিশ্চয়ই মনে আছে।

জয় তখন বলল, আমি বাজি ধরে বলতে পারি তোমার মনে নেই।

কিসলু বিরক্তের সাথে বলল, আমাকে অত গবেট ভেবনা। আমার স্মৃতি শক্তি খুব ভাল। ভেবেছ আমি ভুলে গেছি না? আজকের সাংকেতিক শব্দ হল অভিযান।

জয়ের যেন ঘাম জ্বর ছাড়ল। সে খুশি হয়ে কিসলুকেত বলল, সাংকেতিক শব্দ বলে দেয়ার জন্যে তোমায় অনেক ধন্যবাদ। আমি ভুলেই গিয়েছিলাম। পাভেলকে আবার বলোনা ভাই। চল সদর দফতরে তাড়াতাড়ি যাওয়া হোক।দুজনে এসে দেখল সদর দফতরের দরজায় মুক্তমন লেখা। তার কড়া নাড়ল। কিসলু চিৎকার করে বলল, অভিযান।

দ্রুত দরজা খুলে গেল। সাথে সাথে দেখা গেল পাভেলের বিরক্তি ভরা মুখ। অমন ষাড়ের মত চিৎকার করছ কেন? তুমি কি চাও সমগ্র শহরের লোক আমাদের এই সাংকেতিক শব্দ জেনে ফেলুক। পাভেল বলল।

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে কিসলু বলল, জোরে বলেছি বলে দুঃখিত। আশেপাশে এমন কেউ নেই যে আমাদের কথা শুনতে পারে।

এমন সময় জয় বলল, অভিযান। সে জানত সাংকেতিক শব্দ বলতে না পারলে তাকে ভেতরে ঢুকতে দেয়া হবে না।

মুক্তমন স্কাউট দলের সাতজন একত্র হল। পাভেল আর জিতু বসল মোড়ায়। বাকি সবাই চায়ের বাকসোর উপরজাভেদ বলল, সভ্য করার জন্য এ দেখছি চমৎকার জায়গা। কেন ঝামেলা নেই, কোন হৈ চৈ নেই। বাকী বলল ঝাড়ু দিয়ে কি সুন্দর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে।

পাভেল সবাইকে উদ্দেশ্য করে বলল, প্রথমে সভার কাজ শুরু করা যাক। এরপরে আমরা খাব লেবুর শরবত আর জেলি মাখানো বিস্কুট।

সবাই তখন কিলসুর পিছনে রাখা একটি টেবিলের দিকে তাকাল। টেবিলের উপরে ছিল কাঁচের জগ। তাতে লেবুর শরবত। পাশেই সাতখানা গ্লাস। একটা চীনামাটির প্লেটে রয়েছে কয়েকটা বিস্কুট। পাভেল বলল কিলসুর যেভাবে চিৎকার করে সাংস্কৃতিক শব্দ উচ্চারণ করেছে তাতে মনে হয় সবাই তা জেনে ফেলেছে। কাজেই এটাকে বদলানো দরকার। কিন্তু কিসলুর কি যেন বলতে চাচ্ছিল। পাভেল তার দিকে কটমট করে তাকালো।

পাভেল বলল আমি যখন কথা বলি তখন বাঁধা দেবে না। স্কাউট দলের প্রধান হলাম আমি। আমার কথা শুনতেই হবে। আমি বলছি সাংকেতিক শব্দ বদলানো দরকার। তাছাড়া দলের দুজন ব্যাজ পড়েনি। এরা হল জাভেদ আর কিসলু।

জাভেদ তখন বলল, আমিতো বলেছি ব্যাজ পড়তে ভুলে গেছি। আমি বাসায় গেলেই এটাকে খুঁজে পাব। কিসলু বলল আমি কিন্তু ব্যাজ পড়তে ভুলে যাইনি। আমি আসলে খুঁজে পাইনি। আমি সমস্ত ঘরবাড়ি তোলপাড় করে খুঁজেছি। মা বলেছেন আজ রাতে কাপড় দিয়ে একটা ব্যাজ বানিয়ে দিবেন। তাতে রঙিন সুতো দিয়ে লিখে দিবেন' মুক্তমন'।

ঠিক আছে। পাভেল বলল-এখন নতুন সাংকেতিক শব্দ ঠিক করা যায়?

শিবলি খিল খিল করে হেসে বলল, হোঁদল কুৎ কুৎ।

পাভেল বিরক্তের সাথে বলল, বাজে বকোনা। আমাদের স্কাউট দল কোন ফালতু প্রতিষ্ঠান নয় যে অমন হালকা নাম রাখবে।

জয় বলল, নতুন সাংকেতিক শব্দ 'সপ্তাহ' রাখা যেতে পারে।

পাভেল প্রশ্ন করল, সাংকেতিক শব্দ হিসেবে সপ্তাহ কি অর্থ বহন করে?

জয় উত্তর করল, আমাদের দলে রয়েছে সাতজন। সাতদিনে এক সপ্তাহ হয়। আমি মনে করি এটা একটি সুন্দর সাংকেতিক শব্দ হতে পারে।

পাভেল বলল, আমিও তাই মনে করি। তারপর সে সবাইকে লক্ষ্য করে বলল, যারা যারা 'সপ্তাহ' পরবর্তী সাংকেতিক শব্দ পছন্দ করে তারা হাত তোল।

সবাই হাত তুলে সায় দিল। 'সপ্তাহ' সাংকেতিক শব্দ নির্বাচিত হল। শব্দটি নির্বাচিত হওয়ায় জয় খুব খুশি হল। সে বলল, সত্যি কথা বলতে আমি সাংকেতিক শব্দ ভুলে গিয়েছিলাম। পরে আমি কটির কাছ থেকে জেনে নিয়েছিলাম।

পাভেল বলল, নতুন সাংকেতিক শব্দ আবার ভুলে যেওনা যেন।

এবারে পাভেলের আদেশে শরবত আর বিস্কুট খাওয়ার পালা। সবাই মহা উৎসাহে শরবত খেতে শুরু করল।

খাওয়া শেষ হলে পাভেল বলল, এখন কাজের কথা শুরু করা যাক। আমরা হচ্ছি ব্যাডেন পাওয়েলের সাচ্চা সাগরেদ। আমাদের মানুষের কল্যাণে কাজ করে যেতে হবে। সুনাগরিক হবার চেষ্টা চালাতে হবে।

জিতু বলল, এখন থেকে মুক্তমন স্কাউট দলের সদর দফতর নিয়মিত খোলা থাকবে। কারো কোন সংবাদ জানানো দরকার হলে এখানে চিরকুট লিখে ফেলে যেতে পার। আর পাভেল রোজ সকালে একবার দফতর খুলে দেখবে কেউ কোন চিরকুট ফেলে গেছে কিনা।

সভার কাজ তখন শেষ হয়ে এসেছিল। জাভেদ আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে বলল, নদীর পারে পুরনো দালান বাড়ীর সামনে নদীর বাধ ঢালাই করার জন্য অনেক বালু আনা হয়েছে, চল আমরা সেখানে খেলিগে।

জিতু বলল, সেই ভাল। এখানে সভায় কাজ করে একেবারে হাঁফিয়ে উঠেছি।

একটু পরে সবাই পুরনো দালান-বাড়ীর সামনে এলো।

-চলবে

বাংলাদেশের ডাকটিকেট

রওশন ইজদানী আশিক

ডাকটিকেটের ইতিহাস

ডাক টিকেটের জন্ম প্রয় ২০০ বছরেরও বেশী সময় আগে। সরকারী ভাবে ডাক টিকেট তৈরির আগে ডাক মাসুল প্রদানের জন্য কালি দিয়ে বিশেষ সাংকেতিক চিহ্ন বা ডাকঘরের নির্ধারিত ছাপ দেওয়ার ব্যবস্থা ছিলো। হেনরি বিশপ প্রথম ডাক ঘরের ছাপ উদ্ভাবন করেন বলে তার নাম অনুসারে একে 'বিশপ মার্ক, বলা হয়। লন্ডন জেনারেল পোষ্ট অফিসে ১৬৬১ সালে ' বিশপ মার্ক ' ব্যবহার করা হয়। তখন এতে মাস ও দিনের উল্লেখ করে পত্র প্রেরনের নিয়ম ছিলো। সুইজারল্যান্ডেও পাতলা কাঠের উপর কারুকার্য করে ডাক পাঠাবার ব্যবস্থা ছিলো। যুক্তরাষ্ট্রে প্লাস্টিক ব্যবহারে, জার্মানিতে সিনথেটিক কেমিক্যালের সাহায্যে এবং নেদারল্যান্ডে সিলভার পাত দিয়ে ডাকটিকেট তৈরির প্রচলন ছিলো।

আঠাযুক্ত ডাকটিকেটের প্রচলন শুরু হয় ১৮৩৭ সালে। আর এই ডাকটিকেট প্রচলন করেন রোল্যান্ড হিল নামে ইংল্যান্ডের একজন সামাজিক আন্দোলন কর্মী ও স্কুল শিক্ষক। তিনি ডাক মাশুল প্রদানে ফাঁকি রোধ এবং তা সহজি করণ করার লক্ষে এক প্রস্তাব পেশ করেন। তিনি তার প্রস্তাবে উল্লেখ করেন, যিনি চিঠি প্রেরন করবেন তাকে ডাক মাসুল দিতে হবে এবং সর্বত্র সস্তা মুল্যের ডাক মাসুলের ব্যবস্থা করতে হবে। খামের উপর ডাক মাসুল দেওয়ার প্রমান স্বরূপ এক টুকরো কাগজ আঠা দিয়ে লাগিয়ে দিতে হবে। যাতে লেখা থাকবে এর মুল্য। হিল এ প্রস্তাব দেন ১৮৩৭ সালে। ব্রিটিশ 'হাউস অব লর্ডস' ও 'হাউস অব কমন্স' কর্তৃক এ প্রস্তাব

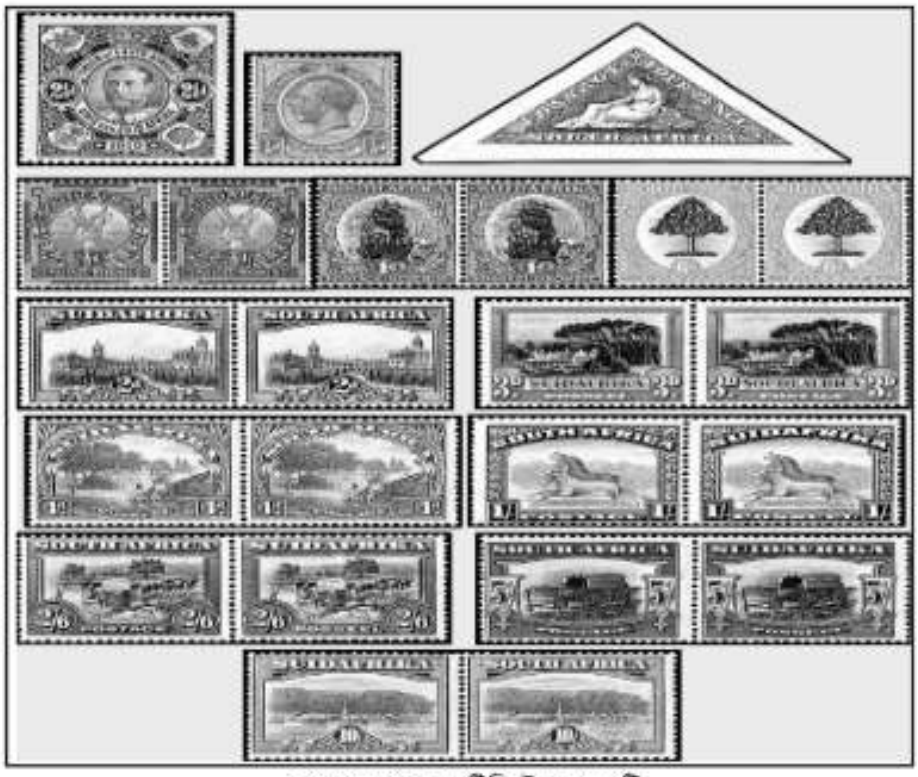

বাংলাদেশের ডাকটিকিটের কয়েকটি

অনুমোদিত হয়। এর পর ব্রিটিশ ডাক বিভাগ ডাক টিকেট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়। হিলের পরামর্শ অনুযায়ি ডিজাইন আহ্বান করা হয় এবং ১০০ পাউন্ড স্টালিং ঘোষনা করা করা হয়। এ ঘোষনার পর প্রায় তিন হাজার ডিজাইন জমা পড়ে। কিন্তু এর কোনটিই হিলের পছন্দ না হওয়ায় তিনি নিজেই ডিজাইন করার সিদ্ধান্ত নেন। সিটি অব লন্ডন স্মারক মেডেলের ওপর রানী ভিক্টোরিয়ার ছবিদেখে তিনি ডিজাইনের ধারনা পেয়ে যান। তিনি হেনরি কোল নামে এক জন শিল্পীকে রানীর ছবি দিয়ে ডিজাইন করার অনুরোধ জানান। কোলের ডিজাইনের উপর 'ওয়ান পেনি' শব্দ দুটি বসিয়ে দেওযার পর এ ডিজাইনটি গৃহিত হয়। ব্রিটেনের বিখ্যাত মুদ্রাকর মেসার্স পারকিন্স বেকন এন্ড কেম্পানি দুই রং এর দুইটি ডাকটিকেট ছাপায়। প্রথমটির মূল্য এক পেনি এবং দ্বিতীয়টির মূল্য দুই পেনি।

১৮৪০ সালের প্রথমদিকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ডাক ব্যবস্থা আধুনিক করতে পোষ্টাল রিফর্মসের আওতায় রোল্যান্ড হিলের পরামর্শে জেমস সালমার্স ও লভেঙ্ক কসার ডাকটিকেটের প্রবর্তন করেন। ১৮৪০ সালের ১ মে বিশ্বের প্রথম ডাকটিকেট ' দ্যা পেনি ব্ল্যাক' অবমুক্ত করা হয়। এটির মূল্য মান ছিলো এক পেনি।ব্রিটিশ সাম্রাজের তরুণী রাণী 'কুইন ভিক্টোরিয়া'র চিত্রিত ছবি ব্যবহার করে এটি তৈরি করা হয়। এ ডাকটিকেট টি ছিলো কালো রং এর। এ ডাকটিকেটটি পরবর্তী ৬০ বছর পর্যন্ত চালু ছিলো (তবে মতান্তরে এর আয়ুস্কাল থাকে মাত্র পাঁচদিন)। এরপর আসে 'টু পেন্স ব্লু'। এক দশকের মধ্যে চিঠি, এয়ার মেইল,

জাহাজে দেশ-বিদেশে জিনিস-পত্র পাঠানোর কাজে ডাকটিকেটের ব্যবহারের ধারনা দ্রুত অন্যদেশে ছড়িয়ে পড়ে। ১৮৪৩ সালে সুইজার ল্যান্ড ও ব্রাজিলে কাগজের ডাক টিকেটের প্রচলন হয়। এ সময়ব্রাজিলে' এমপেরর সেকেন্ডে পেদ্রো'র ছবি যুক্ত ডাকটিকেট 'বুলস আই' অবমুক্ত করা হয়। আমেরিকায় ডাকটিকেটের ব্যবহার শুরু হয় ১৮৪৫ সালে। তবে ১৮৪৭ সালে দাফতরিক ভাবে বেনজামিন ও জর্জ ওয়াশিংটনের ছবি যুক্ত ডাক টিকেট চালু হয়েছিলো। ভারতে ডাকটিকেটের প্রচলন শুরু হয় ১৮৫০ সালের দিকে। পরীক্ষামূলক ভাবে ডাকটিকেটের ব্যবহার সফল হওয়ার পর ১৮৪৫ সালে ব্রিটেনের' হাউস অব কমন্স' এর সম্মতিক্রমে ডাকটিকেট আইন গত ভিত্তি পায়।

ডাকটিকেট সংগ্রহের ইতিহাস

অনেকের মধ্যে ডাকটিকেট সংগ্রহের প্রচন্ড আগ্রহ লক্ষ করা যায়। ১৮৬০ থেকে ৭০ এর দিকে ডাকটিকেট সংগ্রহের প্রচলন শুরু হয়। তবে এখনও অনেকেই এটাকে শিশু সুলভ আচরণ বলেমেনে নেয়। তবে মজাটা শুরু হয় ১৮৬৯ সালে, নিউইয়র্কের লোকাল শেয়ার বাজার পতনের মুখে পড়লে সে সময় এ্যামেচার দের সংগ্রহে থাকা ডাক টিকেট ছেড়ে শেয়ার বাজারের পতন ঠেকানো হয়। এর পর শুরু হয়ে য়ায় কে কত বেশী ডাক টিকেট সংগ্রহ করতে পারবে।

হারানো দেশের ডাক টিকেট

*বার্মা: বার্মা অতীতে ভারতীয় সাম্রাজ্যের অধীনে ছিলো। ১ এপ্রিল ১৯৩৭ সালে দেশটি ভারত থেকে পৃথক হয়ে যায়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দেশটি জাপানের অধীনে চলে যায়। ১৯৪৮ সালে দেশটি স্বাধীনতা অর্জন করে এবং ১৯৮৯ সালে দেশটির নাম মায়ানমার রাখা

হয়।

চেকোস্লোভাকিয়া: চেকো স্লোভাকিয়া এক সময় অষ্ট্রীয় সম্রাজ্যের অংশ ছিলো। ১৯১৮ সালে দেশটি স্বাধীনতা লাভ করে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালে দেশটি জার্মানীর অধীনে চলে যায় এবং বিশ্বযুদ্ধ শেষে পুনরায় স্বাধীনতা ফিরে পায়। সর্বশেষ ১ জানুয়ারী ১৯৯৩ সালে চেকোস্লোভাকিয়া আনুষ্ঠানিক ভাবে ভেঙ্গে 'চেক' ও 'স্লোভাকিয়া' নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়।

পর্তুগীজ ম্যাকাও: চীনের ক্যান্টন নদীর মুখে ম্যাকাও দ্বীপটি অবস্থিত। ম্যাকাও এশিয়া মহাদেশে ইউরোপের সবচেয়ে প্রচীন ও সর্বশেষ উপনিবেশ। ৪৪২ বছর দ্বীপটি পর্তুগালের অধীনে থাকা ম্যাকাও দ্বীপটি ১৯ ডিসেম্বর ১৯৯৯ সালের চীনের কাছে হস্তান্তর করা হয়।

বিচুয়ানাল্যান্ড: কালাহারি মালভূমির দেশ বাতসোয়ানা অতীতে বিচুয়ানা ল্যান্ড নামে পরিচিত ছিলো। ৩০ সেপ্টেম্বর ১৯৬৬ সালে আফ্রিকার এ দেশটি গ্রেট ব্রিটেনের উপনিবেশ থেকে স্বাধীন হয়ে বাতসোয়ানা নামে আত্ম প্রকাশ করে।

সিংহল: বর্তমান শ্রীলঙ্কা অতীতে সিংহল নামে পরিচিত ছিলো। ২২ মে ১৯৭২ সালে দেশটি ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভকরে শ্রীলঙ্কা নামে আত্ম প্রকাশ করে।

মালয় ফেডারেশন: মালাক্কা, পেনাংসহ মালয় উপদ্বীপের অঙ্গ রাষ্ট্রগুলোর সমন্বয়ে মালয় ফেডারেশন গঠিত হয়। ১৯৬৩ সালে ফেডারেশনটি মালয়েশিয়ার সঙ্গে একত্রিত হয়।

গোল্ড কোষ্ট: আফ্রিকা মহাদেশের পশ্চিম উপকূলের দেশ ঘানা অতীতে গোল্ড কোষ্ট নামে পরিচিত ছিলো। ১৯৫৭ সালে দেশটি ব্রিটিশ উপনিবেশ থেকে স্বাধীনতা লাভকরে ঘানা নামে বিশ্ব মানচিত্রে স্থান করে নেয়।

জাঞ্জিবার: তানজানিয়ার উপকূলে অবস্থিত কয়েকটি দ্বীপের সমন্বয়ে গঠিত জাঞ্জিবার দ্বীপ রাষ্ট্রটি এক সময় ব্রিটিশ উপনিবেশ ছিলো। ১৯৬৩ সালে দেশটি স্বাধীন হয় এবং ১৯৬৪ সালে 'সংযুক্ত তানজানিয় জাঞ্জিবার প্রজাতন্ত্র গঠিত হয়। পরে জাঞ্জিবার রাষ্ট্রটিতানজানিয়ার সঙ্গে একত্রিত হয়ে যায়।

সোভিয়েত ইউনিয়ন: পূর্বো ইউরোপ এবং উত্তর এশিয়ার বিশাল ভূ-খন্ড জুড়ে অবস্থিত ছিলো সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়ন। দেশটি এক সময় রাশিয়ান সম্রাট জার দ্বারা শাসিত হতো। ১৯১৭ সালে মহান লেলিনের নেতৃত্বে রুশ বিপ্লব সংগঠিত হয় এবং জারের শাসনের অবসান ঘটে। ২১ শে ডিসেম্বর ১৯৯১আনুষ্ঠানিকভাবে সোভিয়েত ইউনিয়ন ভেঙ্গে ১৫ টি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম হয়। বর্তমানে দেশটির সরকারি নাম 'রুশ ফেডারেশন'।

ডাকটিকেটে বরেণ্য ব্যক্তিত্ব

ডাকটিকেটে নজরুল: কাজী নজরুল ইসলাম কে নিয়ে ডাক টিকেট প্রকাশ করেছে যথাক্রমে বাংলাদেশ, ভারতও পাকিস্তান। ১৯৬৯ সালে কবির ৭০তম জন্ম দিনে পাকিস্তান ডাক বিভাগ ভিন্ন রঙের দুটি ডাকটিকেট প্রকশ করে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগ কবিকে নিয়ে প্রকাশ করেছে তিনটি পৃথক ডাকটিকেট। ১৯৭৭সালে কবির প্রথম মৃত্যু বার্ষিকীতে প্রকাশ করা হয় ০০.৪০ ও ২.২৫ টাকা মূল্যমানের একটি ডাকটিকেটের সেট। সেটের প্রথম ডাকটিকেটে কবির রচিত বাংলাদেশের রণসংগীতের চারটি চরণ স্থান পায় –

'উষার দূয়ারে হানি আঘাত
আমরা আনিব রাঙ্গা প্রভাত,
আমরা টুটাব তিমির রাত
বাধার বিন্ধ্যাচল।'

সেটের দ্বিতীয় ডাকটিকেটে স্থান পায় 'বিদ্রোহী' কবিতার দুটি চরন

'বল বীর –
চির উন্নত মম শীর!

কবির জন্ম শত বার্ষিকীতে কবিকে নিয়ে বাংলাদেশ ডাকবিভাগ প্রকাশ করে তৃতীয় ডাকটিকেট ১৯৯৯ সালে। তাতে স্থান পায় কবির রচিত 'মানুষ' কবিতার প্রথম দুই চরণ–

'গাহি সাম্যের গান–
মানুষের চেয়ে বড় কিছু নাই, নহে কিছু মহিয়ান!'

কবির জন্ম শত বাষিকীতে ভারতীয়ডাক বিভাগও প্রকাশকরে তিন রূপি সমমুল্যের একটি ডাকটিকেট।

ডাকটিকেটে মাদার তেরেসা: মাদার তেরেসার মায়া আর মমতায় সিক্ত হয়ে এবং তার অবদানকে স্মরনীয় করে রাখতে বাংলাদেশ, ভারত, হন্ডুরাস, আর্জেন্টিনা, সেন্ট মেরিনো, মালিপ্রজাতন্ত্র, মেসিডোনিয়া সহবিশ্বের বিভিন্ন দেশের ডাকবিভাগ মাদার তেরেসা কে নিয়ে ডাকটিকেট প্রকাশ করেছে।

ডাকটিকেটে হজ: পৃথিবীর প্রত্যেকটি মুসলিম রাষ্ট্র হজের সময় স্মারক ডাক টিকেট প্রকাশ করে থাকে। বাংলাদেশ ডাক বিভাগও হজের উপর ৪০ ও ৫০ পয়সা মূল্যের স্মারক ডাক টিকেটের একটি সেট এবং ৩.৫০ টাকা সমমূল্যের একটি ডাক টিকেট প্রকাশ করেছে।

বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট

১৯৭১ সালের ২৯ জুলাই প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রথম ডাকটিকেট। ০৮ টি ডাকটিকেটের একটি সেট। ১৯৭১ সালেপ্রবাসী সরকার ডাকটিকেট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নিলে তাতে সহায়তার হাত বাড়িয়েদেয় যুক্ত রাজ্য সরকার। এ কাজে প্রতক্ষভাবে নিয়োজিত হনব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য এবং সে দেশের পোষ্টমাস্টার জেনারেল জন ষ্টোনহাউস।প্রথমেই ষ্টোন হাউস ডাকটিকেটের নকশাকার হিসেবে মনোনীতকরেন বাংলাদেশের-ই একজন কৃতীসন্তান বিমান মল্লিককে। ব্রিটেনের রাষ্ট্রীয় ডাক টিকিটের নকশা করার অভিঙ্গতা সমাপন্ন বিমান মল্লিক বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকেটের নকশার জন্য বিষয় বস্তু হিসেবে বেছে নেন মুক্তিযুদ্ধকে। বিভিন্ন ডাকটিকেটে তিনি বাংলাদেশের মানচিত্র, তৎকালীন জাতীয় পতাকা, বঙ্গবন্ধুর ছবি তুলে ধরেন । একটি ডাকটিকেটে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে গণহত্যার বার্তা জানানো হয়। অপর একটি ডাকটিকেটে বিশ্বের কাছে আহ্বান জানানো হয় মুক্তি সংগ্রামে সহায়তা করার।

স্বাধীনতা ঘোষনা করার পর থেকে ডাকটিকেট প্রকাশের পূর্ব পর্যন্ত পাকিস্তানী ডাক টিকেটের উপর বাংলাদেশ শব্দটি হাতে লিখে বা রাবার সিল মেরে সেই ডাকটিকেট গুলো প্রকাশ করা হতো। স্বাধীনতার পর ১৯৭২ সালের ২১ শে ফেব্রুয়ারী ভাষা আন্দোলন উপলক্ষে 'শহীদ মিনার' এর ছবি সংবলিত ২০ পয়সা মূল্যমানের প্রথম স্মারক ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়।

বাংলাদেশের প্রথম ডেফিনিটিভ ডাকটিকেটের সেটটি প্রকাশিত হয় ১৯৭৩ সালের ৩০ এপ্রিল এই সেটে বিভিন্ন মূল্যমানের ১৩টি ডাকটিকেট ছিলো। ১৯৭৪ সালের ০৯ অক্টোবর Universal Postal Union এর শতবার্ষিকী উপলক্ষে বাংলাদেশের প্রথম স্যুভেনীর সিটটি প্রকাশিত হয়। ১২ মে ১৯৮৪ সালে বাংলাদেশের প্রথম জাতীয় ডাকটিকেট প্রদর্শনী 'বাংলাপেক্স-৮৪' উপলক্ষ্যে বাংলাদেশের প্রথম ও একমাত্র ত্রি-কোনাকৃতির ডাকটিকেট প্রকাশিত হয়। এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সবচাইতে দুস্প্রাপ্য এবং মূল্যবান ডাকটিকেট হলো ১৯৭৬ সালে আমেরিকার স্বাধীনতার ২০০ বার্ষিকী উপলক্ষ্যে প্রকাশিত ছিদ্র বিহীন স্যুভেনির শিটটি।

স্কাউটিং এর সূর্যোদয় আগষ্ট -এ

এক বিশ্ব এক প্রতিজ্ঞা, হিসেবে মানুষ যে প্রতিজ্ঞা করে না কেন সেটি যদি হয় ইতিবাচক তাহলে ব্যকিআতর নিজ তথা সমাজ ও দেশের জন্য মঙ্গল হয়। আমাদের এ বিশ্বে রয়েছে অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন এরা এক একটি উদ্দেশ্য নিয়ে কার্যক্রম পরিচালনা করে। তা হলো মানব সেবার মাধ্যমে মানব কল্যাণে সহায়তা করা। কিন্তু স্কাউট হচ্ছে মানব সেবার পাশাপাশি যোগ্য মানব সম্পদ তৈরি করতে সহায়তাকারী সংগঠন।

স্কাউট কি?

স্কাউটিং একটি অরাজনৈতিক স্বেচ্ছাসেবী শিক্ষামূলক আন্দোলন। এর মাধ্যমে ০৬-২৫ বছরের ছেলে-মেয়েদেরকে পর্যায়ক্রমিক পশিক্ষণ এর মাধ্যমে সৎ চরিত্রবান, আত্মনির্ভরশীল, ধর্মভীরু, দেশপ্রেমিক এবং কর্মঠ নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে পরিচালিত বিশ্বব্যাপি এক মহান আন্দোলন, ১৯০৭ সালে বিপি কর্তৃক হয় যা ইতিমধ্যে শতবর্ষ পেরিয়ে গেছে।

তিনটি শাখায় বাংলাদেশ তথা বিশ্বে স্কাউটিং পরিচালিত হয়।

(১) কাব স্কাউট (৬ থেকে ১১ বছর বয়সী) বিশেষকরে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা (২) স্কাউট (১২ থেকে ১৬ বছর বয়সী) বিশেষ করে মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা।

(৩) রোভার স্কাউট (১৭ থেকে ২৫ বছর বয়সী) বিশেষ করে কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছেলেমেয়েরা।

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পড়ালেখার পাশাপাশি স্কাউটিং কার্যক্রম পরিচালিত হয়ে আসছে।

প্রতিজ্ঞা ও আইনের সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে স্কাউটিংয়ের ৩টি মূলনীতি

১। স্রষ্টার প্রতি কর্তব্য পালন (আধ্যাত্মিক)। ২। নিজের প্রতি কর্তব্য পালন (ব্যক্তিগত)।

৩। অপরের প্রতি কর্তব্য পালন (সামাজিক)।

স্কাউটিং পদ্ধতি একটি ধারাবাহিক স্বশিক্ষামূলক প্রক্রিয়া যার উপাদান হচ্ছে ৪টি। ১। প্রতিজ্ঞা ও আইনের চর্চা এবং তার প্রতিফলন। ২। হাতে কলমে শিক্ষা। ৩। ছোট ছোট দলের সদস্য হিসেবে কাজ করা (উপদল পদ্ধতি)। ৪। ক্রমোন্নতিশীল ব্যাজ পদ্ধতি।

বৈশিষ্ট্যঃ স্কাউটিং তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের কারণেই সারা বিশ্বে আজও সমাদিত। স্কাউটিং এর বৈশিষ্ট্য হচ্ছেঃ

* দীক্ষা/প্রতিজ্ঞা গ্রহণের মাধ্যমে সদস্যভুক্তি লাভ। * সফলতা বা বিফলতার কথা না ভেবে যথাসাধ্য চেষ্টা করা। * হাতে কলমে কাজের মাধ্যমে শিক্ষা। * উপদল পদ্ধতিতে কাজ করা ও শেখা। * কাজের মাধ্যমে কাজের স্বীকৃতি প্রদান। * স্কাউট পোশাক, ব্যাজ, স্কার্ফ পরিধান পদ্ধতি। * তিন আঙ্গুলে বিশেষ কায়দায় সালাম প্রদান।

স্কাউট আন্দোলনের যাত্রা

১৯০৭ সালের ০১ আগষ্টে স্কাউট আন্দোলনের যাত্রা শুরু হয়। এ দিনটিকে স্কাউটিং এর সূর্যোদয় বলা হয়। যা আজ চলমান। এর প্রতিষ্ঠাতা রবার্ট স্টিফেনশন স্মিথ লর্ড ব্যাডেন পাওয়েল অব গিলওয়েল। (Robert Stephenson Smith Lord Baden Powell of Gilwell) সংক্ষেপে বলা হয় স্যার "বিপি"। বিপির জন্ম ১৮৫৭ সালের ২২ ফেব্রুয়ারী এবং মৃত্যু ১৯৪১ সালের ৮ জানুয়ারী। প্রথম পরীক্ষামূলক শিবির হয় ১৯০৭ সালের ২৯ জুলাই হতে ৮ আগষ্ট পর্যন্ত যা ১০দিন স্থায়ী ছিল। লন্ডনের ব্রাউন্সি দ্বীপের পোল হারবারে মাত্র ২০ জন সদস্যের মাধ্যমে। ২০০৭ সালে শতবর্ষ পালন কর্মসূচীর মধ্যে ০১ আগষ্ট ভোরে সূর্যদয়ের সময় প্রতিটি দেশের স্কাউটরা নিজ নিজ দেশে এবং লন্ডনে ২১তম বিশ্ব স্কাউট জাম্বুরীতে সবার সূর্যোদয় দেখা। এক সাথে এত জনগণের সূর্যোদয় দেখার রেকর্ডটি "গিনেজ বুক অব দ্যা ওয়ার্ল্ডে" স্থান পায়।

নাম ঃ World Organization of Scout Movement (Wosm)

সদর দফতর ঃ জেনেভা, সুইজারল্যান্ড।

বর্তমান সদস্য দেশ ঃ ১৬১টি

আঞ্চলিক কার্যক্রমঃ ৬টি অঞ্চলে বিভক্তঃ

(১) আরব অঞ্চল
(২) আফ্রিকা অঞ্চল
(৩) এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্চল
(৪) ইউরোপ অঞ্চল
(৫) ইন্টার আমেরিকা অঞ্চল
(৬) ইউরেশিয়া অঞ্চল

বাংলাদেশ স্কাউটস এশিয়া-প্যাসিফিক অঞ্চলের আওতায়। এপি এর সদর দফতর-ম্যানিলা, ফিলিপাইন।

=) ১৯০৮ সালে স্কাউটদের জন্য "স্কাউটিং ফর বয়েজ" বইটি প্রকাশিত হয়।

=) মেয়েদের জন্য গার্ল গাইড প্রবর্তিত হয়ে ১৯১০ সালে।

=) উলফ কাব প্রবর্তিত হয় ১৯১৪ সালে।

=) ১৯১৬ সালে কাবদের জন্য "উলফ কাব হ্যান্ডবুক" বইটি প্রকাশিত হয়।

=) রোভার স্কাউটিং প্রবর্তিত হয় ১৯১৮ সালে।

=) ১৯২২ সালে রোভারদের জন্য "রোভারিং টু সাকসেস" বইটি প্রকাশিত হয়।

=) বিশ্ব স্কাউট সংস্থা গঠিত হয় ১৯২০ সালে।

=) প্রতিবন্ধীদের স্কাউটিং শুরু হয় ১৯২৬ সালে।

=) প্রথম বিশ্ব স্কাউটস জাম্বুরী অনুষ্ঠিত হয় ১৯২০ সালে ইংল্যান্ডের অলিম্পিয়ারে।

=) প্রথম বিশ্ব রোভার মুট অনুষ্ঠিত হয় ১৯৩১ সালে সুইজারল্যান্ড ক্যান্ডার স্টেটে।

-অগ্রদূত ডেস্ক

স্বদেশ-বিবৃতি

নাইকোর মামলায় বিজয়ী বাংলাদেশ

২০০৩ সালে কানাডিয়ান কোম্পানি নাইকো বাপেক্সকে সাথে নিয়ে ফেনী এবং ছাতক গ্যাসক্ষেত্র উন্নয়নের দায়িত্ব পায়। দুই ক্ষেত্রে নাইকো ৮০ শতাংশ এবং বাকি ২০ শতাংশের মালিকানা ছিল বাপেক্স-এর। ফেনীতে সফলভাবে গ্যাস উৎপাদন শুরু হলেও ছাতকে ঘটে দুর্ঘটনা। টেংরাটিলায় অনুসন্ধান কূপ খননের সময় নাইকোর অবহেলার কারণে ২০০৫ সালের ৭ জানুয়ারি ও ২৪ জুন দুই দফায় সেখানে বিস্ফোরণের ঘটনা ঘটে। বিস্ফোরণের এ ঘটনায় বিপুল পরিমাণ গ্যাসের ক্ষয়ক্ষতি হয়। একই সাথে ঐ এলাকার গাছপালা পুড়ে পরিবেশের ব্যাপক ক্ষতি হয়।

বাংলাদেশের জয়

নাইকোর করা মামলা আন্তর্জাতিক সালিশি আদালত ICSID খারিজ করে দেয়ার নাইকোর কাছ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায়ে আর কোনো বাধা নেই। এ রায়ের ফলে প্রকারান্তের বাংলাদেশেরই জয় হয়েছে। বিদেশি কোনো প্রতিষ্ঠানের বিপক্ষে আন্তর্জাতিক আদালতে এটাই বাংলাদেশের প্রথম জয়।

নতুন পুলিশ একাডেমি

নতুন পুলিশ একাডেমি নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছে বাংলাদেশ পুলিশ সদর দপ্তর। ঢাকার আশেপাশেই নির্মাণ করা হবে এ একাডেমি। প্রাথমিকভাবে মুন্সিগঞ্জের সিরাজদিখান, গজারিয়া ও বাউশিয়া, নারায়নগঞ্জের সোনারগাঁও এবং নরসিংদীর একটি স্থানকে বাছাই করা হয়েছে। এর মধ্যে থেকে শেষ পর্যন্ত একটিকে বেছে নেয়া হবে। নতুন একাডেমির নাম হবে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব ন্যাশনাল পুলিশ একাডেমি। ৭০ একর জমির ওপর ৪০০ কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত হবে এ একাডেমি।

দেশের একমাত্র পুলিশ একাডেমি অবস্থিত রাজশাহীর সারদায়, যা ব্রিটিশ আমলে নির্মিত।

দেশের বাইরে সাংস্কৃতিক কেন্দ্র

প্রবাসী বাংলাদেশি ও বিভিন্ন দেশ বেড়ে ওঠা তাদের পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ় করার জন্য দেশের বাইরে নতুন তিনটি সাংস্কৃতিক কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করতে যাচ্ছে সরকার। প্রাথমিকভাবে বাঙালি জনগোষ্ঠীবহুল শহর যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক, যুক্তরাষ্ট্রের লন্ডন ও ভারতের কলকাতাকে নির্বাচন করা হয়েছে। ঐ সব দেশে অবস্থিত বাংলাদেশ মিশনের শাখা (কালচারাল উইং) হিসেবে এসব সাংস্কৃতিক কেন্দ্র খোলা হবে। বিদেশে বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক মিশনগুলো পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে অধীনে পরিচালিত হবে।

দারিদ্র্য বিমোচনে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক

২ জুলাই ২০১৪ গ্রামীণ ব্যাংকের আদলে নতুন ব্যাংক গঠনের লক্ষ্যে পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক আইন- ২০১৪ জাতীয় সংসদে পাস হয়। এ আইনের ফলে গঠিত হতে যাচ্ছে বিশেষায়িত ব্যাংক পল্লী সঞ্চয় ব্যাংক। গ্রামীণ ব্যাংক যেমন বাংলাদেশ ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে, তেমনি পল্লী ব্যাংক সঞ্চয় ব্যাংকও কেন্দ্রীয় ব্যাংকের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থাকবে।

মালিকানা ঃ পল্লী সঞ্চয় ব্যাংকের মালিকানা থাকবে একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের সুবিধাভোগী সমিতিগুলোর হাতে ৪৯ ভাগ এবং সরকারের হাতে ৫১ ভাগ। একটি বাড়ি একটি খামার প্রকল্পের আওতাধীন সমবায় সমিতিগুলো এ ব্যাংকের শেয়ারহোল্ডার হবে এবং এর বাইরে অন্য কোনো সমবায় সমিতি এর শেয়ারহোল্ডার হতে চাইলে পরিচালনা পরিষদের অনুমতি লাগবে।

নতুন ৭ দেশের সাথে চুক্তি

মানি লন্ডারিং এ সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধে ২০১৪ সালের জুনে দক্ষিণ আমেরিকার পেরুতে অনুষ্ঠিত এগমন্ট গ্রুপের সম্মেলনে নতুন আরো ৬টি দেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংকের আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিটের সাথে সমঝোতা স্মারক চুক্তি (MOU) স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ ব্যাংক। দেশগুলো হচ্ছে ভারত, সৌদি আরব, ত্রিনিদাদ অ্যান্ড টোবাগো, পেরু, ডেনমার্ক এবং আরুবা। এছাড়া ১৭ জুলাই ২০১৪ ভুটানের সাথে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষরিত হয়। নতুন দেশগুলোসহ এখন পর্যন্ত কেন্দ্রীয় ব্যাংকের বাংলাদেশ আর্থিক গোয়েন্দা ইউনিট ২৫টি দেশের সাথে এ চুক্তি করেছে। এর আওতায় দেশগুলোর সাথে মানি লন্ডারিং, সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অর্থায়ন প্রতিরোধ, পাচার করা টাকা ফিরিয়ে আনার বিষয়ে তথ্য বিনিময় করা হয়।

দেশের বৃহত্তম বিদ্যু প্রকল্প

দেশের সবচেয়ে বড় বিদ্যুৎ প্রকল্প হচ্ছে কক্সবাজার জেলার মহেশখালী উপজেলার মাতারবাড়ি বিদ্যুৎ প্রকল্প। কোল পাওয়ার জেনারেশন কোম্পানি বাংলাদেশ লিমিটেড (CPGCBL) প্রকল্পটি বাস্তবায়ন করবে। এর ব্যয়

ধরা হয়েছে ৫.১৮ বিলিয়ন মার্কিন ডলার বা ৪০,৩২০ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৭০ শতাংশ বিনিয়োগ করবে জাপান-আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সংস্থা (জাইকা)। বাকি অর্থ দেবে সরকার। মাতারবাড়ি ১,২০০ মেগাওয়াট আল্ট্রা সুপার ক্রিটিক্যাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎ প্রকল্প নামে বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের পাশাপাশি থাকছে কয়লা খালাসের বন্দর ও অবকাঠামো নির্মাণ। ২০১৪ সালের এপ্রিল বিদ্যুৎকেন্দ্রটির জন্য সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে পিডিবি।

দেশের সর্বোচ্চ ভবন মতিঝিলে

ঢাকার মতিঝিলে নির্মিত হতে যাচ্ছে দেশের সর্বোচ্চ ভবন। পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত কোম্পানি মেঘনা পেট্রোলিয়াম লিমিটেড ৪০ তলা এ ভবন নির্মাণ করবে। ৫ জুলাই ২০১৪ মেঘনা পেট্রোলিয়াম এবং ইনস্টিটিউট অব আর্কিটেক্টস বাংলাদেশের (আইএবি) মধ্যে এক সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। মতিঝিলের দৈনিক বাংলা মোড় সংলগ্ন ২২.৫ কাঠা জমির ওপর এ ভবনটি নির্মাণ করা হবে।

সাত মহাদেশের ৭ চূড়ায় বাংলাদেশ

পৃথিবীর সাত মহাদেশের সাত সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ জয় করার অভিযান পর্বতারোহীদের কাছে সেভেন সামিট নামে পরিচিত। ২৬ মার্চ ২০১১ বাংলাদেশের নারী পর্বতারোহী ওয়াসফিয়া নাজরীন সাত মহাদেশের সাতটি সর্বোচ্চ পর্বতচূড়া জয় করার ঘোষণা দেন। তার আগে ২৬ নভেম্বর ২০১০ বাংলাদেশের প্রথম এভারেস্ট জয়ী মুসা ইব্রাহীম সেভেন সামিট এর ঘোষণা দেন। তাদের সে ঘোষণা অনুযায়ী ২৩ জুন ২০১৪ তারা উত্তর আমেরিকা মহাদেশের সর্বোচ্চ পর্বতশৃঙ্গ মাউন্ট ডেনালি জয় করেন। যুক্তরাষ্ট্রের আলস্কায় অবস্থিত মাউন্ট ডেনালির আনুষ্ঠানিক নাম মাউন্ট ম্যাককিনলে। ডেনালি জয়ের মাধ্যমে মুসা তার সেভেন সামিট অভিযানের পাঁচটি শৃঙ্গ জয় করলেন। অন্যদিকে ওয়াসফিয়া নাজরীন তার বাংলাদেশ অন সেভেন সামিট অভিযানের অংশ হিসেবে মাউন্ট ডেনালি জয়ের মাধ্যমে তার ষষ্ঠ পর্বতশৃঙ্গ জয় করেন।

সমুদ্রসীমার মানচিত্র প্রকাশ

বাংলাদেশের সমুদ্রগামী নতুন ও পুনাঙ্গ মানচিত্র প্রকাশ করে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্রবিজ্ঞান। ইনস্টিটিউট। আন্তর্জাতিক আদালতে বাংলাদেশ ভারত সমুদ্রসীমা মামলার রায়ের প্রেক্ষাপটে এ মানচিত্রে তৈরি করা হয়। এটিই বাংলাদেশর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সমুদ্রসীমা মানচিত্র।

১৬ জুলাই ২০১৪ বাংলাদেশ সমুদ্র প্রদেশ শীর্ষক মানচিত্রটি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য মো. আনোয়ারুল আজিমের কাছে হস্তান্তর করেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমুদ্র ও মৎস্যবিজ্ঞান ইনস্টিটিউটের গবেষকরা। মানচিত্রটিতে বিভিন্ন এলাকায় সম্পদের সম্ভাব্য পরিমাণও উল্লেখ করেন বিজ্ঞানীরা। মানচিত্রে বাংলাদেশের সমুদ্রসীমার আয়তন দেখানো হয়েছে ১,২১,১১০ বর্গকিলোমিটার। ১০-২০০ মিটার গভীরতার অগভীর সোপান অঞ্চল ৪২,৭০০ বর্গকিলোমিটার। গভীরতর সমুদ্র অঞ্চল ৪৪,৩৮৩ বর্গকিলোমিটার, যার গভীরতা ২০০ থেকে ২,১০০ মিটার। মহীসোপানের জন্য অবশিষ্ট সমুদ্র অঞ্চলের পরিমাণ ১০,৬৪৪ বর্গকিলোমিটার এবং গভীরতা হচ্ছে ২,১০০ মিটার- ২,৫০০ মিটার পর্যন্ত। এর মধ্যে সবচেয়ে বেশি হচ্ছে গভীরতর সমুদ্র অঞ্চল, যা মোট সমুদ্র আয়তনের ৩৬.৬ শতাংশ। মানচিত্রে কোন কোন এলাকায় কী কী সম্পদ থাকতে পারে, তাও চিহ্নিত করে দেখানো হয়।

মানচিত্রটি তৈরিতে বেশ কিছু আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানের তথ্য-উপাত্ত ব্যবহার করেন গবেষকরা। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ইটলসের ২০১২ সালের রায়, স্থায়ী আন্তর্জাতিক আদালতের ২০১৪ সালের রায়, আমেরিকার সমুদ্র ও আবহাওয়াবিষয়ক সংস্থা (নোয়া) আন্তর্জাতিক সমুদ্র মানচিত্রবিষয়ক গ্রুপ গেবকো, বে অব বেঙ্গল লার্জ মেরিন ইকো সিস্টেম প্রজেক্ট এবং জাতিসংঘের সমুদ্র আইনবিষয়ক কনভেনশন (আনক্লস)। এছাড়া ন্যাচারাল আর্থ নামক সংস্থা এবং বিভিন্ন সমুদ্রাবিজ্ঞান ও ভূতত্ত্ববিষয়ক জার্নালে প্রকাশিত বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধের সহায়তা নেন গবেষকরা।

চীনের ব্যাংক বাংলাদেশ সদস্য

সম্প্রতি চীন আন্তর্জাতিক মানের একটি বহুজাতিক ব্যাংক গঠনের ঘোষণা দিয়েছে। প্রস্তাবিত এ ব্যাংকের নাম Asian Infrastructure Investrment Bank (AIIB)। ২০১৪ সালের শেষ দিকে কার্যক্রম শুরু করতে যাওয়া এ ব্যাংকের প্রাথমিক তহবিল হবে ৫,০০০ কোটি ডলার, যা বাংলাদেশী মুদ্রায় ৩ লাখ নব্বই হাজার কোটি টাকা। চীনের প্রস্তাবিত এ বহুজাতিক ব্যাংকের সদস্য হতে ২২টির অধিক দেশ তাদের আগ্রহের কথা জানিয়েছে। এর মধ্যে বাংলাদেশ অন্যতম। প্রস্তাবিত এ ব্যাংকে অংশগ্রহণকারী প্রত্যেকটি দেশকে শেয়ার কেনার জন্য তহবিলের যোগান দিতে হবে, যার মধ্যে চীনই দেবে সবচেয়ে বেশি। ফলে ব্যাংকের মালিকানাও থাকবে চীনের বেশি।

সংকলন: অগ্রদূত ডেস্ক

বইয়ের দুনিয়া

তৌহিদুন নাছের

শত-সহস্র বছর ধরে আমাদের সামনে জ্ঞানের আলোকবর্তিকা তুলে ধরে আছে বই, যাতে মানুষের সভ্যতার অমানিশার অন্ধকারে পথ হারিয়ে না ফেলে। কেনকো ইয়োশিদার কথা ধার করে বলতে হয়, বাতির আলোতে সামনে একটি বই নিয়ে বসা মানে হচ্ছে অজস্র অদেখা প্রজন্মের সাথে কথোপকথনের প্রবৃত্ত হওয়া এর তুল্য আর কোন কিছু পাওয়া যাবে না। মানুষের প্রিয়তম বন্ধু, বিশ্বস্ততম সহচর সেই বইকে নিয়ে মজার তথ্য জেনে নেই।

ওজনদার বই

বিশ্বের সবচেয়ে ওজনদার বইটির নাম 'আওয়ার ফ্রাজাইল ন্যাচারাল হেরিটেক'। বেলা ভারগা নামের এক হাঙ্গেরিয়াল ভদ্রলোক তার স্ত্রীর প্রত্যক্ষ সহায়তায় ১৪২০ কেজি ওজন বিশিষ্ট ৩৪৬ পৃষ্ঠার এ বইটি রচনা করেন।

পুরনো বই

প্রাচীন এক সুমেরীয় রাজা আজ থেকে ৩ হাজার বছর পূর্বে কাঁদামাটির প্লেট বানিয়ে তার উপর খোদাই করে যে সাহিত্যকর্ম রচনা করে গেছেন সেসব প্লেটকে একটার পর একটা সাজালে তাকে বই হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া যায়। এটাকেই অনেকে প্রাচীন বই হিসেবে স্বীকৃতি দিচ্ছেন। প্রাচীন সেই বইয়ে লিপিবদ্ধ সাহিত্যকর্মের বিষয় ছিল প্রকৃতি, পরলোক, প্রাণী, রক্ত, মানুষ ইত্যাদি।

বেশি বিক্রিত বই

ব্রিটিশ লেখক চার্লস ডিকেন্স রচিত 'এ টেল অব টু সিটিস' উপন্যাসটি সারা বিশ্বে সর্বাধিক বিক্রিত বইয়ের খেতাবধারী। ১৮৫৯ সালে বই আকারে প্রকাশিত হওয়ার আগে লন্ডন এবং প্যারিস শহরকে নিয়ে লেখা এ উপন্যাসটি 'অল দ্যা ইয়ার রাউন্ড' নামের একটি সাপ্তাহিকে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

ব্যতিক্রমী বই

অ্যালান ফ্রান্সিস নামে স্কটল্যান্ডের এক লেখক লিখেছেন 'এভরিথিং মেন নো অ্যাবাউট ওমেন' নামের একটি বই। এর বাংলা অর্থ মেয়েদের সম্পর্কে ছেলেরা যা জানে। মজার ব্যাপার হচ্ছে, বইটিতে ভূমিকার পরে সব পৃষ্ঠা একেবারে ফাঁকা। পৃষ্ঠার নাম্বার দেওয়া ছাড়া আর কিছুই লেখা নেই।

দামি বই

ফরাসী বংশোদ্ভুত আমেরিকার প্রকৃতিবিদ জন জেমস অডুবন ১৮২৭-১৮৩৮ সালের মধ্যে আমেরিকার বিভিন্ন অঞ্চলের পাখিদের ছবি নিয়ে বের করেছিলেন 'বার্ডস অব আমেরিকা' নামের একটি সিরিজ বইটির প্রথম সিরিজের টিকে থাকা ২০ কপির যে কোন একটি কিনতে খরচ হবে ৭-১০ মিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার পরিমাণ বাংলাদেশী মুদ্রার ৮৬ কোটি টাকা। সাড়ে ৩ ফুট দৈর্ঘ্যের বইটিতে লেখক আমেরিকার বিভিন্ন পাখি পর্যবেক্ষণ করে ছবি আঁকার পাশাপাশি দিয়েছেন ঐসব পাখিদের ছোট পরিসরে বর্ণনা।

মোটা বই

বিশ্বের সবচেয়ে মোটা বই হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে ব্রিটিশ ভদ্রলোক স্টিফেন জেমস রচিত 'মেয়েদের বোঝার সাধারণ পদ্ধতি' নামের বইটি। ১৮,০০০ বেশি পৃষ্ঠা সংবলিত বইটির মূল্য ১০০ পাউন্ডের কাছাকাছি।

ছোট বই

বিশ্বের সবচেয়ে ছোট বইয়ের মর্যাদার অধিকারী জোসু রিচার্ড নামের এক জার্মান ভদ্রলোকের লেখা 'এবিসি পিকচার বুক'। বইটির আয়তন ২.৪ X ২.৯ মিলিমিটার।

বড় বই

আমেরিকার ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউটের প্রফেসর মাইকেল হোলি বিশ্বের সবচেয়ে বড় বইটি তৈরির উদ্যোগ নেন। ভুটানের বৈচিত্র্যময় প্রাকৃতিক দৃশ্যাবলী সংবলিত এ বইটির দৈর্ঘ্য ২.১৩ মিটার বা ৭ ফুট এবং প্রস্থ ১.৫২ মিটার বা ৫ ফুট। ৬৪ কেজি ওজনের এবং ১১২ পৃষ্ঠার এ বইটি ছাপাতে কালি ব্যবহার করতে হয়েছে ৪ লিটারেরও বেশি।

বৃহত্তম গ্রন্থাগার

যুক্তরাষ্ট্রের লাইব্রেরি অব কংগ্রেস বিশ্বের বৃহত্তম গ্রন্থাগার। এতে যত বুক শেলফ আছে সেগুলোকে পর পর সাজালে দৈর্ঘ্য দাঁড়াবে ৫৩২ মাইল। ৭০ মাইল বেগে

একটি গাড়ী চালিয়ে লাইব্রেরী অব কংগ্রেসের বইগুলো পার হতে সময় লাগবে ৮ ঘন্টা।

বৃহত্তম বইয়ের দোকান

যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্ক শহরের বার্লস অ্যান্ড নোবল বুক স্টোর হচ্ছে বিশ্বের বৃহত্তম দোকান। এই দোকানের তাকগুলোকে পরপর সাজালে তার দৈর্ঘ্য হবে ১২ মাইলের মত। দোকানটির মোট ফোর স্পেস হচ্ছে দেড় লাখ বর্গফুটেরও বেশি।

বেশী ছাপা প্রথম সংস্করণ

কোন বইয়ে প্রথম সংস্করণ সবচেয়ে বেশি ছাপা হওয়ার রেকর্ড বিখ্যাত হ্যারি পটার সিরিজের পঞ্চম বই 'হ্যারি পটার অ্যান্ড দ্য অর্ডার অব ফিনিক্স'এর। জে.কে ব্রাউলিং লিখিত এ বইয়ের প্রথম সংস্করণ ছাপা হয়েছি প্রায় ৮৫ লাখ কপি।

অকল্পনীয় অবিশ্বাস্য রেকর্ড

১৯৮৬-১৯৯৬ এ ১০ বছরে ব্রাজিলিয়ান লেখক হোসে কার্লেস রিওকি ডি আলপোয়েম ইনুয়ি মোট ১০৫৮ টি বই প্রকাশ করেছিলেন। এর সবই হচ্ছে ওয়েস্টার্ন, সায়েন্স ফিকশন এবং থ্রিলার।

সর্বাধিক পাঠ্য বই

বিশ্বের সর্বকালের শ্রেষ্ঠতম পাঠ্য বই 'এলিমেন্টস'। বইটির লেখক ইউক্লিড। বইটি প্রথম প্রকাশিত হয় খ্রিস্টপূর্ব ৩০০ সালে। এরপর থেকে এ পর্যন্ত বইটির প্রায় ১০০০টি সংস্করণ বেরিয়েছে।

প্রথম রন্ধন প্রণালী বিষয়ক বই

রন্ধন প্রণালী নিয়ে বিশ্বের সর্বপ্রথম বই প্রকাশিত হয় ৬২ খ্রিস্টাব্দে। লেখকের নাম এপিসিয়াস। 'ডিরে কোকুইনরিয়া' নামের এ বইয়ে রোমান সম্রাট ক্রাডিয়াসের প্রিয় সব খাবারের রেসিপি প্রদান করা হয়।

বিশ্বের প্রাচীন উপন্যাস

বিশ্বের সর্বপ্রাচীন উপন্যাস হচ্ছে 'দ্যা টেইল অব গেনজি' নামের বই। একাদশ শতকের প্রথম দশকে প্রকাশিত এ উপন্যাসের লেখক মুরাসাকি শিবোকু নামে জাপানের এ অভিজাত ব্যক্তি। বইটিতে অধ্যায় আছে ৫৪টি।

সংগ্রাহক ঃ সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত।

স্কাউটিংয়ে মজার তথ্য

স্কাউট আবু সামা মজুমদার রকি

S----------Smart
C----------C;aber/Careful
O----------Obedien
U---------Universal/Unity
T----------Truthfup

ইমপিসা ঃ বি, পি কে দেওয়া মাতাবেলিয়ার উপাধি, যার অর্থ নিদ্রাহীন নেকড়ে।

ক্যান্টাকী ঃ বি, পি কে ডাকা অভিনন্দন। যার অর্থ সেই টুপিওয়ালা বিরাট লোকটি।

গিলওয়েল পার্ক ঃ ইংল্যান্ডের এপিং ফরেস্টের নিকটে অবস্থিত বিশ্বের ১ম ও প্রধান প্রশিক্ষণ কেন্দ্র।

প্যাক্সটু ঃ কোনিয়ার নাইয়েরীয়িতে অবস্থিত বিপি'র বাড়ীর নাম-প্যাক্সটু। বাড়ীটি নির্মিত হয়েছিল প্যাক্সু পাহাড়ের উপর।

অর্ডার অব মেরিট ঃ রাজা পঞ্চম জর্জ কর্তৃক বি পি কে প্রদত্ত উপাধি।

একবার যে স্কাউট হয়, চিরকালই থাকে সে স্কাউট- প্রবক্তা লর্ড কিচেনার।

ব্রাউন সী দ্বীপ ঃ ইংল্যান্ডের পোল হারবারে অবস্থিত দ্বীপ। বি, পি ১৯০৭ সালে ব্রাউন সী দ্বীপে ১ম স্কাউট ক্যাম্প করেন।

ম্যাফেকিং ঃ বি, পি তার সৈনিক জীবনে ১৮৯৯ সালে দক্ষিণ আফ্রিকার ম্যাফেকিং শহরে ২১৭ দিন অবরুদ্ধ ছিলেন। এ সময় তিন বুয়র দের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন।

বিপি'র বাণী

০১. হাসি মুখে কাজ কর।

০২. স্বাস্থ্য সম্পদের চেয়েও মুল্যবান।

০৩. কাজের পরিকল্পনা কর-তারপর পরিকল্পনা মত কাজ কর।

০৪. স্কাউট তার সম্মানকে অন্য সবকিছু থেকে বেশী মূল্য দেয়।

০৫. পৃথিবীকে যেমন পেয়েছ তার চেয়ে শ্রেষ্টতর করে রেখে যেতে চেষ্ঠা কর।

০৬. তুমি যা পেয়েছ তা নিয়ে সন্তুষ্ট থাক এবং তাকে সর্বোত্তম কাজে লাগাও।

০৭. প্রকৃতি পাঠের লক্ষ স্রষ্টার উপলব্ধি ও প্রকৃতির সৌন্দর্যের চেতনা অনুভব করা।

লেখক ঃ হবিগঞ্জ মুক্ত স্কাউট গ্রুপ

শিক্ষাঙ্গণ

৫৫তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড

৩-১৩ জুলাই ২০১৪ দক্ষিণ আফ্রিকার কেপটাউনে অনুষ্ঠিত হয় ৫৫তম আন্তর্জাতিক গণিত অলিম্পিয়াড (IMO)। এবারের আইএমওতে ১০১টি দেশের ৫৬০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে স্বর্ণপদক লাভ করে ৪৯ জন, রৌপ্যপদক ১১৩ জন ও ব্রোঞ্জপদক লাভ করে ১৩৩ জন। এ ছাড়া সম্মানজনক স্বীকৃতি লাভ করে ১৫১ জন। ১০১টি দেশের মধ্যে শীর্ষস্থান লাভ করে চীন। চীনের শিক্ষার্থীরা পাচটি স্বর্ণ ও একটি রৌপ্যপদক লাভ করে। ছয় সদস্যের বাংলাদেশ দল একটি রূপার ও একটি ব্রোঞ্জপদক অর্জন করে। ঢাকা কলেজের শিক্ষার্থী নূর মোহাম্মদ শফিউল্লাহ রৌপ্যপদক ও ময়মনসিংহ জিলা স্কুলের শিক্ষার্থী আদিব হাসান ব্রোঞ্জপদক লাভ করে। ৫৬তম IMO অনুষ্ঠিত হবে থাইল্যান্ডের চিয়াংমাই- এ ৩-১৫ জুলাই ২০১৫।

জেএসসির প্রশ্নপত্র হবে বোর্ডভিত্তিক

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে পাবলিক পরীক্ষা গ্রহণ ব্যবস্থায় সংস্কার শুরু হচ্ছে জুনিয়র স্কুল সার্টিফিকেট (জেএসসি) পরীক্ষা দিয়ে। এবার জেএসসি পরীক্ষার প্রশ্ন হবে বোর্ডভিত্তিক। প্রতিটি শিক্ষা বোর্ড আলাদাভাবে প্রশ্নপত্র তৈরি করবে। এত দিন একটি বিষয়ে চার সেট প্রশ্ন তৈরি হলেও এবার প্রতিটি বিষয়ে তৈরি হবে ৩২ সেট প্রশ্ন। এসব প্রশ্ন থেকে পরীক্ষার দিন লটারির মাধ্যমে এক সেট প্রশ্ন নিয়ে পরীক্ষা নেয়া হবে।

বিরতিহীন পাবলিক পরীক্ষা

প্রশ্নপত্র ফাঁস রোধে এখন থেকে পাবলিক পরীক্ষার মধ্যে ছুটির দিন ছাড়া অন্য কোনো বন্ধ রাখা হবে না।

অনার্স এবং ডিগ্রি (পাস) কোর্সের একাডেমিক ক্যালেন্ডার ২০১৩-১৪

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০১৩-১৪ শিক্ষাবর্ষে ভর্তিকৃত অনার্স ও ডিগ্রি (পাস)- এর শিক্ষার্থীদের একাডেমিক ক্যালেন্ডার ঘোষণা করা হয়েছে। ক্যালেন্ডার অনুযায়ী পরীক্ষার সময়সূচী।

সম্মান শ্রেণী	পরীক্ষার অনুষ্ঠান
১ম বর্ষ সম্মান	ফেব্রুয়ারি ২০১৫
২য় বর্ষ সম্মান	জানুয়ারি ২০১৬
৩য় বর্ষ সম্মান	ডিসেম্বর ২০১৬
৪র্থ বর্ষ সম্মান	নভেম্বর ২০১৬
ডিগ্রি পাস	**পরীক্ষার অনুষ্ঠান**
১ম বর্ষ সম্মান	মে ২০১৫
২য় বর্ষ সম্মান	মার্চ ২০১৫
৩য় বর্ষ সম্মান	জানুয়ারি ২০১৭

বেসরকারি শিক্ষক নিয়োগে আলাদা কর্মকমিশন

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষক নিয়োগের জন্য পিএসসির মতো একটি পৃথক কর্মকমিশন গঠন করা হচ্ছে।

মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা ২০১৪-১৫

মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এমবিবিএস ও বিডিএস কোর্সের ভর্তি পরীক্ষা ৩ অক্টোবর ২০১৪। এবার ১০০ নম্বরের ভর্তি পরীক্ষায় কমপক্ষে ৪০ পেতে হবে। লিখিত পরীক্ষার নম্বরের সাথে এসএসসি ও এইচএসসির ফলাফলের আনুপাতিক হার যোগ করে জাতীয় মেধাতালিকা তৈরি হবে। মেধাক্রমে অনুসারে প্রথমে সরকারি মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে এবং পরে প্রাইভেট মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজে ভর্তি করা হবে। লিখিত পরীক্ষায় ৪০ নম্বরের কম হলে সরকারি বা প্রাইভেট কোনও মেডিকেল ও ডেন্টাল কলেজেই পড়ার সুযোগ থাকবে না।

ঐতিহ্যবাহী ঢাকা কলেজ গতিশীল রোভার স্কাউটিং

ঢাকা কলেজ বাংলাদেশের একটি শীর্ষস্থানীয় ও ঐতিহ্যবাহী শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ঢাকা শহরের প্রাণকেন্দ্রে অবস্থিত। এই কলেজটি বর্তমানে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয় এর অধিভুক্ত। ১৮৪১ খ্রিঃ ১৮ জুলাই রবিবার শুভদিনে উপমহাদেশের প্রথম আধুনিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে ঢাকা কলেজ প্রতিষ্ঠিত হয়।

আধুনিক ধারায় শিক্ষাব্যবস্থা প্রচলনের জন্য সেসময়ে ঢাকাতে কিছু শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠলেও-শিক্ষা প্রসারের চেয়ে, ধর্ম প্রচার সেখানে মুখ্য হয়ে ওঠে। ফলে আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা প্রসার ব্যাহত হয়। মূলত তখন থেকেই শুরু হওয়া বিভিন্ন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে ১৮৩৫ সালে ১৫ জুলাই থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হয় ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী যা বর্তমানে ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল নামে পরিচিত। এ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠাতে একদিকে যেমন বদলে যেতে থাকে সমাজের সামগ্রিক চালচিত্র, তেমনি বিদ্যার্থীদের মানসম্মুখে পাশ্চাত্যের কলাবিদ্যা, বিজ্ঞান এবং দর্শনকে উন্মোচিত করে। শিক্ষা এবং সমাজ ব্যবস্থা এ ইতিবাচক পরিবর্তনে সে সময়ের গর্ভনর জেনারেল লর্ড অকল্যান্ড এবং জেনারেল কমিটি অব পাবলিক ইনস্ট্রাকশন (General Committee of Public Instruction) কতগুলো কেন্দ্রীয় কলেজ প্রতিষ্ঠার সুপারিশ করেন এর প্রেক্ষিতে প্রস্তাবিত ব্যয়ের কথা উল্লেখ এবং কর্তৃপক্ষ দ্বারা তার যথাযথ অনুমোদন সাপেক্ষে ১৮৪১ খ্রিঃ ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী স্কুলকে একটি কলেজ বা একটি আঞ্চলিক ইংরেজী

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রূপান্তরিত করা হয়, যার নাম দেয়া হয় ঢাকা সেন্ট্রাল কলেজ বা সংক্ষেপে ঢাকা কলেজ এবং ঢাকা ইংলিশ সেমিনারী স্কুলের নাম দেওয়া হয় ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল। বলাবাহুল্য, এ কলেজ প্রতিষ্ঠার পরপরই বদলে যায় সমগ্র ঢাকার চালচিত্র। ঢাকা হয়ে ওঠে সমগ্র পূর্ববাংলার ইংরেজি শিক্ষার প্রাণকেন্দ্র। ক্যামব্রীজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র এবং হিন্দু কলেজের শিক্ষক জে. আয়ারলেন্ডকে ঢাকা কলেজের প্রথম অধ্যক্ষ নিযুক্ত করা হয়। তাঁর আগমনের সঙ্গে সঙ্গে বদলে যেতে থাকে ঢাকা কলেজের প্রাতিষ্ঠানিক এবং শিক্ষাগত ব্যবস্থাপনার ভিত্তি। সে অর্থে আয়ারল্যান্ডই ঢাকা কলেজের সত্যিকারের গুরুত্বপূর্ণ সংগঠক। তিনি কলেজের শিক্ষাদান ব্যবস্থাপনায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন আনেন।

১৮৫৭ খ্রিঃ ২৪ জানুয়ারী কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা আধুনিক বাংলা ইতিহাসে যেমন গুরুত্বপূর্ণ তেমনি ঢাকা কলেজের জন্যও এক অভাবনীয় ঘটনা কেননা কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পরপরই ঢাকা কলেজকে এর অধিভুক্ত করা হয়। কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার প্রথম বছরেই (১৮৫৮ খ্রিঃ) ৪ জন ছাত্র প্রথমবারের মত স্নাতক বা বি.এ. পরীক্ষা দেয়ার উদ্দেশ্যে কোলকাতা পাড়ি দেয়। এখানে উল্লেখ্য যে, সে সময় কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ই ছিলো একমাত্র পরীক্ষাকেন্দ্র। বিভিন্ন চরাই উৎরাই পার হয়ে পরবর্তীতে সরকার ঢাকা কলেজের শিক্ষাব্যবস্থার উন্নতির জন্য বেশকিছু পদক্ষেপ নেয়। প্রথমত, ১৮৬০ খ্রিঃ দেশে জুনিয়র স্কলারশিপ পরীক্ষার নিয়ম-কানুন কিছু রদবদল করা হলে স্কলারশিপ প্রাপ্ত ছাত্রসংখ্যা বেড়ে যায়। দ্বিতীয় দেশে নতুন নতুন জেলা স্কুল এবং ইষ্ট-বাংলা স্কুল থেকে ঠিক এসময়ই বেশী সংখ্যক ছাত্র

ছবিঃ ঢাকা কলেজ

এন্ট্রান্স পরীক্ষায় পাশ করে যারা বৃত্তি নিয়ে ঢাকা কলেজে পড়তে আগ্রহী হয় ওঠে।

১৮৭৫ খ্রিঃ ঢাকা কলেজ একটি বড় সম্মান লাভ করে, সে বছর থেকে ঢাকা কলেজে বিজ্ঞান ক্লাশ খোলা হয়, অর্থাৎ বিজ্ঞান বিষয়ক নতুন নতুন বিষয় পড়ানো সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এটা ছিলো একটি বৈপ্লবিক পরিবর্তন কেননা, এর মাধ্যমে পূর্ববাংলা তরুণদের মধ্যে আধুনিক যুগের হাতিয়ার, বিজ্ঞান বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা সম্ভব হয়ে ওঠে। বিজ্ঞান ক্লাশগুলো খোলার পর ঢাকা কলেজে ছাত্র ভর্তির হিড়িক পড়ে যায়। একই সঙ্গে এ কলেজের অবকাঠামোগত পরিবর্তনও হয়। নানা ঘাতপ্রতিঘাত থাকলেও, ঢাকা কলেজ শিক্ষাক্ষেত্রে তার অগ্রযাত্রা অব্যাহত রেখেছিল, যার সোনালী ফসল ছিল ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সৃষ্টি। ১৯০৮ খ্রিঃ ঢাকা কলেজের জন্য পরিকল্পিতভাবে নির্মিত হয় প্রথম ছাত্রাবাস। এটিই বাংলাদেশের কোনো সরকারি কলেজের জন্য নির্মিত প্রথম ছাত্রাবাস। বর্তমানে এটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শহীদুল্লাহ হল।

একুশ শতকে ঢাকা কলেজ, বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান এবং শীর্ষস্থানীয় শিক্ষাঙ্গন। এর ছাত্র সংখ্যা বর্তমানে প্রায় ১৭,০০০। এখানে এখন উচ্চ মাধ্যমিক পাঠক্রমের সাথে সাথে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ১৯ টি বিষয়ে শিক্ষাদান কার্যক্রম চালু রয়েছে। ছাত্রদের জন্য ঢাকা কলেজে ৭টি ছাত্রবাস রয়েছে। এসব ছাত্রাবাসে ছাত্রদের আধুনিক এবং উন্নত জীবনযাত্রা নিশ্চিত করে থাকে। বর্তমানে ঢাকা কলেজে বেশকিছু স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন রয়েছে। এর মধ্যে রেড-ক্রিসেন্ট, বিএনসিসি এবং রোভার স্কাউট অন্যতম। ১৯৭২ সালে জনাব মোঃ রফিকুল ইসলাম খান, জাতীয় কমিশনার (প্রোগ্রাম), বাংলাদেশ স্কাউটস, এর হাত ধরে ঢাকা কলেজ রোভার স্কাউট গ্রুপের সূচনা হয়। বর্তমানে গ্রুপটির সভাপতি হলেন কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড. আয়েশা বেগম এবং সম্পাদক, জনাব আই কে সিলিম উল্লাহ খোন্দকার। এই কলেজের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক মন্ডলী সকলের সার্বিক সহযোগিতায় ও আন্তরিক প্রচেষ্টায় দেশ ও জাতির কল্যাণ বয়ে আনুক এই কামনা করি।

লেখক ঃ মাহাবুবুর রহমান কাওসার
সহ-সম্পাদক, অগ্রদূত
বাংলাদেশ স্কাউটস।

কম্পিউটারের গতি বৃদ্ধিতে করনীয়

-মোঃ হামজার রহমান শামীম

কম্পিউটারে আমাদের প্রতিনিয়তই কাজ করতে হয়। কাজ করতে যেয়ে যদি দেখেন কম্পিউটার খুব ধীর গতিতে কাজ করছে তখন মন মেজাজ খারাপ হয়ে যায়। তখন আর মনোযোগ দিয়ে কাজ করতে ইচ্ছে হয় না।

কম্পিউটার যে সকল কারনে ধীর হয়

কম্পিউটারের সি ড্রাইভে কম জাগা রাখা, সকল কিছু ডেস্ক টপে রেখে দেয়া, পর্যাপ্ত পরিমানের র‍্যাম (RAM) না লাগানো, নিয়মিতভাবে ডিস্ক ক্লিনআপ (Disk Clean up) এবং ডিফ্রাগমেন্ট (Disk Defragmenter) না করা। এছাড়াও অনেক কারনে কম্পিউটারের গতি ধীর হয়ে যায়।

কম্পিউটারের গতি ঠিক রাখতে হলে আমাদের যা করতে হবে

কম্পিউটারের সি ড্রাইভ

কম্পিউটারের সি ড্রাইভে যতটা বশি জায়গা রাখা যায় ততই ভাল হয়। সি ড্রাইভে প্রোগ্রামের সকল সিস্টেম ফাইল জামা থাকে। কম্পিউটারে কাজ করার সময় কিছু সিস্টেম ফাইল

অটো তৈরী হয়ে যায়। সেগুলো সি ড্রাইভে জমা হতে থাকে।

র‍্যাম লাগানো

কম্পিউটারের র‍্যাম প্রসেসরের সাথে ম্যাচ করে লাগিয়ে নিলে কম্পিউটারের গতি বৃদ্ধি পাবে।

ডিস্ক ক্লিন আপ

প্রতি সপ্তাহে অন্তত একদিন ডিস্ক ক্লিন আপ করা ভাল। ডিস্ক ক্লিন আপ করলে অপ্রয়োজনীয় সিস্টেম ফাইল রিমোভ হয়ে যাবে। ডিস্ক ক্লিন আপ করতে হলে প্রথমে স্টার্ট অপসনে যেয়ে ক্লিক করলে প্রোগ্রামস অপসন পাওয়া যাবে। প্রোগ্রামস অপসনে মাউসের কার্সর রাখলে একসেসরিজ অপসন পাওয়া যাবে। একসেসরিজ এর উপর মাউসের কার্সর রাখলে সিস্টেম টুলস পাওয়া যাবে। সিস্টেম টুলস এর উপর মাউসের কার্সর রাখলে ডিস্ক ক্লিন আপ পাওয়া যাবে। ডিস্ক ক্লিন আপ এ ক্লিক করলে ড্রাইভ সিলেকশন ডায়লগ বক্স আসবে। ওখানে ডাইভ সিলেকশন করে করে ডিস্ক ক্লিন আপ করে নিবেন।

ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট

প্রতি মাসে অন্তত ২ বার ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট করা ভাল। ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট করলে সকল ফাইল, ফোলডার সিস্টেম্যাটিক ওয়েতে সেভ হয়ে থাকবে। ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট করতে হলে প্রথমে স্টার্ট অপসনে যেয়ে ক্লিক করলে প্রোগ্রামস অপসন পাওয়া যাবে। প্রোগ্রামস অপসনে মাউসের কার্সর রাখলে একসেসরিজ অপসন পাওয়া যাবে। একসেসরিজ এর উপর মাউসের কার্সর রাখলে সিস্টেম টুলস পাওয়া যাবে। সিস্টেম টুলস এর উপর মাউসের কার্সর রাখলে ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট পাওয়া যাবে। ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট এ ক্লিক করলে ডিস্ক ডিফ্রাগমেন্ট ডায়লগ বক্স আসবে। ওখানে ডাইভ সিলেকশন করে করে প্রথমে এনালাইজ করে নিবেন। তারপর ড্রাইভ সিলেকশন করে করে ডিফ্রাগমেন্ট করে নিবেন। এটা করতে ৩/৪ ঘন্টা সময় নিবে।

এরপর **স্টার্ট** (Start) অপসন থেকে **রান** (RUN) এ ক্লিক করলে **রান ডায়লগ বক্স** আসবে। ওখানে ওপেন (Open) এ Temp লিখে ok ক্লিক করলে যা আসবে সব ডিলিট (Delete) করে দিতে হবে। এরপর **স্টার্ট** (Start) অপসন থেকে **রান** (RUN) এ ক্লিক করলে **রান ডায়লগ বক্স** আসবে। ওখানে ওপেন(Open) এ %Temp% লিখে ok ক্লিক করলে যা আসবে সব ডিলিট (Delete) করে

দিতে হবে। এরপর **স্টার্ট** (Start) অপসন থেকে **রান** (RUN) এ ক্লিক করলে **রান ডায়লগ বক্স** আসবে। ওখানে ওপেন (Open) এ recent লিখে ok ক্লিক করলে যা আসবে সব ডিলিট (Delete) করে দিতে হবে। এরপর **স্টার্ট** (Start) অপসন থেকে **রান** (RUN) এ ক্লিক করলে **রান ডায়লগ বক্স** আসবে। ওখানে ওপেন (Open) এ prefetch লিখে ok ক্লিক করলে যা আসবে সব ডিলিট (Delete) করে দিতে হবে। এখন যেটা করতে হবে রিসাইকেল বিন (Recycle bin) ওপেন করে ctrl+A চেপে সকল কিছু সিলেকশন করে ctrl+D চেপে ডিলিট (Delete) করে দিতে হবে।

সবশেষে কম্পিউটারটি রিস্টার্ট করে চালু করলে আশা করি ভাল গতি পাবেন। আগামীতে আরও নতুন নতুন বিষয় ও প্রশ্ন নিয়ে আপনাদের সাথে দেখা হবে। আপনার সমস্যা আপনি ই-মেইল (shamimecs @yahoo.com or bsagrodoot@gmail.com) করে জানাতে পারেন আমাদের অথবা অগ্রদূত পত্রিকার ঠিকানায় চিঠির মাধ্যমেও জানাতে পারেন।

লেখকঃ বিএসসি ইন কম্পিউটার সায়েন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং
সহকারী পরিচালক, বাংলাদেশ স্কাউটস

সাম্প্রতিক দেশ-বিদেশ

দেশ

০১ জুলাই ২০১৪

জাতীয় সংসদে বাংলাদেশ সাংবাদিক কল্যাণ ট্রাস্ট বিল ২০১৪ পাস।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ৯৩তম প্রতিষ্ঠা বার্ষিকী পালিত।

০৩ জুলাই ২০১৪

দশম জাতীয় সংসদের দ্বিতীয় অধিবেশনের সমাপ্তি।

০৬ জুলাই ২০১৪

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের ৬২তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত।

০৭ জুলাই ২০১৪

আচরণগত সমস্যার প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ড (বিসিবি) জাতীয় দলের অলরাউন্ডার সাকিব আল হাসানকে সকল ধরনের ক্রিকেটে ৬ মাসের জন্য নিষিদ্ধ ঘোষণা করে। একই সাথে ২০১৫ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত তার বিদেশে খেলার অনুমতিও বাতিল করা হয়।

০৮ জুলাই ২০১৪

নেদারল্যান্ডসের দি হেগে অবস্থিত সমুদ্রগামী সংক্রান্ত আর্ন্তজাতিক স্থায়ী সালিশি আদালত (PCA) কর্তৃক প্রদত্ত সমুদ্রগামী বিষয় নিয়ে বাংলাদেশ ও ভারতের বিরোধ নিস্পত্তির রায় আনুষ্ঠানিকভাবে প্রকাশ।

১০ জুলাই ২০১৪

৩৩তম বিসিএসে ৮,১০৫ জনকে চূড়ান্ত নিয়োগ দিয়ে গেজেট প্রকাশ।

বাংলাদেশির সাথে রোহিঙ্গাদের বিবাহ নিষিদ্ধ করে আদেশ জারি করে আইন মন্ত্রণালয়।

১৫ জুলাই ২০১৪

রাজধানীর কৃষি শিক্ষার একমাত্র উচ্চ বিদ্যাপীঠ শেরে বাংলা কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৩তম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী পালিত।

১৭ জুলাই ২০১৪

ভূটানের সাথে মানি লন্ডারিং ও সন্ত্রাসে অর্থায়ন রোধে সমঝোতা স্মারক স্বাক্ষর করে বাংলাদেশ।

২১ জুলাই ২০১৪

প্রথম গার্ল সামিট ২০১৪-তে অংশগ্রহণের জন্য প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ঢাকা ত্যাগ।

২৩ জুলাই ২০১৪

দু'দিনের সফরে ঢাকা আসেন জাতিসংঘ শান্তিরক্ষা বিভাগের আন্ডার সেক্রেটারি জেনারেল হার্ভে লার্ভলুস।

২৫ জুলাই ২০১৪

পবিত্র জুমাতুল বিদা পালিত।

২৬ জুলাই ২০১৪

পবিত্র শব-ই-কদর পালিত।

বিদেশ

০১ জুলাই ২০১৪

পানামার সাথে ভেঙ্গে দেওয়া কূটনৈতিক সম্পর্ক পুনরায় স্থাপনের ঘোষণা দেয় ভেনুজুয়েলা।

০২ জুলাই ২০১৪

চৌগো আনুষ্ঠানিকভাবে কসোভোকে স্বীকৃতি দেয়।

০৩ জুলাই ২০১৪

ইরাকের স্বায়ত্তশাসিত কুর্দিস্তানের প্রেসিডেন্ট মাসুদ বারজানি ঐ অঞ্চলের স্বাধীনতার দাবিতে একটি গণভোট আয়োজনে ঘোষণা দেন।

০৪ জুলাই ২০১৪

যুক্তরাষ্ট্রের ২৩৮তম স্বাধীনতা দিবস পালিত।

ইরাকের সুন্নি বিদ্রোহী গোষ্ঠী ISIL-এর স্বঘোষিত খলিফা আবু বকর আল-বাগদাদি প্রথমবারের মতো ভিডিও প্রকাশের মাধ্যমে প্রকাশ্যে আসেন এবং বিশ্বব্যাপী জিহাদের ডাক দেন।

০৫ জুলাই ২০১৪

মিসরের একটি আদালত মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা মোহাম্মদ বাদিই ও তার ৩৬ সহযোগীকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ডাদেশ প্রদান করে। এছাড়া আরও ১০ জনের মৃত্যুদন্ডের রায় প্রদান করে।

০৬ জুলাই ২০১৪

সেনেগালের নতুন প্রধানমন্ত্রী হিসেবে মোহাম্মদ ডিয়োনির নাম ঘোষণা।

০৭ জুলাই ২০১৪

শরিয়া আদালত ও ফতোয়ার কোনো আইনি বৈধতা নেই বলে রায় দেয় ভারতীয় সুপ্রীম কোর্ট।

০৯ জুলাই ২০১৪

ইন্দোনেশিয়ায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত।

১১ জুলাই ২০১৪

ম্যানিলায় ডেঙ্গু জ্বরের পরীক্ষামূলক টিকা উদ্ভাবন।

১৩ জুলাই ২০১৪

জার্মান ও আর্জেন্টিনার মধ্যে ব্রাজিল বিশ্বকাপ ফুটবল ২০১৪- এর ফাইনাল খেলা অনুষ্ঠিত।

১৬ জুলাই ২০১৪

বসনিয়া যুদ্ধে স্রেব্রেনিৎসা গণহত্যায় নেদারল্যান্ডসকে দোষী সাব্যস্ত করে রায় প্রদান করে সে দেশের একটি আদালত।

সিরিয়ার প্রেসিডেন্ট হিসেবে তৃতীয় মেয়াদে ৭ বছরের জন্য শপথ নেন প্রেসিডেন্ট বাশার আল হাসান।

-তৌফিকা তাহসিন
রেড এন্ড গ্রীণ ওপেন স্কাউটস গ্রুপ, ঢাকা।

অক্টোবর থেকে শুরু আইসিসি'র নতুন FTP

বিশ্বকাপ ফুটবল-২০১৪ টুকিটাকি

স্বাগতিক : ব্রাজিল, সময়কাল : ১২ জুন-১৩ জুলাই, ভেন্যু : ১২টি (১২টি শহরে), বল : ব্রাজুকা, মাসকট : ফুলেকো। চ্যাম্পিয়ন : জার্মানি, রার্নাস আপ : আর্জেন্টিনা, তৃতীয় : নেদারল্যান্ডস, চতুর্থ ব্রাজিল, মোট ম্যাচ : ৬৪, মোট গোল : ১৭১, সর্বোচ্চ গোলদাতা : হামেস রদ্রিগুয়েজ (কলম্বিয়া); ৬টি।

মোট গোল : ১৭১টি যতকথা

ম্যাচ প্রতি গড় গোল: ২.৬৭।
পর্ব অনুযায়ী গোল, গ্রুপ: ১৩৬। দ্বিতীয় রাউন্ড: ১৮, কোয়ার্টার ফাইনাল: ৫। সেমিফাইনাল: ৮। তৃতীয় স্থান নির্ধারণী: ৩। ফাইনাল: ১।
মোট পেলান্টি : ১৩টি, গোল : ১২টি। মিস : ১টি, করিম বেনজেমা (ফ্রান্স)।
মোট গোলদাতা : ১২১ জন, ৬টি : ১ জন, ৫টি : ১ জন, ৪টি : ৩ জন, ৩টি : ৫জন, ২টি : ২২ জন, ১টি : ৮৯ জন (আত্মঘাতী গোলদাতাসহ)।
আত্মঘাতী গোল: ৫টি- মার্সেলা (ব্রাজিল), নোয়েল ভালাদারেস (হন্ডুরাস), সিয়াদ কোলাসিনাচ (বসনিয়া), জন বোয়ো (ঘানা) ও জোসেফ ইয়োবো (নাইজেরিয়া)।
সর্বোচ্চ গোলদাতা : হামেস রদ্রিগুয়েজ (কলম্বিয়া); ৬টি।
সর্বাধিক গোলে সহায়তাকারী: জুয়ান গুইলার্মো কুয়াদ্রাদো (কলম্বিয়া) ও টনি ক্রুস (জার্মানি): ৪টি।
হ্যাটট্রিক: ২টি- টমাস মুলার (জার্মানি), বিপক্ষ পর্তুগাল ও জারদার শাকিরি (সুইজারল্যান্ড), বিপক্ষ হন্ডুরাস।
সর্বাধিক দলীয় গোল : জার্মানি ; ১৮টি
সবচেয়ে কম গোলকরা দেশ : ৩টি- ক্যামেরুন, হন্ডুরাস ও ইরান; ৩টি করে।
সর্বাধিক গোল খাওয়া দেশ : ব্রাজিল ১৪টি।
সবচেয়ে কম গোল খাওয়া দেশ : কোস্টারিকা ২টি।
এক ম্যাচে সর্বাধিক গোল : ৮টি; জার্মানি-৭, ব্রাজিল-১

গোলদাতার রকমফের

দ্রুততম গোলদাতা: ক্লিন্ট ডেম্পসি (যুক্তরাষ্ট্র); বিপক্ষ ঘানা; ২৯ সেকেন্ড।
বয়োজ্যেষ্ঠ গোলদাতা: নোয়েল ভালাদারেস (হন্ডুরাস); ফ্রান্সের পক্ষে আত্মঘাতী গোল; ৩৭ বছর ১ মাস ১২দিন।
সর্বকনিষ্ঠ গোলদাতা: জুলিয়ান গ্রিন (যুক্তরাষ্ট্র); বিপক্ষ বেলজিয়াম; ১৯ বছর ২৫দিন।

সবচেয়ে বেশি (ব্যক্তিগত)

সেভ: টিম হাওয়ার্ড (যুক্তরাষ্ট্র); ২৭টি।
ফাউল করেছে: মারুয়ান ফেলাইনি (বেলজিয়াম); ১৯টি।
ফাউলের শিকার: আরিয়ান রোবেন (নেদারল্যান্ডস); ২৮টি।
হলুদ কার্ড দেখেছেন: থিয়োগো সিলভা (ব্রাজিল); ৩টি।
পাস দিয়েছে: ফিলিপ লাম (জার্মানি) ৬৫১টি।
দ্রুতগতির ফুটবলার: ডায়াস (কোস্টারিকা); ৩৩.৮ কিমি/ঘন্টা।
ম্যান অব দ্য ম্যাচ: লিওনেল মেসি (আর্জেন্টিনা); ৪ বার।

নিয়মের বেড়াজাল

হলুদ কার্ড : ১৮৭টি।
ম্যাচ প্রতি গড় হলুদ কার্ড : ২.৯৭।
লাল কার্ড : ১০টি।
প্রথম হলুদ কার্ড : নেইমার জুনিয়র (ব্রাজিল); বিপক্ষ ক্রোয়েশিয়া।
প্রথম লাল কার্ড : ম্যাক্সি পেরেইরা (উরুগুয়ে); বিপক্ষ কোস্টারিকা।
সর্বাধিক হলুদ কার্ড পাওয়া দল:

ওয়েষ্ট ইন্ডিজ সফরে বাংলাদেশ

তিন ম্যাচের একটি ওয়ানডে সিরিজ ও ২টি টেষ্ট ম্যাচ খেলতে এ মাসে ২০১৪ বাংলাদেশ ক্রিকেট দল ওয়েষ্ট ইন্ডিজের উদ্দেশ্য দেশ ত্যাগ করে।

বাংলাদেশে জিম্বাবুয়ে

অক্টোবর থেকে শুরু হওয়া আইসিসির নতুন FTP অনুযায়ী প্রায় দুই মাসব্যাপী সিরিজ খেলতে ১৭ অক্টোবর ২০১৪ ঢাকায় আসবে জিম্বাবুয়ের ক্রিকেট দল। এটি হবে বাংলাদেশের টেষ্ট ক্রিকেটের ইতিহাসে তৃতীয় তিন টেষ্টের সিরিজং। এর আগে বাংলাদেশ ২০০৩ সালে পাকিস্তান ও ২০০৭ সালে শ্রীলংকার বিপক্ষে বিদেশের মাটিতে তিন ম্যাচের টেষ্ট সিরিজে অংশগ্রহণ করেছে। সে হিসেবে দেশের মাটিতে এটাই হবে বাংলাদেশের প্রথম তিন ম্যাচের টেষ্ট সিরিজ।

ব্রাজিল ১৪টি।

সবচেয়ে কম হলুদ কার্ড পাওয়া দল: পর্তুগাল ২টি।

এক ম্যাচে সর্বাধিক ফাউল: ব্রাজিল-কলম্বিয়া; ৫৪টি।

ম্যাচে সর্বাধিক হলুদ কার্ড: কোস্টারিকা-গ্রিস, ৮টি।

ম্যাচে সর্বাধিক কার্ড: কোস্টারিকা-গ্রিস; ১টি লাল কার্ড ও ৮টি হলুদ কার্ড।

সর্বাধিক কার্ড দেখানো রেফারী: বেন উইলিয়ামস (অষ্ট্রেলিয়া); ১৫টি হলুদ ও ২টি লাল কার্ড।

গোয়েৎজের রেকর্ড

বিশ্বকাপ ফাইনালে বদলি খেলোয়াড় হিসেবে নেমে জয়সূচক গোল করা প্রথম ফুটবলার জার্মানির মারিও গোয়েৎজে। এছাড়াও শিরোপো লড়াইয়ে সবচেয়ে কম বয়সে গোল করার রেকর্ডও গড়েন তিনি।

বিশ্বকাপ রেকর্ড

সর্বাধিক ম্যাচ খেলা দল; ১০৬টি, সর্বাধিক গোল দেয়া হল; ২২৪টি, সর্বাধিক গোল খাওয়া দল; ১২১টি, সর্বোচ্চ গোলদাতা মিরোস্লাভ ক্লোসা; ১৬টি, সর্বাধিক ম্যাচে অংশগ্রহণকারী লোথার ম্যাথুজ; ২৫টি, সর্বাধিক সেমিফাইনালে উত্তীর্ণ দল; ১৩ বার, সর্বাধিক ফাইনলা খেলা দল, ৮ বার।

সর্বোচ্চ গোলদাতা ক্লোসা

বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলাদাতা এখন জার্মানির মরোস্লাভ ক্লোসা। ১৪ গোল নিয়ে ২০১৪ বিশ্বকাপ শুরু করা ক্লোসা এ বিশ্বকাপে করেন আরো ২ গোল। চার বিশ্বকাপে ২৩ ম্যাচে মোট ১৬ গোল করে তিনি এখন বিশ্বকাপ ইতিহাসের সর্বোচ্চ গোলদাতা।

টুর্নামেন্টে সর্বাধিক গোল

২০১৪ ব্রাজিল বিশ্বকাপে গোল হয় ১৭১টি, যা এক টুর্নামেন্টে সর্বাধিক গোলের রেকর্ডকে স্পর্শ করে। এর আগে ১৯৯৮ ফ্রান্স বিশ্বকাপেও ১৭১টি গোল হয়েছিল।

সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড়

বিশ্বকাপ ইতিহাসের সবচেয়ে বয়স্ক খেলোয়াড় হলেন কলম্বিয়ার গোলরক্ষক ফারিদহ মনড্রাগন। ২৪ জুন ২০১৪ তিনি জাপানের বিপক্ষে ৪৩ বছর ৩দিন বয়সে খেলতে নেমে এ রেকর্ড গড়েন। এর আগে এ রেকর্ড ছিল ক্যামেরুনের ট্রাইকার রজার মিলার।

বিদায় ব্রাজিল স্বাগত রাশিয়া

আনন্দ-বেদনা শেষে ব্রাজিলকে বিদায় জানিয়েছে গ্রেটেষ্ট শো অন আর্থ। জার্মানির চতুর্থবারের মতো চ্যাম্পিয়ন হওয়ার মধ্য দিয়ে ব্রাজিলের ঐতিহাসিক মারাকান ষ্টেডিয়ামে পর্দা নামে বিশ্বকাপের ২০তম আসরের। চার বছর পর ২০১৮ সালে ২১তম বিশ্বকাপের আয়োজকের দায়িত্ব পালন করবে আয়তনে পৃথিবীর বৃহত্তম দেশ রাশিয়া। ২০১৮ সালের ৮ জুন -৮ জুলাই অনুষ্ঠিতব্য বিশ্বকাপের একুশতম ঐ আসর হবে পূর্ব ইউরোপে আয়োজিত প্রথম বিশ্বকাপ। রাশিয়া ২০১৮ সালের বিশ্বকাপ আয়োজনের মর্যাদায় অভিষিক্ত হয় ২ ডিসেম্বর ২০১০। ফিফার দুই পর্বের এক ভোটাভুটির মাধ্যমে স্বাগতিক হিসেবে নির্বাচিত হয় রাশিয়া।

দইয়ের উপকারিতা

প্রতিদিন নিয়মিত দই খান আর ওজন কমান !

কারন দই আমাদের রক্তের সেরাম কোলেস্টেরল লেভেল কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এবং ক্যান্সার হওয়া থেকে রক্ষা করে। সাধারণত দইকে আমরা খুবই উপাদেয় এবং পুষ্টিকর খাবার হিসাবে চিনি। দুগ্ধ জাতীয় খাবারের মধ্যে একমাত্র দই আপনাকে দেবে ক্যালসিয়াম এবং প্রোটিনের অফুরন্ত পুষ্টি যোগান। কিন্তু সুস্বাস্থ্য ধরে রাখতে এবং ওজন কমাতে দইয়ের অনন্য ভূমিকার কথা আমরা যদি জানতাম তাহলে প্রতিদিন অন্তত এক বাটি করে দই অনায়াসে সাবার করে ফেলতাম। মেদ কমাতে দইয়ের ভূমিকা বর্তমান যুগে বিজ্ঞানসম্মত ভাবে প্রমাণিত, বিশেষ করে পেটের মেদ কমাতে এটি সবচেয়ে বেশি কার্যকরী অর্থাৎ রক্তের সেরাম কোলেস্টেরল লেভেল কমাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

ভুঁড়ি বিহীন সুন্দর পেটের জন্য দই

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব তিনিসি এর গবেষক প্রফেসর মাইকেল এর মতে, আপনি প্রতিদিন আড়াইশ গ্রাম দই খেতে পারলে এক মাসের মধ্যে কোমড়ের মাপ এক ইঞ্চি কমিয়ে ফেলতে পারবেন। গবেষণায় আরো দেখা গেছে যারা ডায়েট কন্ট্রোল করেন তাদের তুলনায় যারা নিয়মিত দই খান তাদের ২২% পুরো শরীরের ওজন এবং পেটের মেদ ৮১% বেশি কমে যায়! সত্যিই অবাক করা তাই না?

যাদের ওজন বেশি তাদের শরীরের ফ্যাট কোষ থেকে কর্টিসল নামক একটি হরমোন তৈরী হয়। এটি কোমড় এবং পেটের চারপাশে আরো ফ্যাট জমতে উদ্বুদ্ধ করে। দইয়ে আছে প্রচুর পরিমাণ ক্যালসিয়াম, যা কর্টিসল তৈরী হতে বাধা দেয়। এর অ্যামিনো এসিড ফ্যাট বার্ণ করে আপনার শরীরের ওজন কমাতে যুগান্তকারী ভূমিকা পালন করে।

এ ছাড়া যারা দুধের ল্যাক্টোজ হজম করতে পারেন না তারা দই খেতে পারেন কারন তারা সহজে দইকে হজম করতে পারবেন।

দই

এছাড়া আপনি দইয়ের মধ্যে পাচ্ছেন প্রচুর পরিমাণ ভিটামিন এবং মিনারেল যেমন ফসফরাস, পটাসিয়াম, রিবোফ্লাভিন, ভিটামিন বি৫, বি১২ সহ আরো অনেক অত্যাবশ্যকীয় উপাদান, যেগুলো অন্যান্য খাবার থেকে পেতে হলে আপনাকে প্রচুর পরিমান ক্যালরি গ্রহন করতে হতো। কিন্তু দইয়ে এসবই আপনি পাচ্ছেন অনেক কম ক্যালরি গ্রহণ করে।

তাহলে আর দেরি কেন? এক্ষুনি ঘরে নিজে নিজে দই বানিয়ে ফ্রিজে রেখে খেতে পারেন।

দইয়ের উপকারিতা

(১) দইতে ল্যাকটিক অ্যাসিড থাকার কারণে এটি কোষ্ঠকাঠিন্য, ডায়রিয়া ও কোলন ক্যান্সার কমায়। (২) দই হজমে সহায়তা করে। (৩) টক দইতে ক্যালসিয়াম ও ভিটামিন 'ডি' আছে যা হাঁড় ও দাঁতের গঠন ঠিক রাখতে ও মজবুত করতে সাহায্য করে। (৪) কম ফ্যাটযুক্ত টক দই রক্তের ক্ষতিকর কোলেস্টেরল 'এলডিএল' কমায়। (৫) দইয়ের আমিষ দুধের চেয়ে সহজে ও কম সময়ে হজম হয়। তাই যাদের দুধের হজমে সমস্যা তারা দুধের পরিবর্তে এটি খেতে পারেন। (৬) টক দই রক্ত পরিশোধন করতে সাহায্য করে। (৭) উচ্চ রক্তচাপের রোগীরা নিয়মিত টক দই খেয়ে রক্ত চাপ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। (৮) ডায়বেটিস, হার্টের অসুখের রোগীরা নিয়মিত টক দই খেয়ে এসব অসুখ নিয়ন্ত্রণে রাখতে পারেন। (৯) টক দই শরীরে টক্সিন জমতে বাধা দেয়। তাই অন্ত্রনালী পরিষ্কার রেখে শরীরকে সুস্থ রাখে ও বুড়িয়ে যাওয়া বা অকাল বার্ধক্য রোধ করে। শরীরে টক্সিন কমার কারণে ত্বকের সৌন্দর্যও বৃদ্ধি পায়।

(১০)ওজন কমাতে কম ফ্যাটযুক্ত ও চিনি ছাড়া টক দই খেতে পারেন।

-অগ্রদূত ডেস্ক

বিজ্ঞানের সেরা আবিষ্কার

আরেক পৃথিবী

ছয়শ আলোকবর্ষ দূরে কেপলার- ২২ বি নামের পৃথিবীর মত আর একটি গ্রহের সন্ধান পেয়েছেন নাসার বিজ্ঞানীরা। কেপলার স্পেস টেলিস্কোপ পরিচালনার সাথে জড়িত জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা গ্রহটি আবিস্কারের ঘোষণা দেন। কেপলার- ২২ বি নামের গ্রহটি পৃথিবীর মতোই বাসযোগ্য বলে ধারণা করেছেন বিজ্ঞানরিা। আয়তনে গ্রহটি পৃথিবীর চেয়ে ২ দশমিক ৪ গুণ বড় ও এর গড় তাপমাত্রা প্রায় ২২ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড। যা পৃথিবীর নাতিশীতোষ্ণ মন্ডলের বসন্তকালের তাপমাত্রার মতোই। সূর্যের মতো একটা নক্ষত্রকে ঘিরে অনেকদিন ঘুরে চলেছে।

ই-মানিব্যাগ

বর্তমান বিশ্বের নানারকম প্রযুক্তি আবিস্কার বিজ্ঞানের অবদানের শেষ নেই। এই প্রযুক্তির যুগে নতুন আরেকটি দিগন্ত ই-মানিব্যাগ। ম্যাসাচুসেটস ইনষ্টিটিউট অফ টেকনোলজির গবেষকরা এমন এক ধরনের ওয়ালেট বা মানিব্যাগ আবিস্কার করেছেন যা খরচ কমাতে সাহায্য করবে। যখন ওয়ালেটে টাকার পরিমাণ কমে যাবে তখন এর কব্জা নিজে থেকেই আটকে যাবে এবং ওয়ালেট ভর্তি টাকা থাকলে তা স্বাভাবিক আচরণ করবে। অর্থসঙ্কটের সময় ছাড়কিপটের মতো আচরণে সক্ষম এই ওয়ালেটকে গবেষকরা নাম দিয়েছেন প্রোভার্বিয়াল ওয়ালেট। এ ওয়ালেটের সাথে বুটুথ ডিভাইস যুক্ত রয়েছে। মোবাইল ফোন থেকে এ ওয়ালেটের প্রোগ্রাম আগে থেকেই ঠিক করে রাখা যায়। ওয়ালেটের কব্জা নিয়ন্ত্রণের জন্য এ ওয়ালেটের সাথে একটি চিপ জুড়ে দেওয়া হয়েছে। ব্যাংক থেকে অর্থ লেনদেনের সময় এই ই-মানিব্যাগ ভাইব্রেট মোডে সংকেত দেবে এবং কোনো জুয়োচুরি থেকে বাঁচাতে এটি সতর্কও করে দেবে।

ক্ষুদ্রতম মাইক্রোফোন

০.০৫ ন্যানোমিটার আকৃতির এক মাইক্রোফোন তৈরি করেছেন ইরানের গবেষক আজিজুল্লাহ গানজি। এ মাইক্রোফোনটিকে বিশ্বের ক্ষুদ্রতম মাইক্রোফোন বলা যায়। এ মাইক্রোফোনটি চিকিৎসাক্ষেত্রে অদৃশ্য হেয়ারিং এইড হিসেবে ব্যবহার করা যাবে। এছাড়াও পানির নিচে আল্ট্রসাউন্ড ও শব্দ তরঙ্গ ধরার ও হার্টের সমস্যায় হার্টবিটের শব্দ শোনার কাজেও এ ডিভাইসটি ব্যবহার করা যাবে। কম খরচে তৈরি এ ডিভাইসটি খালি চোখে দেখা যায় না।

দ্রুতগতির ট্রেন

বর্তমান বিশ্বে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি ক্ষেত্রে তড়িৎ গতিতে এগিয়ে চলছে চীন। দেশটি একটি ট্রেন পরীক্ষামূলকভাবে চালু করেছে। যার গতি ঘন্টায় ৫০০ কিলোমিটার। দেশটির সিএসআর কর্পোরেশন লিমিটেড নামক ট্রেন নির্মাতা প্রতিষ্ঠান এ ট্রেন তৈরি করেছে। চীনের প্রাচীন তরবারির আদলে তৈরি এ বুলেট গতি সম্পন্ন ট্রেনেব ছয়টি বগি ও হাজরাখানেক আসন রয়েছে। ট্রেনটির বডি নির্মাণ করা হয়েছে কার্বন ফাইবার দিয়ে। এর আগে বিশ্বের ২য় অর্থনৈতিক শক্তির এ দেশটি ৩০০ কিলোমিটার বেগের বুলেট ট্রেন ছুটিয়ে বিশ্বরেকর্ড করেছিল।

উভচর যান

তৃতীয় বিশ্বের অন্যতম প্রযুক্তি সমৃদ্ধ চীন উদ্ভাবনী প্রতিভায় নতুন আবিস্কার করেছেন উভচর যান। যা পানি এবং রাস্তায় উভয় স্থানেই সমান গতিতে চলতে পারবে। শুধু তাই নয়, বালি ও বরফের পুরু আস্তরণেও এ যান চলতে পারবে। চীনের ইউহান ঝাং নামের ২১ বছর বয়স্ক যুবক অ্যাকুয়া কার নামক এ উভয়চর যানটি তৈরি করেছেন।

গাড়িটি ঘন্টায় ৬২ মাইল বেগে জল, রাস্তা, বালু বরফ প্রভৃতি স্থানে চলতে পারবে। ভক্সওয়াগন কোম্পানীর জন্য নির্মিত এ অ্যাকুয়া কার গাড়িতে চারটি ফ্যান এবং এয়ারব্যাগ থাকবে যা পানিতে ভাসিয়ে রাখতে সাহায্য করবে। এছাড়াও এই পরিবেশ বান্ধব গাড়িটিতে আছে ইকো-ফ্রেন্ডলি মোটর। এ মোটরে আছে হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল, যা থেকে কার্বন নির্গত হয় না।

চিত্র-বিচিত্র

পৃথিবীতে প্রতিনিয়ত পরিবর্তন হচ্ছে। বিস্ময়কর পৃথিবীতে নতুন নতুন ঘটনার জন্ম দিচ্ছে সৃষ্টির সেরা জীব মানুষ। তেমনি কিছু সাড়া জাগানো সাম্প্রতিক ঘটনা নিয়ে এই আয়োজন.....

গিনেস বুকে বাংলাদেশ

ক্রীড়াক্ষেত্রে নৈপুন্য প্রদর্শনের ক্ষেত্রে ইতিহাসে দ্বিতীয় বাংলাদেশি হিসেবে গিনেস বুকে নাম উঠলো মাগুরার আব্দুল হালিমের। মালয়েশিয়ার ইমিং লো ১১.১২৯ কিলোমিটারের রেকর্ডটি ভেঙ্গেছেন বাংলাদেশের হালিম। মাথায় বল নিয়ে টানা ১৫.২ কিলোমিটার হেটে দেশকে বিরল এই সম্মান এনে দিয়েছেন তিনি। ২৩ জানুয়ারি ২০১২ গিনেস বুকের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে লেখা হয়েছে হালিমের নাম। বঙ্গবন্ধু জাতীয় ষ্টেডিয়ামের অ্যাথলেটিক্স ট্রাকে মোট ৩৮ ল্যাপ বল মাথায় রেখে অবিরাম হেটে গেছেন তিনি।

বিশ্বের কম উচ্চতার জমজ

আমেরিকতার অধিবাসী গ্রেণ রাইস এবং জন নামের সহোদর দুই ভাই সর্ব নিম্ন উচ্চতার যমজ হিসেবে বিশ্বে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করে নিয়েছে।কেননা এরাই হচ্ছে পৃথিবীর প্রথম সর্বনিম্ন উচ্চতার যমজ ব্যক্তিত্ব। ৩ ডিসেম্বর ১৯৫১ সালে তাদের জন্ম হয়। তবে তাদের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল তারা উভয়েই একই উচ্চতার অধিকারী। তাদের কারও উচ্চতায়ই সামান্যতম তারতম্য নেই। এই দুই বিখ্যাত ব্যক্তির উচ্চতা পরিমাপ করে দেখা গিয়েছিল- তারা উভয়েই ৮৬.৩ সেন্টিমিটার বা দুই ফুট দশ ইঞ্চি উচ্চতার অধিকারী। এ বিশেষ বৈশিষ্ট্যের জন্য ২০০৪ সালের গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকডর্স বুকে তাদের নামটি অর্ন্তভুক্ত করা হয়েছিল।

বৃহত্তর চকোলেট বার

ওয়ার্ল্ডস ফাইনেষ্ট চকোলেট কোম্পানির কর্মী ও অতিথিরা ১২,১৯০ পাউন্ড ওজনের চকোলেট বার তৈরি করে বিশ্ববাসীকে তাক লাগিয়ে দিয়েছে। গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে উঠে এসেছে প্রায় ৩ ফুট উঁচু এবং ২১ ফুট লম্বা এ চকোলেট বারটি।

বিশ্রী মুখভঙ্গির রেকর্ড

জগতের সবচেয়ে বিশ্রী মুখভঙ্গি প্রদর্শন করে গিনেস বুকে নাম লেখালেন চীনের ট্যাং সুকুয়ান। বয়স ৪৩ বছর। বাড়ি চীনের সিচুখান প্রদেশের চেংডু সিটিতে। সাত বছর বয়স থেকে ট্যাং বিকৃত মুখভঙ্গির চর্চা শুরু করেন। মুখমন্ডল ভাজ করে তিনি এমন আকৃতি তৈরি করেন যে, কেউ প্রথম দেখলেই হয় ভয় পাবে, না হয় ধরেই নিবে সে একজন প্রতিবন্ধী। যথাযথ অনুশীলনের মাধ্যমে তিনি মুখমন্ডল কুঁচকানোর কৌশল রপ্ত করেছেন।

সর্ববৃহৎ নাগরদোলা

বিশ্বের সর্ববৃহৎ নাগরদোলা তৈরি হচ্ছে যুক্তরাষ্ট্রের নিউইয়র্কে। ৬২৫ ফুট বা ১৯০ মিটার উঁচু এই নাগরদোলাটি নিউইয়র্কের ষ্ট্যাটেন আইল্যান্ডে নির্মিত হবে। এটিতে একসঙ্গে ১ হাজার ৪শ ৪৩ জন চড়তে পারবে। ২০১৫ সালে পূর্ণাঙ্গভাবে এটি চালু করা হবে। বর্তমানে সিঙ্গাপুরের ফ্লাইয়ার বিশ্বের সর্ববৃহৎ নাগরদোলা।

কম উচ্চতার গাড়ি

জাপানের আসাকুচি নগরীর ওকায়ামা স্যানিও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের অটোমোবাইল ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীরা মিলে তৈরি করেছেন বিশ্বের সবচেয়ে কম উচ্চতার গাড়ি। তারা গাড়িটির নাম দিয়েছেন মিরাই। মিরাই শব্দের অর্থ ভবিষ্যৎ। এটির উচ্চতা মাত্র ৪৫.২ সেন্টিমিটার বা ১৭.৭৯ ইঞ্চি। ২০১৩ সালের গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে গাড়িটি স্থান করে নিবে বলে আশা করে হচ্ছে এর আগে বিশ্বের সবচেয়ে কম উচ্চতার গাড়ির রেকর্ড ছিল ব্রিটেনের এন্ডি সন্ডার্স নামক ব্যক্তির ২১ ইঞ্চির ফ্লাট আউট নামের গাড়িটির।

দৈত্যাকৃতি পিনাতা

ফিল্মে এক্সটা হিসেবে কাজ করেন এমন এক দল মানুষ পৃথিবীর বৃহত্তম পিনাতা বানিয়ে গিনেস ওয়ার্ল্ড রেকর্ডসে নাম উটিয়েছেন। ফিলাডেলফিয়ায় এই দৈত্যাকৃতি পিনাতা তৈরি হয়েছে প্রায় ৮ হাজার চকোলেট দিয়ে। একটি উৎসবের জন্য তৈরি প্রায় ৬০ ফুট উচু ও ৬১ ফুট প্রসস্ত এই পিনাতাটির অবয়ব ছিল সত্যিই চমকপ্রদ।

প্রবীণ সাইকেল চালক

ফ্রান্সের রবার্ট মার্চান্ড বিশ্বের প্রবীণ সাইকেল চালক হিসেবে সর্বোচ্চ রেকর্ডটি গড়েছেন। তার বয়স ১০০ বছর। সাইকেল চালিয়ে ১০০ কিলোমিটার পথ পাড়ি দিতে তার সময় লেগেছে ৪ ঘন্টা ১৭ মিনিট ২৭ সেকেন্ড।

সবচেয়ে দামি সুগন্ধী

নাম্বার ওয়ান ইম্পেরিয়ান ম্যাজেষ্টি এখন পৃথিবীর সবচেয়ে দামি সুগন্ধী হিসেবে গিনেস বুকে নাম তুলে নিয়েছে। শুধু তাই নয় ৫০০ মিলি এই সুগন্ধীর বোতলে খাজ কেটে বসানো হয়েছে সলিড গোল্ড। আর তাই এর একটি বোতলের দাম প্রায় ১ কোটি ৮০ লাখ টাকা।

ফেলোশীপ পাতা

যারা নিজের দেশ থেকে বিতারিত হয় সেই সব উদবাস্তু বা রিফিউজিদের শিশুরাও চায় অন্যান্য শিশুদের মতো লেখা-পড়া, খেলা-ধুলা করতে। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় হলো তারা সকল সময় সেই পরিবেশ পায় না। তাদের লেখা-পড়ার বই, খাতা, পেন্সিল ইত্যাদি জোটে না খেলা করার জন্য পায় না খেলনা। তাই তাদের মনে একটা চাপা ক্ষোভ থেকেই যায়। এ বিষয় UNHCR (ইউনাইটেড নেশনস হাই কমিশনারস ফর রিফিউজি) তাদের অস্থায়ী বাসস্থান থাকা খাওয়ার ব্যবস্থা করছে।

উক্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি ইন্টারন্যাশনাল স্কাউট ও গাইড ফেলোশীপ (ISGF) এর দৃষ্টি আকর্ষিত হয়েছে। এই সমস্ত শিশুর সংখ্যা ১২,০০০,০০০ (বার লক্ষ)। তাদের প্রত্যেককে অন্ততঃ ১টি করে খেলনা,

পুতুল, বল ইত্যাদি দেওয়ার লক্ষ্যে UNHCR-ISGF এর মাঝে একটি চুক্তি সম্পাদিত হয়। এই চুক্তির অংশ হিসেবে Bangladesh Scouts and Guide Fellowship (BSGF) ৩০০০ (তিন হাজার) পুতুল ও খেলনা UNHCR বাংলাদেশে নিযুক্ত Representative এর নিকট হস্তান্তর করে এবং পরবর্তীকালে বাংলাদেশের রোহিঙ্গা শিশুদের মাঝে তা বিতরণ করা হয়।

জাতীয় স্কাউট ভবনে গত ১২ জুলাই ২০১৪ তারিখে আনুষ্ঠানিকভাবে ঐসব খেলনা হস্তান্তর করা হয়।

খবর ঃ আব্দুল খালেক
সেক্রেটারী
বাংলাদেশ স্কাউট ও গাইড ফেলোশীপ

বিজ্ঞপ্তি

বাংলাদেশ টেলিভিশনে 'অগ্রদূত অনুষ্ঠান'

বাংলাদেশ টেলিভিশনে প্রতিমাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার নিয়মিতভাবে স্কাউটিং বিষয়ক অনুষ্ঠান 'অগ্রদূত' সম্প্রচারিত হচ্ছে। কাব, স্কাউট ও রোভারদের অংশগ্রহণে এ অনুষ্ঠানটি তৈরি করা হয়। যে কোন ইউনিট অগ্রদূত অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে।

নাচ, গান, আবৃত্তি, অভিনয় ইত্যাদি বিষয়ে পারদর্শী ইউনিটগুলোর বাংলাদেশ স্কাউটস-এর জাতীয় সদর দপ্তর, ৬০ আঞ্জুমান মুফিদুল ইসলাম রোড, কাকরাইল, ঢাকা-এই ঠিকানায় যোগাযোগ করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করতে পারে। তবে মানসম্মত বিষয় বিবেচনা করে অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সুযোগ দেয়া হবে।

দলীয় বিষয়কে প্রাধান্য দেয়া হবে। অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণের সমুদয় খরচ নিজ নিজ ইউনিট থেকে বহন করতে হবে।

প্রতি মাসের প্রথম ও তৃতীয় বুধবার বেলা ১২.১০ মিনিটে বাংলাদেশ টেলিভিশনে অনুষ্ঠানটি সম্প্রচার করা হয়।

বাংলাদেশ টেলিভিশনে স্কাউটিং-এর ভাবমূর্তি আরো উজ্জ্বল করার সম্মিলিত প্রয়াসই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

সম্পাদক

জানা-অজানা

মানব ব্যাংক

আমরা শখ করে ধাতব মুদ্রা বা কয়েন জমাই। মাটির ব্যাংকে গাদা গাদা কয়েনে ভর্তি হয়ে ওঠে। কিন্তু পেটের মধ্যেই কয়েন জমানো ভারতের ছত্তিশগড়ের কালেশ্বর সিং নামে এক ব্যক্তির পেটে অস্ত্রোপচার করে পাওয়া গেছে ৪২১ টি কয়েন। সাথে পাওয়া গেছে নাট-বল্টু ও লোহার তিনটি দণ্ড। মানসিক সমস্যায় ভোগার কারণে তিনি এই কয়েন খেয়ে ফেলেছিলেন। প্রচন্ড পেট ব্যাথার কারণে অস্ত্রোপচার করে চিকিৎসকরা অবশ্য রোগীর পেট থেকে ওইসব ধাতবমুদ্রার কয়েনসহ নাট-বল্টু বের করে ফেলেছেন।

বেটে পরিবার

পৃথিবীতে আশ্চর্য অনেক কিছুই দেখা যায়। যা দেখে আমরা অবাক হই-আবার উচ্ছাসিতও হই। তেমনি অবাক হতে হয় হ্যারি পটার চলচ্চিত্রের আলোচিত কমেডি তারকা ডেভিস ও তার পরিবারকে দেখে। কারণ শুধুমাত্র ডেভিসই নয় তার পুরো পরিবার অর্থাৎ বউ, ছেলে মেয়েও বেটে মানে তারা একটা বেটে পরিবার। তবে এটা নিয়ে ডেভিস ও তার পরিবারের কোনো সংশয় বা দুঃখবোধ নেই। বিশ্বের এই বেটে পরিবারের কর্তা ডেভিস নিজেই জানান যদি কখনও পুনজন্ম হয় তবে সে জন্মেও আমরা বেটে হয়ে জন্মাব। ডেভিস ও তার পরিবারের সদস্যরা কেউই চার ফুটের উর্ধ্বে নন।

গিটারের নৌকা

একটি গানের ভিডিও ধারণ করার জন্য আকর্ষণীয় একটি গিটার তৈরি করা হয়েছিল। জন পেইক তার জনপ্রিয় গাডন মেক ইউ হ্যাপির ভিডিও তৈরি করেন এ গিটার নৌকাটি ব্যবহার করে। কাঠের তৈরি নৌযানটি দেখতে অবিকল গিটারের মত হলেও বাদ্য হিসেবে এটা একেবারে অকাজের। একসঙ্গে তিনজন লোক এটাতে ভ্রমণ করতে পারবে। চলাচলের জন্য বৈঠার বদলে এটাতে ইঞ্জিন ব্যবহার করা হয়। বর্তমানে অস্ট্রেলিয়ান ন্যাশনাল মেরিটাইম মিউজিয়ামে এ গিটার নৌকাটি সংরক্ষিত আছে।

ক্ষুদ্রতম ত্রিমাত্রিক বিশ্ব মানচিত্র

বিশ্বের ক্ষুদ্রতম ত্রিমাত্রিক বিশ্ব মানচিত্র তৈরি করেছেন আইবিএম কোম্পানি। ন্যানো-ওয়ার্ল্ড নামের এ মানচিত্রটি গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ডস সংস্থা গ্রহণ করেছে। এ বিশ্ব মানচিত্রের আয়তন এতই ক্ষুদ্র যে, এক হাজার সমান হবে। জুরিখে কর্মরত বিজ্ঞানীদের মানচিত্রটি তৈরি করতে সময় লেগেছে মাত্র ২ মিনিট ২৩ সেকেন্ড।

বিক্রি হবে পুরো শহর

জমি কিংবা বাড়ি নয়, পুরো একটি শহর বিক্রি হবে। শুনতে অবাক লাগলেও এরকম একটি ঘোষাণাই দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের মন্টানা শহরের মেয়র বারবারা ওয়াকার। পাঁচ একর আয়তনের শহরটি মাত্র ১৪ লাখ টাকায় বিক্রির ঘোষণা দিয়েছেন তিনি! কেন বিক্রি হচ্ছে শহরটি, কারণটা বুঝতে অসুবিধা হবে না যখন জানবেন শহরের মোট জনসংখ্যা মাত্র ৬৮১ জন। শহরে গুরুত্বপূর্ণ সম্পদের মধ্যে আছে একটি পার্ক, একটি জেনারেল ষ্টোর এবং একটি ডাকঘরসহ অনেক ভবন। শহরের ক্রেতাই হবে এসবের মালিক। অর্থ থাকলে যে কেউ কিনে নিতে পারেন শহরটি।

ডিম ছাড়া মুরগির বাচ্চা

শ্রীলঙ্কার উভা প্রদেশের বাদুল্লা জেলার ওয়েলিমাদা এলাকায় এক মুরগি ডিম না পেড়ে সরাসরি বাচ্চার জন্ম দিয়েছে। বাচ্চাটি বাচলেও প্রাণ গেছে বেচারি মুরগির। সাধারণত মুরগি ডিম পাড়ার পর ২১ দিন পর্যন্ত তা দিয়ে বা ইনকিউবেটরে রেখে বাচ্চা ফুটাতে হয়। কিন্তু এ ক্ষেত্রে ডিমটি ২১ দিন মুরগির পেটের ভেতরের উষ্ণতায় থেকেই বাচ্চা ফুটেছে।

পাহাড়ে বা উঁচু স্থানে ওঠা কষ্ট কিন্তু নিচে নামা সহজ কেন?

উপরে উঠতে মাধ্যাকর্ষণ বলের বিপরীতে নিজেদের শরীরের ভার তুলতে হয়, শরীরের পেশীসমূহকে বেশি কাজ করতে হয় এবং হৃদপিন্ড থেকে কার্বন ডাই-অক্সাইড বের করে অক্সিজেন পূরণের জন্য ফুসফুসকেও বেশি পরিশ্রম করতে হয় বলে তা বেশ কষ্টসাধ্য। কিন্তু নামার ক্ষেত্রে বিপরীত অবস্থার কারণে তা সহজ।

- সালেহীন সিরাত

বাণী

হঠাৎ করে ধনী হওয়ার আশা করো না। বড় কিছু পাওয়ার জন্য ছোট দিয়েই শুরু করতে হবে। -বিপি

বিপির মন্ত্র

মোঃ জসীম উদ্দিন (বাপ্পী)

এই স্কাউটের জীবনে
ঠিক যতটুকু শ্রদ্ধা ছিল
এর সবটুকুই দিলাম তোমায়
বিপি
তুমি মহান
তুমি স্কাউটস তারুন্যের প্রাণ
তোমার মন্ত্রে উজ্জীবিত হই
হিন্দু-মুসলিম-বৌদ্ধ-খ্রীস্টান
জাত বেজাত ভুলে
বন্ধু হই সবাই মিলে
অনুগত ও বিনয়ী হই যখন দাড়াই গুরুজনদের দলে
মিলে মিশে থাকি প্রফুল্লে
যখন থাকি, স্কাউটস দলে
থাকি আত্মসচেতন ও বিশ্বাসী
যখন দেখি সমাজ অবহেলিত
তখন, জাগ্রত হয় নিজের মধ্যে
স্কাউট রাশি রাশি ।
অদম্য ও বিপর্যস্ত পরিবেশেও
থাকি সকল জীবের প্রতি সদয়
মিত্যব্যয়ী হিসেবে দেই পরিচয়
যখন থাকে আশে পাশে বেশী অপচয়
স্কাউট হিসেবে করি কাজ
দেশকে রাখি নির্ভয় আর
জীবনের প্রতিকূল পরিবেশেও
বিপির মন্ত্রকে রাখি নিজের মধ্যে
তা হতে পারে, কথা, কাজেও চিন্তায়

ইয়াদআলীর ঈদের ছুটি

শাহী সবুর

ইয়াদআলী হাওলাদার-ভোলা জেলায় বাড়ি তার
রিকসা চালায় ঢাকা শহর থেকে,
ঈদের ছুটি বাড়ি যাবে-আপনজনা কাছে পাবে
দিন কাটে তার বুকে স্বপন একে ।
মিলছে এবার ঈদের ছুটি-চলছে সবাই দলে জুটি
যানবাহনের টিকেট তো না মেলে,
লঞ্চে ওঠে দলে দলে-কেউ বা আবার বাসে চলে
অনেক জনায় যাচ্ছে বাড়ি রেলে ।
যানজটের এই শহর ছাড়ি-ইয়াদআলী যাচ্ছে বাড়ি
ঈদ কাঁটাবে আপন জনার সাথে,
করছে সকল কেনা কাটা-সেমাই চিনি ময়দা আটা
সদর ঘাটে এল সন্ধ্যা রাতে ।
ভোলাগামী লঞ্চ গুলিতে-জায়গা নেই আর তিল তুলিতে
তবুও সবার যেতে হবে বাড়ি,
দালাল বলে এ কিছু নয়-জলদি উঠুন লঞ্চ চলে যায়
ভরা লঞ্চে ইয়াদ দিল পাড়ি ।
অতিরিক্ত যাত্রী তুলে-লঞ্চ চলেছে হেলে দুলে
আকাশ গেল কালো মেঘে ছেয়ে,
ঝড় ছেড়ে দেয় গভীররাতে-লঞ্চে পানি উঠল তাতে
ডুবল সে লঞ্চ গভীর তলে যেয়ে ।
হাজার কণ্ঠে উঠল ধ্বনি-বাঁচাও মাওলা কাদের গনি
আর্ত্তনাদে বাতাস হল ভারি,
গভীর নদীর ভরা জলে- সাঁতার কাটার চেষ্টা চলে
প্রাণ হারালো সকল পুরুষ নারী ।
নদী পথে দিয়ে বাড়ি-ইয়াদআলী যায়নি বাড়ি
আপনজনা পথ চেয়ে তার কাঁদে,
অতিরিক্ত যাত্রী হয়ে-জীবন মালের ঝুকি লয়ে
কেউ পড়ো না দালাল দলের ফাঁদে ।।

॥ পূর্ব প্রকাশের পর ॥

খেয়ানৌকা, পিছনে মেরামতের জন্য রাখা বড় জাহাজ। আর সামনে ডিটেলে ছবি আঁকার জন্য ইট নূরির খ-, ছোট ছোট আছড়ে পড়া নদীর ঢেউয়ের একটি কম্পোজিশন। ছবি আঁকা শেষ হলে মনে হয় এ তো বুড়িগঙ্গার দৃশ্য না, এ যেন সমুদ্রের পাড়। জাহাজটা এজন্য বাড়তি সুবিধা। বাচ্চাদের মুখেও শোনা যায় আর্টিস্ট এর পটুত্বের গুণগান।

'কী সুন্দর দৃশ্য হইছে'।

'এই জায়গাডা কী রকম ময়লা, আর ব্যাডার ছবিতে কী সুন্দর'।

'হ ইটগুলো কী সুন্দর কমলা রঙের, ঐডার চাইয়াও ভালা'।

'নৌকাডা ভালো ফুটছে'।

'লচটাও ভালো আঁকছে'।

ছেলেগুলো এভাবে বলবেই কেননা ছবি হয়েছে সাধারণ জায়গার অসাধারণ ছবি। ছবিতে একটি বিষয়ের সাথে অন্যটির সামঞ্জস্যতা আছে। নদী-নৌকা যেমন সামঞ্জস্যতা। তেমনি যত বেশি পরিবেশের সামঞ্জস্যতা থাকে ছবির আবেদন ততো বাড়বে। একাডেমিক মনোভাবে ছবি আঁকলে ছবিতে ভাব-ব্যাঞ্জনায় নিজেস্ব স্টাইল তৈরি করতে ব্যর্থ হতে হয়। কেননা শিল্পী যত দেখবে, যত আঁকবে ততো তার কৌশল সৃষ্টি হবে, স্টাইল তৈরি হবে ছবির। চারপাশের কোলাহল রেখে একটি বিষয়কে নির্ধারণ করা, কিংবা কাগজের স্পেস ছেড়ে দেওয়া নিজস্ব স্টাইলের অংশ। এরকম ঘিঞ্জি একটা পরিবেশের এভাবে সুন্দর একটা দৃশ্য হতে পারে তা ভাবে না কেউ। অথচ প্রতিনিয়ত জায়গাটা সচল। শিল্পী তার শিল্পসত্ত্বা দিয়ে নির্দিষ্ট বিষয় ফুটিয়ে তোলেন। এক্ষেত্রে কম্পোজিশন সেন্স যার যত বেশি সে ততো সুন্দর ছবি উপস্থাপন করতে পারে। বিষয় নির্বাচন করাও শিল্পীর একটা বড় গুণ।

শরীরটা ভালো না থাকায় নবান্ন বারবার উঠে দাঁড়ায়, গায়ে মোচর মারে। দুপুরবেলা নবান্নের কাছে লোকজন একেবারে যায় না, একা একা আঁকে। মাঝেমাঝে দু-একজন ঢুঁ মেরে চলে যায়। পটু দুপুরবেলা আসে না, আসে বিকেলবেলা। সকালবেলা থেকেই এই চর মিরেরবাগের ফাঁকা ডকটিতে নুতন করে আর একটি লাইন তৈরি করায় নেমে গেছে লোকজন। একটা লাইন আছে আর একটি লাইন তৈরি শুরু করেছে। এভাবেই দখল হয় নদীপার। নতুন করে ঘাট তৈরি করতে ব্যস্ত জনা বিশেক শ্রমিক। গজারি গাছ সারি সারি করে পানির মধ্যে দিয়ে মাটিতে পুঁতছে। দশ বারোজন শ্রমিক বোল দেয়। একটা লোহার স্তম্ভ চিকন রডের সাহায্যে দড়ি টেনে দ্রুত ছেড়ে দেয়। যা চিকন গজারি গাছের মাথায় আঘাত করে। আঘাতে আঘাতে মাথার চিকন অংশটি ঢুকতে থাকে মাটিতে। গাছের গোড়ার দিকটা একটু মোটা যা ওপরের দিকে থাকে। ১৫ ফিটের মতো গাছটির অর্ধেকের পরিমাণ মাটিতে পুঁতে। ওপরের অংশটিতে বেড়া তৈরি করবে টিন দিয়ে। তারপর সেচ দিয়ে মাটি খনন পূর্বক জাহাজ ওঠানোর লাইনটি তৈরি করবে। একজনে নদীর পাড়ে বসে গাছের চিকন অংশটি সুঁচালো করে দেয় এবং গজারি গাছের বাকল ছেঁটে দেয়। দুটি গাছ দিয়ে মই এর মতো তৈরি করে। এর ওপর থেকে একটা চরকার মধ্যে দিয়ে কাছি ফেলে রাখে। কাছির একটি অংশে ভারী লোহার স্তম্ভটি বাঁধা থাকে। প্রায় ৪০কেজি ওজনের লোহার স্তম্ভটি রডের মধ্যে ঢুকানো থাকে। কাছির অন্য অংশটি আট-দশ জনে টান দিয়ে লোহার স্তম্ভটি দ্রুত ছেড়ে দেয়, যা রডের মধ্যে দিয়ে সোজা গাছের মাথায় আঘাত করে। ধীরে ধীরে গাছটি পরিমাণমতো মাটিতে ঢুকিয়ে ফেলে। বড় বিচিত্র অথচ সুন্দর বোল তাদের মুখে। এই বোল শুনতে এক্ষণে কেউ দাঁড়ায় না। যদি কোনো পথিক হয় দাঁড়াবে এদের সুর শুনতে। এই শ্রমিকদের বোলটা এরকম যে, প্রথমে দাঁড়িয়ে থেকে বোলের অর্ধেকটা বলবে, আর কাছিটা টানার প্রস্তুতি নিবে। শেষ কথাটায় সবাই এক সাথে টান মারবে কসিয়ে তারপর দ্রুত ছেড়ে দিবে ৪০ কেজি ওজনের লোহার স্তম্ভটি। বোলগুলো এরকম-

'হেইয়া রাসুল আল্লাহ, হেইও'।

কখনও একজন দাঁড়িয়ে থেকে বোল দিতে থাকে, বাকি আট-নয়জন শেষ বাক্যটি বলে টান মারে। টানতে টানতে দম ফুরিয়ে আসে। গাছটি পরিমাণমতো ঢুকে গেলে বিশ্রাম নিয়ে নেয়। নতুন করে গাছ ঢুকানোয় ব্যস্ত

হয়। শ্রমিকরা তাদের বোল পরিবর্তন করে।

'তোর কারণে খাইটা মরি ঢাহার শহরে এএ...'।

হেইও স্থলে বলে, 'ও সখীনা গেছোছ কিনা ভুইল্লা আমারে'।

শীতের বিকাল খুব দ্রুত সূর্য তার লাল রঙ ছড়ায়। আসরের আযান ভেসে আসে চারিদিক থেকে। নদীর পানিতে আযানের শব্দ প্রতিধ্বনিত হয়। রঙ শুকানোর জোর সূর্যের ক্রমশঃ কমে আসে। তবে বাতাসের জোরটা বেড়ে চলছে। কদিন ধরে খুব শীত । খবরে শোনা যায় উত্তরবঙ্গে শৈত্য প্রবাহ চলছে । ঢাকার শহরেও পড়বে, তারও একটা পূর্বাভাস পাওয়া যায় ভোরের কুয়াশা দেরি করে দূর হওয়ায়।

পটু চলে এসেছে এই ডাকে। আজ আর একা নন তিনজন। তিনজনেই পটুর বান্ধবী। অনার্সে এক সাথে পড়ে। তিনজনের পরনেই মার্জিত পোশাক । গুটি গুটি পায়ে হেঁটে চলছে নদীর পাড় থেকে। একটা বাচ্চা দৌড়ে এসে পটুকে বলল–

'খালামনি ওপারে যাইবেন'?

পটু বলল–'না রে, এখানেই আছি'।

বাচ্চাটি খেলতে ছিল আবার খেলা করতে চলে যায়। পটু ও তার বান্ধবীরা হাঁটতে হাঁটতে পূর্বদিকটায় চলে যায়, পূর্ব দিকটায় জাহাজ কম, বালুময়। একটা লঞ্চ নতুন তৈরি হচ্ছে। লঞ্চের তিনদিক দিয়ে বেড়া তৈরি করা যাতে সহজে কেউ ঢুকতে না পারে। ছিঁচকে চোরের অভাব নাই এখানে। একটু এদিক–সেদিক হলে চুরি যায় লোহার পেরেক থেকে লঞ্চের পাত পর্যন্ত। নবান্নের ছবি আঁকায় মন আর বসেনা, শরীর মন দুটোই কান্ত। সকালে পরোটা আর ডিম খেয়েছে আর সারাদিন চা বিস্কুটের ওপর আছে। শরীর খারাপ হওয়ায় খাওয়ার রুচি নেই। নবান্ন তুলির শেষ টানটা দেয় সাবধানে যেন শেষমেশ কাজটি নষ্ট না হয়ে যায়। জলরঙের এই এক দোষ,

কাঁচা অবস্থায় কাজটির ওপর পানি পরে গেলে আর রক্ষা নেই। এ প্রসঙ্গে শিল্পী মুস্তাফা মনোয়ার একটি প্রোগ্রামে বলেছিলেন–

'জলরঙ এমনই সোহাগী যে, একটু এদিক–সেদিক হলেই মেয়ে লোকের মতো বেঁকে বসে'।

মাঝে মাঝে দু–একটা লঞ্চ চলে যায় গগন ফাটানো হুইসেল দিয়ে, প্রকম্পিত হয় বুড়িগঙ্গা। ঢেউয়ের সৃষ্টি হয়, গন্ধ আসে পানি থেকে। বালু বোঝাই বলগেট একটার পর একটা চলে যাচ্ছে। বিকালের রূপটাই আলাদা, সব কিছুই যেন হালকা লাল। পাখি ডানা ঝাঁপটিয়ে ঘরে ফেরে। বাচ্চাগুলো নাটাই দিয়ে শেষ বাড়ের মতো ঘুড়িটিকে দিগন্ত ভেদ করার চেষ্টা করছে। চারিদিকের সব কাজ যেন শেষ হয়ে আসছে। শেষবাড়ের মতো জাহাজের রঙ তোলার শব্দটা জোড়ালো হয়। হয়তো মালিক আরও একটু কাজ করিয়ে নিচ্ছে। নবান্ন তার কাজগুলো বেড় করে (মেরামতের জন্য রাখা) নৌকার পাশে সাজিয়ে রেখে একটু দূরে দাঁড়িয়ে দেখে নিচ্ছে। কী তার উন্নতি, এখনও কোথায় ড্রইং–এ সমস্যা আছে, কালারটার কী আরো গাঢ় দিবে নাকি কাজটি হার্ড হয়ে গেছে। প্রথম জলরঙ এর ওয়াগটায় আরো যত্নবান হওয়া উচিত। নবান্ন চিন্তা করে এসব নিয়ে। আর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা লোকজন চিন্তা করে কীভাবে আঁকল সামনে থাকা দৃশ্যটা। ছড়িয়ে রাখা জলরঙের কাজগুলো শেষ বারের মতো দেখতে লোক ভিড় করে। একটার পর একটা বিশেষণ দেয়। নবান্নের এ বিশেষণগুলো ভালো লাগে। কিন্তু এ বিশেষণের একটি বিশেষণ যদি শিল্পী বিশেষজ্ঞের কাছ থেকে পান তাহলে তার ছবি আঁকা সার্থক হবে। দেখে নিচ্ছে, দেখাচ্ছেও দাঁড়িয়ে থাকা লোকদের। বুড়ো একটা লোক বলল, 'বাজান ভালো কাজ শিখছো।'

পটু আর তার বন্ধীরা নবান্নের কাছাকাছি ফিরে আসছে। কিছু বাচ্চা ছেলে-মেয়ে ময়লা আবর্জনা, পলিথিন, কুড়িয়ে পাওয়া বোতল দিয়ে আগুন ধরায়। একটা গন্ধ লাগে নবান্নের নাকে। ওদের গন্ধ লাগে কি লাগে না বোঝেনা। কনকনে শীতে আগুনের কাছে উষ্ণতা পায়, আগুন জ্বালিয়ে আনন্দ পায়। পটুদের ডাকে,

'আপা আসেন, আগুন জ্বালাইছি' ওরা বলল–

'এই ছেলেরা কী সব পোড়াচ্ছিস, যা, বাসায় যা'।

কোলাজ আজ আসবে না। তাই এখানে চায়ের দোকানে আর বেশি ময় কাটাবে না নবান্ন। পটুরা যে এখনও আছে নবান্নের আশে পাশে। নবান্ন ব্যাগ গুছিয়ে কাঁধে নিল, ছবি রাখার পোর্টফোলিওটা এক হাতে নিয়ে খেয়াঘাটের দিক হাটা শুরু করল। হঠাৎ চেয়ে দেখল লম্বা খেয়াঘাটের পাটাতন দিয়ে পটুরা খেয়া নৌকার

দিকে যাচ্ছে। খেয়া পারা-পারের সংযোগস্থল একটা আর্চের মতো, বাঁশের সাথে বাঁশ দিয়ে সারি সারি করে পোঁতা, পাটাতনের দুপাশ দিয়ে। মাঝখানে বাঁশ, কাঠের দুটো জোড়া লাগানো তক্তার সাথে প্লাস্টিকের সুতা দিয়ে বাঁধা। কোনো লোকের পা ফসকে পড়ার উপায় নেই। খাড়া খাড়া বাঁশ আর নৌকার টলটলে ঢেউ, লোক ওঠানামা করছে, হাতে তাদের মালামালের ব্যাগ। এরকম পরিবেশে যদি তিনটি মেয়ে নৌকায় ওঠে। এ দৃশ্যটা ক্যামেরা দিয়ে তুললেও ফটোগ্রাফার হিসেবে অ্যাওয়ার্ড পাওয়ার একটা সুযোগ থাকবে। এ দৃশ্য যেন কোনো চিত্রশিল্পীর জন্যও সাজিয়ে রাখা কম্পোজিশন।

নবান্ন যতক্ষণে ঘাটের দিক যাচ্ছিল পটুরা নৌকায় না উঠে দাঁড়িয়ে ছিল। এতদিনে মনে হয় সবাই সবাইকে খুব চিনে অথচ কথা নাই পরিচয় নাই, কীভাবে কথা বলবে একে-অন্যর মধ্যে। নবান্ন খেয়া নৌকার কাছাকাছি যেতেই পটু বান্ধবীদের নিয়ে একটা নৌকায় উঠে পড়ল। পটুর এক বান্ধবী নবান্নকে বলল–

'ভাইয়া এই নৌকায় ওঠেন'।

নবান্ন অপ্রস্তুত ছিল এভাবে একটা কথা শোনার জন্য। কোনো কিছু ভাবার সময় এখানে নেই। কেননা অহরহ লোক নৌকায় উঠছে নামছে। কোনো কিছু না ভেবেই উঠে পড়ল নবান্ন। পটুর এক বান্ধবী মাঝিকে বলল–

'মামা নৌকা ছাড়েন, রিজার্ভ'।

রিজার্ভের কথা শুনলে মাঝিদের মুখে হাসি ফোটে। ঘাটে সিরিয়াল দিয়ে লোক উঠাতে হয়। ওপারে গিয়ে সিরিয়াল ধরতে হয়। রিজার্ভে অল্প সময়ে বেশি টাকা। কারো মুখে কোনো কথা নেই। মুখ টিপে টিপে হাসছে ওরা। সবার মনে ভয়ও করছে। ভয়টা বেশি নবান্নের। এতদিন কাজ করেছে এই চর মিরেরবাগে সবাই সম্মানের চোখে দেখেছে। এখন যদি পরিচিত কেউ দেখে ফেলে। নদীর পারে জন্ম তাই পটুকে চেনে অনেকে। নবান্ন কাজ করছে বেশ কদিন তাই নবান্নকেও চিনে দু-এক জনে। এমন অবস্থা দেখলে বখাটে ছেলের আবির্ভাব হবে সহজে। পটু চুপচাপ নবান্নের দিকে চেয়ে আছে। যা করার পটুর চটপটে বান্ধবীরাই করছে।

'মামা নৌকা ওপার নিয়েন না'। পশ্চিম দিকে ইশারা করে–

'ঐ দিকে চালান'। নবান্ন বলল–

'কোথায় যাচ্ছেন, আমি তো ওপার যাব'।

'আপনার সাথে আমাদের কিছু কথা ছিল'।

'ছবি আঁকাবেন তো'?

'ছবিতো আঁকাবই তার আগে পরিচয়টা হোক'।

'আমি শীলা ও মুক্তি আর এই হচ্ছে পটু, ভালো নাম নীলাম্বরী, অনার্স ১ম বর্ষে ইডেনে পড়ছি। আপনি চারুকলাতে অবশ্যই'।

'হ্যাঁ, আমি নবান্ন, নবান্ন চৌধুরী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় থার্ড ইয়ারে'। মুক্তি বলল–

'আপনার ছবি আঁকা দেখলেই বোঝা যায় আপনি চারুকলার'।

শিলা : 'ভাইয়া, পটু মানে আমার এই বান্ধবী আর্টিস্টদের খুব ফ্যান। সেদিন কলেজে যাওয়ার পথে বাদামতলী ঘাটে দেখা হবার পর থেকে, পটু আপনার সাথে যোগাযোগ করার জন্য অনেক ঘুরেছে। আপনাকে অনেক খোঁজাখুজি করেছি আমরা। কিন্তু পাইনি। আর সে আপনিই কিনা ওর বাড়ি কাছে ছবি আঁকছেন। জানেন কত চেষ্টা করেছে আপনার সাথে কথা বলার, কিন্তু লোকজন আপনাকে ঘিরে থাকায় কথা বলা সম্ভব হয়নি।' মুক্তি বলল–

'হাতে সময় কম তাই কথাগুলো বলতেই হয়, পটু আপনার সাথে বন্ধুত্ব করতে চায়' শীলা বলল–

'প্লিজ ভাইয়া আপনি ওর বন্ধু হবেন? পটু খুব ভালো মেয়ে। আর্ট পছন্দ করে। আর্টিস্টদের ভালো লাগে ওর'।

পটু দেখতে সুন্দর। চেহরার ভেতর একটা মাধুর্যতা আছে। খাড়া নাক, গাল যেন ভাস্কর্যশিল্পীরা টিপে টিপে তৈরি করেছে। কোনো বয়সের ছাপ নেই। এইচএসসি করে কেবল অনার্স প্রথম বর্ষে। উচ্চতা যেন স্বাস্থ্যের সাথে মানানসই। চুলগুলো দিয়ে একটা খোপা তৈরি করা হয়েছে আলপনার মতো ব্যান্ড দিয়ে। কিছু লেয়ার কাটিং চুল যা বাতাসে উড়ছে। মাঝে মাঝে নাকের ওপর উড়ে এসে পড়ে। পটু বা-হাত দিয়ে ঠিক করে নেয় বারবার। পটুর চাহনির মধ্যে একটা নির্লিপ্ততা আছে যা যে কাউকে মু" করবে। সবকিছু মিলে পটুর অবয়ব প্রথম দর্শনেই আকৃষ্ট করবে। বন্ধুত্বের হাত বাড়িয়ে দিতে চাইবে যে কেউ। নবান্ন মুহূর্তে ভাবে আমি এমন কে যে আমার সাথে বন্ধুত্ব করার জন্য এরকম পরিস্থিতি তৈরি করছে। নবান্ন বলল–

'আমার সাথে বন্ধুত্ব? আমাকে আপনারা কতটুকু চেনেন'।

পটু দুহাত প্রসারিত করে হাসি দিয়ে বলল,

'এতটুকু'। নবান্ন বলল,

'এ যুগের ছেলেরা খারাপ কিন্তু'।

পটু : 'আপনি ঠকাতে পারেন'?

'ঠকাবার চেষ্টা করিনা কখনও'।

পটু : 'তাহলে ভয় নেই'।

নবান্ন :'ভয় কিসে'। মুক্তি বলে উঠল-

'এখন যদি না বলেন'। নবান্ন হাসি দিয়ে বলল–

'যেভাবে তিনজনে আঁকড়ে ধরেছেন, তাতে না বলার উপায় আছে'।

মুক্তি ও শীলা হাসি দিয়ে একসাথে বলে উঠল, 'তাহলে বন্ধুত্ব করছেন'।

মুক্তি : 'শোনেন ভাই, আমার বান্ধবীর অনেকদিনের স্বপ্ন ও একজন আর্টিস্ট এর সাথে বন্ধুত্ব করবে। আর্ট নিয়ে তাই মাঝে মাঝে চর্চা করে। সত্যিকারের আর্টিস্ট খুঁজে বেড়ায়'।

নবান্ন বললো : "আর্ট বিষয়ে পড়তে পারতেন"।

শীলা : একবার পরীক্ষা দিয়েছিল, হয়নি। আর চারুকলা সম্পর্কে একটা ভ্রান্ত ধারণা থাকে।

– কী রকম?

মুক্তি : এই ধরেন ওখানে সবাই নেশা করেন।

নবান্ন : আপনারা দেখেছেন?
মুক্তি : না শুনেছি।
নবান্ন : যত দোষ নন্দ ঘোষ।
পটু ফ্যাল ফ্যাল করে তাকিয়ে ওদের কথা শুনছে।
মুক্তি বললো : মানে কী।
নবান্ন : 'আমি জানিনা আপনারা কার কাছ থেকে শুনেছেন। তবে কথাটা ঠিক না'।
মুক্তি : 'মেয়েরাও নাকি সিগারেট খায়।'
– নেশা তো নেশা, সে ছেলে আর মেয়ে যে–ই হোক। শোনেন একটা কথা বলি, যারা চারুকলার পড়েনা, ইউনিভার্সিটিতে পড়েনা, এমনকি পড়ালেখাই করেনা–এ ধরনের কিছু লোক সোহরাওয়ার্দী পার্কে ঢুকে নেশা করে। বাইরের লোক এসে গাঁজা খায় নাম হয় চারুকলার ছাত্রদের।
শীলা : চারুকলার ছাত্ররা তাহলে
নবান্ন কথা কেড়ে নিয়ে বলে,
– আমি মানছি, সবাই দুধে ধোয়া তুলসি পাতা নয়। এখন চারুকলার ছেলে–মেয়েরা কেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের সব ছেলে-মেয়েরাই খুব স্মার্ট। সিগারেট খাওয়ার পরিমাণ নেই বললেই চলে। এই যে আমাকে দেখছেন, কখনও কি মনে হয় আমি নেশা করি। পটু তো এই কদিন আসল, কই আমাকে কখনও সিগারেট খেতে দেখেছেন?
মুক্তি : আসলে আপনি না বললে বুঝতাম না এতকিছু।
শীলা : পটু তাড়াতাড়ি কর। বেলা পড়ে যাচ্ছে দ্রুত।
পটু এবার একটি প্যাকেট এগিয়ে দিয়ে বলল–
'প্যাকেটটা নিন প্লিজ, এটার মধ্যে একটি লেখা আছে'। নবান্ন প্যাকেটটি নিল অনুমান করল লেখাটা একটু ভারী। শীলা বলল–
'ভাইয়া আপনি কোন ঘাটে নামবেন, নামিয়ে দিই, আমাদের ফিরতে হবে'।
'আমাকে ওপার যে কোনো একটা ঘাটে নামিয়ে দিলেই যেতে পারব'।
সূর্যটা টকটকে লাল হতে পারেনা, কুয়াশা চেপে ধরে বিকেল হওয়ার

আগেই। তারপরও সূর্য তার দিনের শেষ লাল ফিকে আলোটুকু ছড়াবার চেষ্টা চালায়। বুড়িগঙ্গার কোলে সূর্যের রক্তিম আভা রিফেকশন হয়ে ভেঙে যায় ছোট ছোট ঢেউয়ে। পটুর মুখের ওপর আসে সূর্যের শেষ আলো। নৌকার পাশ থেকে চলে যাচ্ছে একটা বলগেট। মাঝি তার নৌকা শ্যামবাজার মসজিদ ঘাটের দিকে চালাতে থাকে। শীতের সন্ধ্যা খুব তাড়াতাড়ি এসে যায়। জাহাজে হাতুরি চালানোর শব্দ ক্রমশ: কমে আসে। সদরঘাট থেকে লঞ্চের হুইসেলের শব্দে ভারী হয়ে গেছে জায়গাটা। ওপারে থাকে জাহাজ ভাঙার শব্দ এপারে থাকে ঘাটে ভিরানো লঞ্চের আর নদীতে চলা কোস্টারে হুইসেলের শব্দ, সব মিলে একাকার। বেশিরভাগ লঞ্চ ছেড়ে যায় বিকাল ৪টা থেকে রাত ৮টা পর্যন্ত। যাত্রীদের তাড়া দিতেই যত হুইসেল।
পটু বলল–
'আপনার শরীরটা আজকে কেমন যেন ফ্যাকাশে লাগছে'।
'গতকাল রাত থেকেই শরীরটা খারাপ লাগছে, জ্বর আসবে মনে হচ্ছে।'

পটু আজকে একটু সেজে এসেছে। সবকিছুই যেন হালকা, লিপস্টিক থেকে শুরু করে চুলের গ্রেজ। নবান্নের মনের মধ্যে একটা ইতস্ততবোধ করছিল ওদের উদ্দেশ্যে তো আর এতক্ষণে বুঝতে বাকি রইল না।
নবান্ন এবার ইতস্তত রেখেই সবার উদ্দেশ্যে বলল–
'আপনারা আমার নাম শুনে বুঝতে পারছেন, নবান্নের কথা শেষ হবার আগেই পটু বলল, জাত–ধর্মের কথা বলছেন? আপনি তো আর গণজাগরণ মঞ্চে যান না, যে নাস্তিক। ঈশ্বরকে তো বিশ্বাস করেন'?
নবান্ন : 'যারা গণজাগরণ মঞ্চে যায় তারা বুঝি নাস্তিক? আমি তো যাই, চারুকলার পাশেই তো গণজাগরণ মঞ্চ। দেশের মঙ্গলের জন্য কিছু করে যদি নাস্তিক হই, হলাম।' পটুর বান্ধবী বলে–
মুক্তি : 'গণজাগরণ মঞ্চ সম্পর্কে কিছু বাজে কথা শোনা যায়'।
নবান্ন : 'দেখুন দেশকে যারা ভালোবাসে তারা গণজাগরণকে বাহবা দিয়ে আসছে। আর যা হোক গণজাগরণ মঞ্চের লোকেরা অন্তত মন্দির, মসজিদ ভাঙেনা, যা করছে দেশের মঙ্গলের জন্যই লড়ছে।' পটু বলল–
'এ নিয়ে আর কথা বলতে চাইনা, আপনি শিল্পী এটাই আমার কাছে বড় পরিচয়'।
নৌকা শ্যামবাজার ঘাটে চলে এসেছে। মুক্তি, শীলা বলল–
'ভাইয়া আবার দেখা হবে, ভালো থাকবেন। বান্ধবীর সাথে যোগাযোগ রাখবেন'।
'আপনারাও ভালো থাকবেন' পটু বলল–
'কালকে কখন আসবেন'।
'ঠিক কখন জানিনা তবে সকাল ১১টার মধ্যে'।

ক্ষুদে বন্ধুদের আঁকা

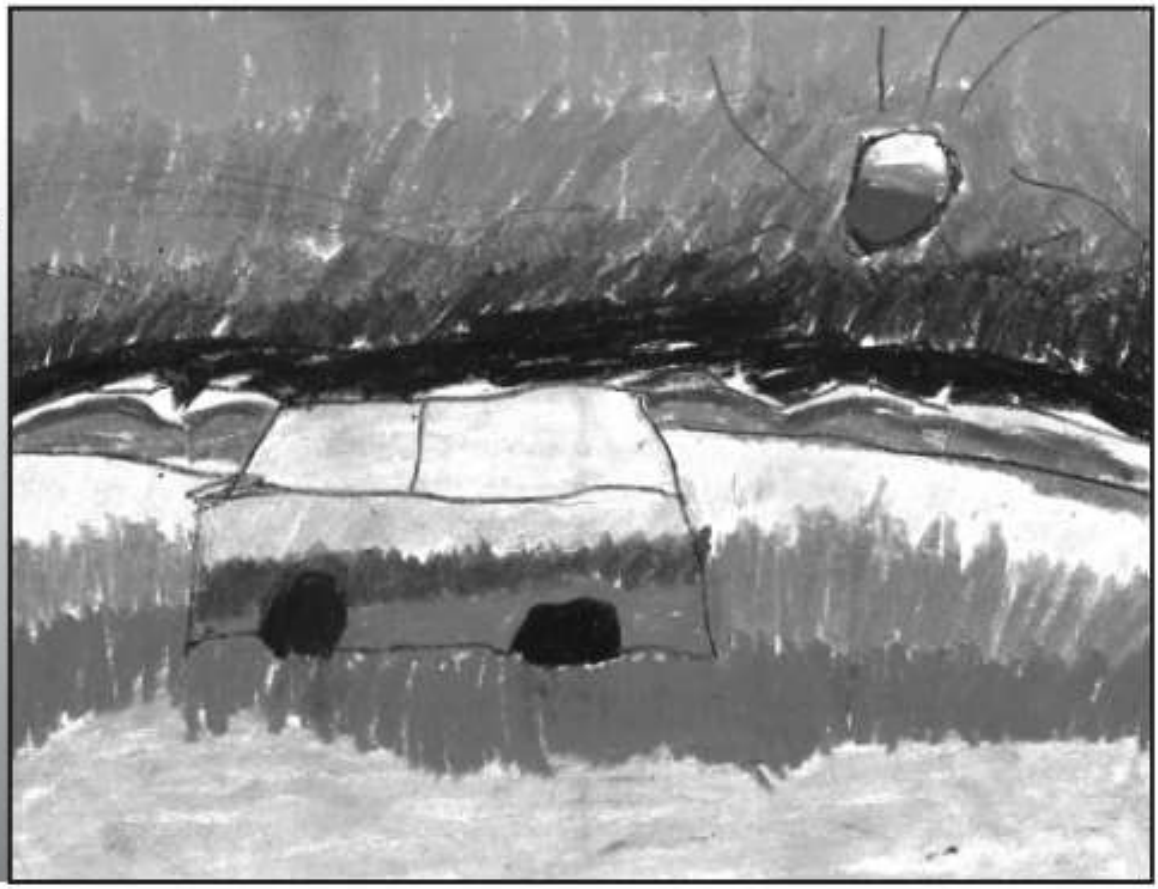

কাজী আহনাফ হক
সাউথ ব্রীজ স্কুল

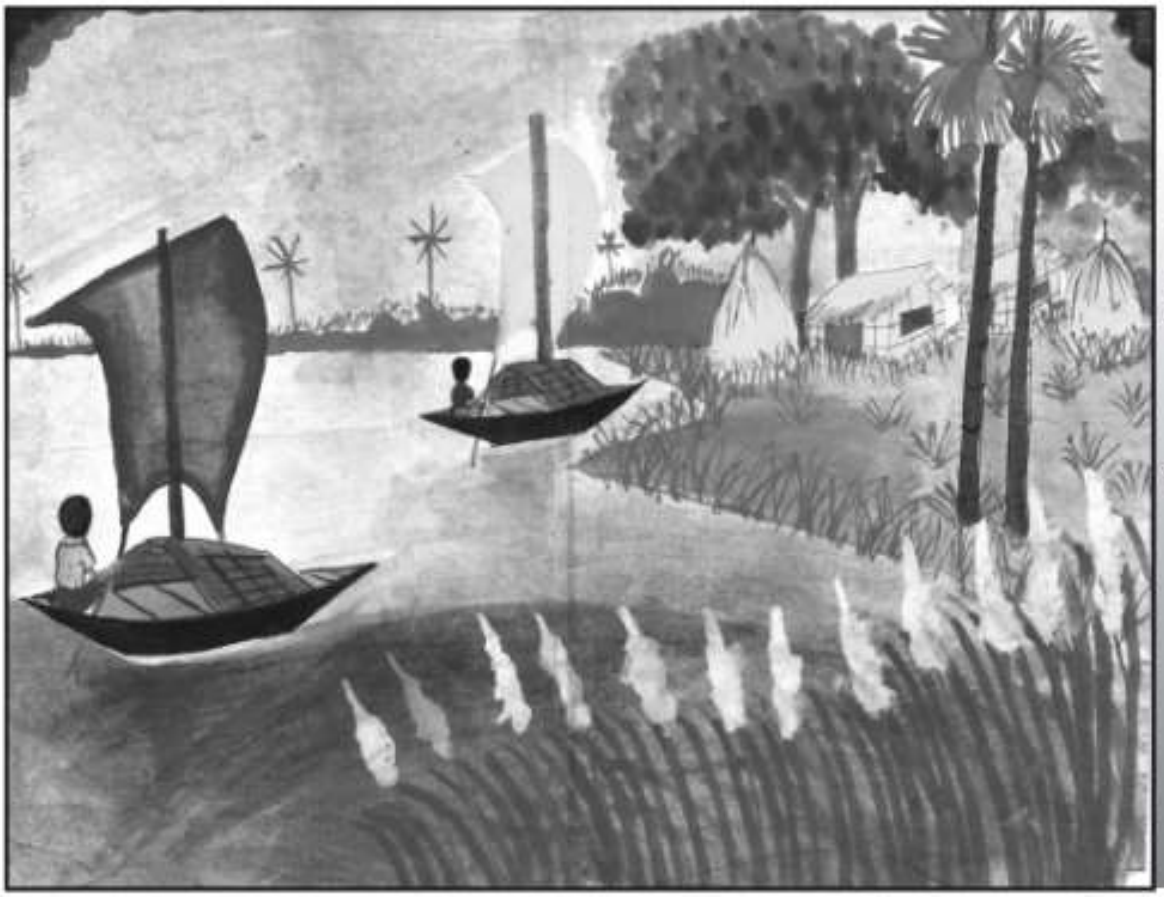

আব্দুল্লাহ আল রিফাত
চর বওলা সরকারি
প্রাথমিক বিদ্যালয়
৩য় শ্রেণি, রোল-৩
মাদারগঞ্জ, জামালপুর।

চিত্রে স্কাউট কার্যক্রম

ছবিতে বাংলাদেশ স্কাউটসের জাতীয় সাংগঠনিক ওয়ার্কশপে বক্তব্য রাখছেন বর্তমান প্রধান জাতীয় কমিশনার ড. মোঃ মোজাম্মেল হক খান।

অংশগ্রহণকারীদের একাংশ

স্কাউট সংবাদ

দিনাজপুর অঞ্চল

লালমনির হাটে জেলা স্কাউটস কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত

গত ২৭ জুন'১৪ শুক্রবার লালমনির হাট মার্কেট হাউসে বাংলাদেশ স্কাউটস, লালমনিরহাট জেলা নির্বাহী কমিটির কাউন্সিল সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় সভাপতি করেন জেলা প্রশাসক লালমনিরহাট জনাব মো. হাবিবুর রহমান।

সভায় ত্রৈবার্ষিক প্রতিবেদন পাঠ করেন মো সেকেন্দার আলী, সম্পাদক জেলা স্কাউটস লালমনিরহাট।

সভায় সম্মানিত কাউন্সিল বৃন্দের সম্মতিতে সম্পাদক পদে নির্বাচিত হন মো. মোজাম্মেল হক, যুগ্ম-সম্পাদক মো. লিয়াকত আলী ভুইঞা এবং কোষাধ্যক্ষ পদে নির্বাচিত হন এম এম মোসলেম উদ্দিন, জেলা শিক্ষা অফিসার, লালমনিরহাট। কমিশনার পদে কাউন্সিলার বৃন্দ মো সেকেন্দার আলীকে নিয়োগের সুপারিশ করেন।

সভাপতি জেলা প্রশাসক মো. হাবিবুর রহমান নব নির্বাচিত কর্মকর্তাগণকে আন্তরিক ভাবে কাজ করে স্কাউট আন্দোলনকে আরও বেগবান করার আহবান জানিয়ে জানিয়ে সভার সম্মতি ঘোষণা করেন।

সংবাদ প্রেরক
খন্দকার খায়রুল আলম

রোভার অঞ্চল

কুড়িগ্রামে জেলা রোভার মুট অনুষ্ঠিত

গত ০৮-১২ জুন ২০১৪ বাংলাদেশ স্কাউটস কুড়িগ্রাম জেলা রোভারের ব্যবস্থাপনায় অনুষ্ঠিত হয়। ৫ম কুড়িগ্রাম জেলা রোভার মুট, কুড়িগ্রাম জেলা স্কাউট প্রাঙ্গণে অনুষ্ঠিত এই মুটের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে শুভ উদ্বোধন করেন পাচপীর কলেজের অধ্যক্ষ।

মুটের ৩য় দিনে অনুষ্ঠিত মহা তাবু জলসায় প্রধান অতিথি হিসেব উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশ স্কাউটস কুড়িগ্রাম জেলা রোভারের সভাপতি এবং জেলা প্রশাসক এবিএম আজাদ। বিশেষ অতিথি ছিলেন কুড়িগ্রাম সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর সাবিহা খাতুন। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ভিতর বন্দ কলেজের অধ্যক্ষ মো. জয়নুল আবেদীন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মাঝে বক্তব্য রাখেন একে এম সামিউল হক জেলা রোভারের কমিশনার এবং মুট চীফ আমিরুল হুদা এলটি উপস্থিত ছিলেন জেলা স্কাউট সম্পাদক খন্দকার খায়রুল আলম।

মুটে ১৫ টি ইউনিট অংশগ্রহণ করে তার মধ্যে ০২টি গার্ল-ইন-রোভার দল অংশ নেয়।

১২ জুন তারিখে সমাপনী অনুষ্ঠানের মাধ্যমে মুটের সমাপ্তি ঘোষনা করা হয়।

অগ্রদূত লেখকদের প্রতি

অগ্রদূত আপনার পত্রিকা। বছরের যে কোন সময়ে অগ্রদূত এর জন্য লেখা পাঠাতে পারেন। আপনার এলাকার যে কোন স্কাউট সংবাদ; স্থানীয়, আঞ্চলিক বা জাতীয় কোন অনুষ্ঠানে স্কাউটদের সম্পৃক্ততার বিষয়ে প্রতিবেদন বা সংবাদ পাঠাতে পারেন। লিখতে পারেন আপনার কোন স্মৃতিকথা, গল্প, কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, প্রবন্ধ বা নিবন্ধ। উত্তম ও দক্ষ, কাব-স্কাউট, রোভার, গার্ল-ইন-স্কাউট এর সদস্যদের সাক্ষাতকারও অগ্রদূতে প্রকাশ করা হয়। এ সাক্ষাতকার স্কাউট/রোভারবৃন্দের যে কেউ তৈরি করে ছবিসহ পাঠালে তা যত্নের সাথে প্রকাশ করা হবে। লক্ষ্য রাখবেন, আপনার লেখা যেন অগ্রদূত পাঠকদের জন্য উপযোগী হয়। কাগজের এক পৃষ্ঠায় পরিষ্কার হস্তাক্ষরে বা কম্পিউটার কম্পোজ করে লেখা পাঠাতে হবে। কাগজের উভয় পৃষ্ঠায় লেখে পাঠানো হলে তা প্রকাশ করা সম্ভব নয়। লেখা বা সংবাদের সাথে ছবি থাকলে ভাল হয়, ছবি অবশ্যই পরিষ্কার হতে হবে। ছবির চারপাশে কোন প্রকার ডিজাইন বা বর্ডার দেবেন না। তবে কেউ ছবি পাঠালে তার সাথে ক্যাপশন বা বিবরণ লিখে দিবেন। সে সাথে আপনার পূর্ণ ঠিকানা এবং ফোন/মোবাইল নম্বর উল্লেখ থাকতে হবে। অসম্পূর্ণ বা ঠিকানাবিহীন কোন লেখা প্রকাশ করা হবে না। অমনোনীত লেখা ফেরৎ দেয়া হয় না।

সম্পাদক, অগ্রদূত